ربـــنـــا لاتـــزغ قـــلـــوبـــنـــا بـــعـــد اذ هـــديـــتـــنـــا

"হে আমাদের পালনকর্তা! সরল পথ প্রদর্শনের পর আপনি আমাদের অন্তরকে সত্য লংঘনে প্রবৃত্ত করো না।"

(আল-কুরআন)

গুনাহে বে-লযযত

(অনর্থক গুনাহ)

মূল ঃ মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহঃ)

অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মদ মুনীরুজ্জমান সিরাজী।

ও

সংযোজিত

রিসালা-ই-আহকামে গীবত

(গীবতের শরয়ী বিধান)

মূল ঃ হাফিয মাওলানা সাইফুল্লাহ

অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মদ আবুল ফাতাহ ভূঞা।

প্রকাশনায় ঃ

নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী।

৫৯, চকবাজার, ৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা।

আমাদের কথা

হাম্‌দ সালাতের পর।

নাদিয়াতুল কুরআন বাংলাদেশের একটি সুপরিচিত ও সুখ্যাতি দ্বীনী-তাবলীগী প্রকাশন সংস্থার নাম। আমাদের সংস্থার পক্ষ থেকে ইতিপূর্বে আমরা বাংলাভাষা-ভাষী পাঠক-বন্ধুদের জন্য বিভিন্ন বই পুস্তক প্রকাশ করেছি।

কিন্তু এবার আমাদের অগনিত পাঠক-পাঠিকাদের চাহিদা পূরণে আমাদের আয়োজনের মাত্রা আরও ব্যাপকভাবে হাতে নিয়েছি।

তারই অংশ হিসাবে পাঠক-পাঠিকাদের চাহিদার প্রতি বিবেচনা করে আমাদের নতুন **উপহার** মুফতীয়ে আজম ফকীহে মিল্লাত হযরত মুফতী শফী (রহঃ) লিখিত (গুনাহে বে-লযযত) কিতাবের সরল বাংলা অনুবাদ পাঠক-পাঠিকদের হাতে তুলে দিলাম।

বাংলা ভাষা-ভাষী অগনিত পাঠক সম্প্রদায়ের হাতে এই অমূল্য গ্রন্থটি তুলে দিতে পেরে মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে জানাই অশেষ শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা। সাথে সাথে যাদের প্রচেষ্টায় আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস তাদেরও ঋন স্বীকার করছি অকৃপনভাবে। প্রয়োজনীয় যোগ্যতার অভাব, সময়ের সল্পতা এবং মুদ্রন ক্ষেত্রের অপরিহার্য বিভিন্ন অসুবিধার কারনে ভূল-ক্রটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। সুহৃদ পাঠক বন্ধুরা এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিলে আমরা তাদের নিকট থাকবো চির কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে আল্লাহ তা'আলা এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করন এবং মূল রচনার ন্যায় অনুবাদ টিকেও দুন্ইয়ার কল্যাণ ও আখিরাতের নাজাতের ওয়াসীলা করুন। আমীন।

প্রকাশক

সূচীপত্র

গুণাহে বে-লয্যত

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

রিসালা-ই-আহকামে গীবত

ভূমিকা

بســــم اللــــه الــــرحــــمن الــــرحــــيم

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালূ আল্লাহ তা'আলার নামে শুরু করছি।

বর্তমান কাল নবূওয়াতের যুগ থেকে দূরে ও কিয়ামতের নিকটবর্তী হওয়ার ফলে কুফ্‌র ও শিরক, নাস্তিকতা ও ধর্মদ্রোহীতা এবং ধর্মহীনতা ও আমলহীনতার প্রতিযোগিতা চলেছে। হাদীছ শরীফের ভবিষ্যদ্বাণী মুতাবেক গুনাহ থেকে বাঁচা এবং ধর্মের উপর সুদৃঢ় থাকা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হস্তে ধারণ করার ন্যায় বিপদ সঙ্কুল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অসংখ্য লোক তো এ বিষয়ে চিন্তা ফিকরই করছে না যে, যে কাজটি তারা করে যাচ্ছে, তা গুনাহের কিংবা ছাওয়াবের, হালাল কিংবা হারাম, এতে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি রয়েছে কিংবা অসন্তুষ্টি।

বর্তমানে অল্পসংখ্যক যে সব আল্লাহ তা'আলার বান্দা এর উপর চিন্তা-ভাবনা করে জীবনযাপন করে চলছেন, তাদের জন্য দুন্‌ইয়ার পরিবেশ সংকীর্ণ হয়ে গেছে। ব্যক্তিগতভাবে গুনাহ থেকে বাঁচতে পারলেও সামাজিক গুনাহ যা ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি-নকরী, ক্ষেত-খামার ইত্যাদি জীবিকার প্রতিটি স্তরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এ থেকে কিভাবে বাঁচবে যে, উক্ত সব ক্ষেত্রে প্রথমে তো অমুসলিমদের সঙ্গে লেন-দেন হয়ে থাকে। আর যদিও তা সৌভাগ্যক্রমে মুসলমানের সঙ্গে হয়, তাহলেও তারা দ্বীন থেকে এমন স্বাধীন যে, হালাল হারামের আলোচনাকে সংকীর্ণ বলে আখ্যায়িত করে।

فَـاِلَـى الـلّـٰهِ الْمُشْتَـكٰى আল্লাহ তা'আলার নিকটই অভিযোগ। اِنَّـا لِلّـٰهِ وَاِنَّـا اِلَـيْـهِ رَاجِـعُـوْنَ - বিপদ এই যে, স্বীয় অদূরদর্শিতা এবং

চিন্তা-ভাবনাহীনতার পরিণাম ফলকে অনেক লোক এই বলতে শুরু করেছে যে, দ্বীনে ইসলাম এবং শরীআত অনুযায়ী আমল করাই অতীব কষ্ট সাধ্য। যদি একটু গভীর চিন্তা করা হয়, তাহলে বুঝে আসবে যে, ইসলামী শরীআতে না আছে কোন সংকীর্ণতা আর না আছে কোন ক্লেশজনক বিষয়; বরং দুন্ইয়ার সকল মতবাদ থেকে জীবিকা নির্বাহের সহজতর উপায় এতে নিহিত রয়েছে। অবশ্য যদি কোন বস্তুর প্রচলন না হয় এবং উক্ত বস্তুর আমলকারীর সংখ্যা খুবই কম হয়, তবে সহজ থেকে সহজতর বস্তুও কঠিন হয়ে যায়। টুপি, পাজামা পরিধান করা তো অতীব সহজ, কিন্তু যদি দুন্ইয়ার কোন অঞ্চলে এগুলোর ব্যবহার উঠে যায় এবং সকলেই জাঙ্গা, লুঙ্গীর বা ধুতি পরিধান করায় অভ্যস্ত হয়ে যায়, তাহলে টুপি, পাজামা তৈরি করা বা তৈরি করানো এক বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। রুটি তৈরি করা এবং রুটি খাওয়া কতইনা সহজ এবং জীবন ধারণের অত্যাবশ্যকীয় বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু যদি কোন অঞ্চলে উহার ব্যবহার উঠে যায় এবং সকলে ভাত খেতে আরম্ভ করে, তাহলে দেখবে সেখানে রুটি তৈরি করা এবং খাওয়া কত কঠিন কাজ হয়ে যাবে।

ধর্মীয় কর্মসমূহেও এ অবস্থাই বুঝা চাই। প্রথমতঃ অমুসলিমদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা মুসলিমদের জন্য হালাল-হালামের ব্যাপারে বহু সমস্যার সম্মুখীন হওয়া স্বাভাবিক বিষয় ছিল। মুসলমান যদিও সংখ্যালঘিষ্ঠ তবুও যদি তারা মাযহাবের সীমা এবং নীতিসমূহের পাবন্দ হতো, তাহলেও প্রায় নিশ্চিত আশা ছিল যে, অধিকাংশ লেন-দেনে কোন অভিযোগ থাকত না। যা হোক বর্তমান এই ধর্মহীনতার যুগে ইউরোপের ন্যায় ধর্মহীন রাষ্ট্র থেকে আসা অনেক ঔষধের লেবেল-এ হিন্দুদের প্রতি লক্ষ্য রেখে লেখা থাকে যে, "ঔষধে কোন প্রকার জীব-জন্তুর অংশ নেই।" ইহা কেন? ইহা এ জন্য নয় যে, ঔষধ প্রস্তুতকারকগণ হিন্দু ধর্মের প্রতি সহানুভূতি বা ধর্মীয় বিশ্বাসে সুসম্পর্ক রয়েছে; বরং শুধু এ জন্য যে, তারা এ কথা জানে যে, হিন্দুগণ জীব-জন্তুর অংশ থেকে দূরে থাকে। কিন্তু অদ্যাবধি আমার দৃষ্টিতে পরেনি যে কোন ঔষধের লেবেল-এ একথা লেখা আছে যে, "এ ঔষধে মদ্য বা ইসপ্রিট নেই।" কেননা মুসলমান অমনোযোগী ও

উদাসীন থাকার কারণে বিধর্মীদের সামনে এমন উদাহরণ পেশ করতে পারেনি যে, মুসলমান জাতি এগুলো থেকে দূরে থাকে।

সারকথা এই যে, এই সংকীর্ণতা ও কঠোরতা সবই আমাদের অমনোযোগিতা ও উদাসীনতার পরিণাম ফল। মুসলমানগণ ধর্মীয় রীতি-নীতির পাবন্দ হলে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি সবই সহজ হয়ে যেতো এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা স্বভাবে পরিণত হয়ে যেতো। কিন্তু কাকে বলব কেইবা শুনবে!

اب کہاں نشو ونما پائے نہال معنے

کس زمین پر دل پر جوش کی بدلی برسے

অর্থাৎ "শিশুগণ কোথায় লালিত পালিত হবে কোন জমিতে ও অন্তরে আবেগের বৃষ্টি বর্ষিত হবে?"

যাহোক, একদিকে তো গুনাহসমূহের ঝড় বইছে, পৃথিবীর পরিবেশ ধার্মিক এবং সাধু ব্যক্তিবর্গের জন্য বিষাদ হয়ে গেছে। অপরদিকে তাদের মন্দ কার্যাবলীর ফলাফল হলো দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, মহামারী, হত্যাকাণ্ড, লুটতরাজ এবং অপমানের বেশে মুসলমানদের উপর অন্যের বিজয়। সংশোধনের চেষ্টা অরণ্যে রোদন এবং নিস্ফল মনে হয়। কেবল এ জন্য যে 'অমুক কাজটি গুনাহ' বললেও এ থেকে বাঁচার লক্ষ্যে কোন ব্যক্তি সামান্যতম কুপ্রবৃত্তির অভিলাষকে পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত নয়। তবে আল্লাহ তা'আলা যাকে তৌফিক দেন। এ জন্য অনেক সময় কল্পনায় এসেছে, অনেক গুনাহ আছে ,যার মধ্যে আমরা শুধু অমনোযোগিতা ও অজ্ঞতার কারণে লিপ্ত রয়েছি, তাতে না আছে পার্থিক উপকার ও প্রবৃত্তির অভিলাষের সম্পর্ক, আর না একে পরিত্যাগ করার মধ্যে সামান্যতমও কোন কষ্ট ও শ্রম রয়েছে। এতে শুধু প্রয়োজন মুসলমানদেরকে এ কাজটি যে গুনাহর তা অবগত করানো এবং তারা তা পরিত্যাগ করার ইচ্ছা করে নেয়া। এখন এমন কতগুলো অহেতুক গুনাহর একটি তালিকা ও এর কঠোর শাস্তি এবং

প্রচণ্ড ভয়-ভীতিসহ এ পুস্তিকায় লিখা হচ্ছে, যেন মুসলমানগণ অন্ততঃ এ জাতীয় গুনাহ থেকে বাঁচতে পারে। সকল গুনাহ থেকে মুক্তি না হতে পারলেও অন্ততঃ কিছু হ্রাস পায়। ইহা অসম্ভব নয় যে, এ সকল গুনাহ পরিত্যাগ করার বরকতে অন্যান্য গুনাহসমূহ পরিত্যাগ করারও সাহস এবং উপায় হয়ে যায়। কেননা, আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা রয়েছে যে, যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনের অনুসরণে সমান্যতমও চেষ্টা করবে, আমি তার জন্য অবশিষ্ট দ্বীনের রাস্তা সহজ করে দেই। কতক সম্মানিত বুযুর্গেরবাণী ঃ

ان من جزاء الحسنة الحسنة بعدها

সৎকর্মের একটি প্রতিদান হলো পরে আরো সৎ কাজ করার সামর্থ্য হওয়া।

وبيده التوفيق ولا حول ولا قوة الا بالله

গুনাহসমূহের পূর্ণাঙ্গ তালিকার প্রতি যদি লক্ষ্য করা হয়, তাহলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক গুনাহই স্বাদহীন। কেননা, যে অস্থায়ী স্বাদের মধ্যে চিরস্থায়ী কঠিন শাস্তি এবং অসহনীয় কষ্ট লুকিয়ে আছে, কোন দূরদর্শী বুদ্ধিমান ব্যক্তির মতে উহাকে স্বাদ বলা যায় না। যে মিষ্টান্ন দ্রব্যে ধ্বংসকারী বিষ মিসানো রয়েছে একে কোন বিবেকবান ব্যক্তি সুস্বাদু বলতে পারে না। যে চুরি এবং ডাকাতির পরিণাম যাবজ্জীবন কারাভোগ বা শুলে চড়া উহাকে কোন পরিণামদর্শী ব্যক্তিই আনন্দ, উল্লাস ও সুখের বস্তু বলে বুঝতে পারে না।

কিন্তু উক্ত সব বস্তুকে স্বাদহীন অনুধাবন করা তো বুদ্ধিমান এবং পরিণামদর্শী ব্যক্তিবর্গের কাজ। অবুজ শিশুরাই কেবল সাপ বা অগ্নিকে সুন্দর মনে করে হাতে নিতে পারে এবং উহাকে বাঞ্ছিত বস্তু বলতে পারে, অনুরূপ অপরিণামদর্শী ব্যক্তিবর্গই কেবল উল্লিখিত অপরাধসমূহকে স্বাদের বস্তু মনে

করতে পারে। এমনিভাবে কবর, হাশরের শাস্তি এবং ছাওয়াব হতে অনবহিত ব্যক্তিরাই গুনাহসমূহকে সুস্বাদ বলতে পারে। এ জন্যই এ পুস্তিকায় সেগুলো লেখা হয়নি, তবে শুধু দুই প্রকার গুনাহসমূহের তালিকা এতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এক প্রকার গুনাহ হচ্ছে, যাতে কোন ইন্দ্রীয়ানুভূতিহীন, রুচিহীন ব্যক্তিরাও কোন আনন্দ ও স্বাদ পায় না। দ্বিতীয় প্রকারের গুনাহ হচ্ছে, যার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে যদিও কোন স্বাদ নেই কিন্তু কতক লোক স্বীয় দুশ্চরিত্র এবং ইন্দ্রীয়ানুভূতিহীনতার কারণে তাতে কিছু স্বাদ এবং আনন্দ অনুভব করে। কিন্তু যদি উহাকে পরিত্যাগ করা হয়, তবে পার্থিব সামান্যতম প্রয়োজন ও কামনায় কোন বিভেদ হয় না। উক্ত গুনাহগুলোর বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হলো।

আল্লাহ তা'আলা আমাদিগকে উক্ত সব গুনাহ থেকে বাঁচার পূর্ণাঙ্গ তৌফিক দান করুন।

والله الموفق والمعين

১. অনর্থক ও অনুপোকারী কথা কিংবা কর্ম ঃ

মানব জাতি যত বাক্যালাপ বা কর্ম করে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে তা তিন প্রকার। (১) মুফিদ তথা লাভজনক, যার মধ্যে পার্থিব বা পরকালীন উপকার নিহিত আছে। (২) ক্ষতিকারক যাতে ইহকাল ও পরকালের ক্ষতি বিদ্যমান রয়েছে (৩) উপকারীও নয় অপকারীও নয়, যার মধ্যে কোন উপরকার নেই অপকারও নেই। এই তৃতীয় প্রকারকে হাদীছ শরীফে لَا يَعْنِىْ শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে। কিন্তু যদি একটু চিন্তা করা হয়, তাহলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এই তৃতীয় প্রকারও বস্তুতঃভাবে দ্বিতীয় প্রকারে অর্থাৎ ক্ষতিকারকে অন্তর্ভুক্ত। কেননা ঐ সময়টুকু যাতে এ প্রকার কথায় কিংবা কাজে ব্যয় করা হয়, তাতে যদি একবার 'সুবহানাল্লাহ' বলা হতো, তাহলে আমলের পাল্লা অর্ধেক পূর্ণ হয়ে যেত। যদি অন্য কোন লাভজনক আমল করা হতো, তাহলে গুনাহসমূহের কাফফারা এবং পরকালে নাজাতের ওসীলা কিংবা অন্ততঃ দুনইয়ার প্রয়োজনের ব্যাপারে

চিন্তাহীন থাকার কারণ হতো। এই মূল্যবান সময়টাকে অনুপকারী কাজে বা কথায় ব্যয় করা এইরূপ যে, কাউকে এখতিয়ার দেয়া হলো যে, তুমি ইচ্ছা করলে স্বর্ণ রৌপ্য ও মণি মুক্তার একটি খনি কিংবা একটি মাটির ঢেলা নিতে পারে, সে খনির পরিবর্তে মাটির ঢেলা উঠিয়ে নিল। এতে যে তার বিরাট লোকসান ও ক্ষতি হলো তা খুবই প্রকাশিত; তা বলার অবকাশ রাখে না। এ জন্যই হাদীছ শরীফে আছে, যে ব্যক্তি কোন মজলিসে বসে এবং উক্ত মজলিসে আল্লাহর যিকির না হয়, তবে কিয়ামতের দিবসে এই মজলিস তার জন্য আক্ষেপ ও লজ্জার কারণ হবে।

وہ علم جہل ہے جو دکھائے نہ راہ درست۔

مجلس وہ ہے وبال جہاں یاد حق نہ ہو

ہر دم ازگرا می ہست گنج بے بدل

می رود گنجے چنیں ہرلحظ بیکار آہ آہ۔

অর্থাৎ যেই জ্ঞান মানুষকে সঠিক রাস্তা প্রদর্শন না করে, সে জ্ঞান অজ্ঞতা, যেই মজলিসে আল্লাহর যিকির নেই সেই মজলিস তার জন্য দুর্ভাগ্য।

অমূল্য জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত অমূল্য ঐশ্বর্য। এ অমূল্য ধন ভান্ডার প্রতি মুহূর্তে অর্থহীনভাবে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে, হায় আফসুস শত আফসুস!"

এ জন্যই নিরর্থক কর্ম ও কথাকে এবং অনুপোকারী বন্ধুবান্ধবের মজলিসে বসাকে দূরদর্শী ব্যক্তিগণ গুনাহর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কতক হাদীছ শরীফের রিওয়ায়ত দ্বারা এর সমর্থন পাওয়া যায়। হাদীছে শরীফে আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "কোন ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণ সহীহ-শুদ্ধ হওয়ার একটি নির্দশন হচ্ছে অনুপকারী কর্মসমূহকে পরিত্যাগ করা।" (তিরমিযী ইবনে মাজা)।

অন্য এক হাদীছ শরীফে আছে, একদা হযরত কা'ব বিন উজরাহ (রাযিঃ) কয়েক দিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে উপস্থিত হতে পারেননি। তিনি লোকদের কাছে তাঁর কথা জিজ্ঞাসা করলেন। বলা হলো যে, তিনি অসুস্থ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর অবস্থা জানার জন্য তাশরীফ নিয়ে গেলেন। তাঁর অবস্থা শোচনীয় দেখে তিনি ইরশাদ করলেন, হে কা'ব! তোমার জন্য সুসংবাদ। তখন তার মাতা বলে ফেললেন, হে কা'ব! তোমার জান্নাত নসীব হবে। এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন যে, আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে কসম খেয়ে হস্তক্ষেপকারী সে কোন ব্যক্তি? হযরত কা'ব বললেন, তিনি আমার মাতা। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন। তুমি কি জান? হয়তো কা'ব কখনো لَا يَعْنِيْ অর্থাৎ অপ্রয়োজনীয় কথা বলেছে বা প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ থেকে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করতে কৃপণতা করেছে। কাজেই কারো সম্বন্ধে জান্নাতের ফায়সালা করার অধিকার কার আছে? এর বাহ্যিক মমার্থ হলো যে, অপ্রয়োজনীয় কথা ও কাজের হিসাব হবে। আর যার থেকে হিসাব নেয়া হবে এবং যে জবাবদিহীর সম্মুখীন হবে তার নাজাত অনিশ্চিত। -(ইহইয়াউল উলূম)

২. কোন মুসলমানের সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও উপহাস করা ঃ

ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও উপহাস করা কবীরা গুনাহ। ঠাট্টা-বিদ্রূপকারীর এতে কোন পার্থিব এবং সামাজিক উপকার নেই। কিন্তু সাধারণ মুসলমান অসাবধানতায় দ্বিধাহীনভাবে এতে লিপ্ত রয়েছে।

কুরআন মজীদে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسٰى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۔

"কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হতে পারে এবং কোন নারী অপর নারীকেও যেন উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারিনী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে।"

(সূরা হুজরাত -১১)

استهزاء শব্দের অর্থ হচ্ছে কারো অপমান ও ঘৃণা এবং তার দোষ-ত্রুটি অপরের সামনে এমনভাবে প্রকাশ করা যার ফলে লোকেরা হাসি তামাশা করে। উপহাস বিভিন্নভাবে হতে পারে। (১) কারো চলাফেরা, উঠাবসা, হাসা, বলা ইত্যাদি নকল করা বা দেহের উচ্চতা, গঠন, আকার আকৃতির নকল করা (২) কারো কথায় হাসা (৩) হাত, পা কিংবা চোখের ইঙ্গিতে কারো দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করা। এগুলো এমন গুনাহ যাতে কোন উপকার নেই এবং স্বাদহীনও যা বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে মহামারী আকারে বিস্তার লাভ করেছে। জনসাধারণ থেকে শুরু করে বিশেষ ব্যক্তিবর্গ পর্যন্ত সবাই এতে লিপ্ত রয়েছে। অথচ কুরআন মজীদের উপরোল্লিখিত আয়াতে উহাকে স্পষ্টভাবে হারাম বলেছে। অন্যত্র উল্লেখ আছে وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ অর্থাৎ "প্রত্যেক বিদ্রূপকারী এবং দোষ অন্বেষণকারীর জন্য ধ্বংস।" অন্য আয়াতে করীমায় আছে যে,

يَقُوْلُوْنَ يَاوَيْلَتَنَا مَا لِهٰذَا الْكِتَابِ لَايُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَاكَبِيْرَةً اِلَّا اَحْصَاهَا ـ

অর্থাৎ "তারা বলবেঃ হায় আফসোস, এ কেমন আমলনামা, এ যে ছোট বড় কোন কিছুই বাদ দেয়নি – সবই এতে রয়েছে।" –(সুরা কাহফ-৪৯) এ আয়াতের তাফসীরে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আয়াতে صَغِيْرَةً দ্বারা মর্মার্থ হচ্ছে, কোন মুসলমানকে নিয়ে ঠাট্টা-রূপে মুচকি হাসা। আর كَبِيْرَةً দ্বারা মমার্থ হলো এতে অট্টহাসি হাসা।

হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেন যে, একদা আমি কোন এক ব্যক্তির

নকল করলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করে ইরশাদ করেন যে, যদি আমাকে বিরাট ধন-সম্পদ দেয়া হয় তবুও আমি কারো কোন বিষয় নকল করব না। এতে এদিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, ইহা এমন এক স্বাদহীন ও অনুপকারী গুনাহ যার মধ্যে উপকার নেই। যদি ধরে নেয়া হয় যে, তাতে উপকার আছে তবুও তার নিকটে যাওয়া উচিত নয়। হযরত হাসান (রাঃ) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যারা অন্য মানুষকে উপহাস করে পরকালে তার জন্য জান্নাতের একটি দরওয়াযা খোলে তাকে সেদিকে ডাকা হবে সে তাড়াহুড়া করে সেখানে পৌছবে সঙ্গে সঙ্গে দরওয়াযা বন্ধ করে দেয়া হবে। পরে দ্বিতীয় একটি দরওয়াযা খোলা হবে এবং তার দিকে ডাকা হবে। যখন সে সেখানে পৌছবে বন্ধ করে দেয়া হবে এমনিভাবে জান্নাতের দরওয়াযাসমূহ অনবরত খোলা হবে এবং বন্ধ করা হবে এ পর্যন্ত যে, সে নিরাশ হয়ে যাবে এবং পরে তাকে ডাকা হলেও দরওয়াযার দিকে সে যাবে না। -(বায়হাকী)।

এক ব্যক্তির গুহ্যদ্বার দিয়া বায়ু আওয়াযের সঙ্গে বের হলে অন্যেরা হাসতে লাগল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধমকের স্বরে উপদেশ দিয়ে বললেন, যে কাজ তোমরা সকলেই করে থাক তাতে হাসি কেন?

হযরত মা'আয বিন জাবাল (রাঃ) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি অন্যকে তার কৃত গুনাহর জন্য লজ্জা দিবে সে ব্যক্তি যে পর্যন্ত ঐ গুনাহতে লিপ্ত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার মৃত্যু হবে না। আহমদ বিন মুনিয় (রাঃ) বলেন, এখানে গুনাহর অর্থ সেই গুনাহ, যার থেকে তাওবা করে ফেলেছে। (তিরমিযী)

সতর্ক বাণী ঃ কেহ কেহ অজ্ঞতা ও অমনোযোগিতার কারণে উপহাস এবং ঠাট্টাকে (مزاح) অর্থাৎ কৌতুকের অন্তর্ভুক্ত মনে করে এতে লিপ্ত হয়ে যায়। অথচ উভয়ের মধ্যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে। (مزاح)কৌতুক জায়েয, যা

২—

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেও প্রমাণিত আছে, তবে শর্ত হলো কোন কথা যেন অবাস্তব না হয় এবং কারো অন্তরে কষ্ট না পায়, ইহা যেন অভ্যাস এবং পেশায় পরিণত না হয়, ঘটনাক্রমে যেন হয়। -(ইহইয়ায়ুল উলূম)

যে ঠাট্টা বা পরিহাসের দ্বারা কারো মনোকষ্ট নিশ্চিত হয় তা হারাম, এতে সকলেই একমত। -(যাওয়াজের ২ খণ্ড ১৮ পৃষ্ঠা)।

ঠাট্টা, পরিহাস কে (مزاح) বাস্তব কৌতুকের অন্তর্ভুক্ত মনে করা গুনাহ এবং মুর্খতাও।

৩. দোষ অন্বেষন করা, ক্রুটি খোঁজা এবং অপমান করা ঃ

কুরআন শরীফে ইরশাদ হচ্ছে। وَلَا تَجَسَّسُوْا অর্থাৎ "কারো গোপনীয় দোষ অন্বেষণ করো না।" হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে বসে খুত্বায় ইরশাদ করলেন, যে ব্যক্তি শুধু মুখে মুসলমান হয়েছে কিন্তু তাঁর অন্তরে ঈমান বদ্ধমূল হয় নাই সে যেন কোন মুসলমানকে কষ্ট না দেয়, তাদের গোপনীয় দোষের পিছনে না পড়ে। কাউকেও বিগত গুনাহর জন্য লজ্জা দিওনা। কেননা, যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ভাইয়ের দোষ-ক্রুটি অনুসন্ধান করে, আল্লাহ তার দোষ-ক্রুটি অনুসন্ধান করবেন এবং আল্লাহ তা'আলার যার দোষ অনুসন্ধান করবেন অনতিবিলম্বে তাকে অপমান করবেন যদিও সে নিজের বাড়িতে গোপন থাকুক।
-(তিরমিযী, জময়ূল ফাও

হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) একদা আল্লাহ তা'আলার ঘরের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, হে আল্লাহর ঘর! তোমার মাহাত্ম্য কত বড়, তোমার মর্যাদা কত উঁচু। মু'মিনের মর্যাদা ও সম্মান আল্লাহ তা'আলার নিকট তোমার চেয়ে অধিক। -(তিরমিযী, জময়ুল ফাওয়ায়েদ)

হাদীছ শরীফে আছে "এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই, তাই তার উপর অত্যাচার করা, তার দোষ অনুসন্ধান করা উচিত নয়। যে ব্যক্তি নিজের ভাইয়ের কোন কাজে সাহায্য করবে আল্লাহ তা'আলা তার কাজে সাহায্য করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করবে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের বিপদ থেকে তাকে রক্ষা করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন রাখবে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিবসে তার দোষ গোপন রাখবেন।" –(তিরমিযী)

বর্তমানে কবীরা গুনাহ মহামারীর ন্যায় ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। সকল শ্রেণীর মানুষ এতে লিপ্ত হয়ে গেছে। মানুষের গোপনীয় দোষের অনুসন্ধান, কোন একটি বিষয় পেলেই তার প্রচার করা, কাউকেও অপমান করা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। কারো মনের মধ্যে একটুও বাঁধে না যে এতে আমি কোন গুনাহ করছি কি না? এটিই স্বাদহীন গুনাহ যার মধ্যে কারো পার্থিব উপকার নেই, যদি সারা জীবন না করে, তাহলেও কোন ক্ষতির আশংকা নেই। কিন্তু অনুভূতিহীনতা এবং অসৎচরিত্রের কারণে এর মধ্যে আস্বাদন এবং স্বাদ অনুভব করে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে রক্ষা করুন। আমিন।

৪. আড়িপেতে শ্রবণ করা, গোপনে কারো কথা শ্রবণ করা

হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে যে, কোন ব্যক্তি কোন কথা কারো কাছ থেকে গোপন করতে চায়, কিন্তু যে কৌশলে বা ফন্দি করে তা শুনে, কিয়ামতের দিবসে তার কানে গরম শীশা গালিয়ে ডালা হবে। ইহাও স্বাদহীন এবং অনুপকারী গুনাহ। কিন্তু সাধারণ মানুষ এতে লিপ্ত। আল্লাহ তা'আলা এসব থেকে রক্ষা করুন।

৫. বিনা অনুমতিতে কারো বাড়িতে উঁকি দিয়ে দেখা বা প্রবেশ করা ঃ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, "যে ব্যক্তি বিনা অনুমতিতে কারো ঘরে উঁকি দিয়ে দেখে ঘরবাসীর জন্য জায়েয উঁকিদাতার চোখ অন্ধ করে দেয়া।" রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এও ইরশাদ ফরমান, "যে ব্যক্তি অনুমতির পূর্বে কারো ঘরের পর্দা উঠিয়ে ঘরের ভিতরে দৃষ্টি করে সে এমন একটি কাজ করল যা তার জন্য হালাল নয়।" -(তিরমিযী)

এ হুকুমটিকে সাধারণ মানুষ অজ্ঞতার কারণে কেবল মেয়ে মহলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মনে করে। পুরুষ মহলে প্রবেশ করা অথবা উঁকি দিয়ে দেখাকে এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত মনে করে না এবং বিনা কারণে এ কবীরা গুনাহর মধ্যে লিপ্ত হয়। তবে এমন পুরুষ মহল যা যাতায়াতের জন্য খুলা থাকে, যেমন বাজারের দোকানসমূহ বা কারখানা, ফ্যাক্টরী ইত্যাদি বা কোন বিশেষ সময়ে খুলা হয়, তাহলে উহাতে ঐ সময় অনুমতি লওয়ার প্রয়োজন নেই। অন্য সময় গেলে অনুমতির প্রয়োজন আছে।

৬. বংশাবলীর কারণে কাউকেও বিদ্রূপ করাঃ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান যে, বংশাবলী কারো জন্য গালি নয় এবং তোমরা সবাই আদমের সন্তান প্রত্যেকেই একে অন্যের নিকটবর্তী। একজন অন্যজনের উপর কোন মর্যাদা নেই দ্বীন এবং সৎকর্ম ব্যতীত। -(আহমদ এবং বায়হাকী বর্ণনা করেছেন)

অন্য এক হাদীছে ইরশাদ ফরমানঃ দু'টি জিনিসের ইচ্ছা করাও কুফর অর্থাৎ কুফরের নিকটবর্তী। একটি বংশের দ্বারা কারো দোষারূপ করা। দ্বিতীয়টি মৃত ব্যক্তির জন্য উচ্চ স্বরে ক্রন্দন করা। -(মুসলিম ২য় খন্ডে ৫২ পৃষ্ঠা)।

কুরআনে করীমে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

اَلَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا

فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ـ

"যারা মুসলমানদিগকে এমন বিষয়ে লজ্জা দেয়, যা তাদের এখতিয়ার বহির্ভূত তারা অপবাদ দিল এবং প্রকাশ্য গুনাহর করল।" যে ব্যক্তি অন্যকে তার বংশের কারণে বিদ্রূপ করে যে, অমুক এমন বংশের লোক বা অমুকের ছেলে, সে ব্যক্তিও এ শাস্তির অন্তর্ভুক্ত। -(যাওয়াজের ২য় খণ্ডের ৫২ পৃষ্ঠা) এটিও কবীরা গুনাহ, স্বাদহীন এবং অনুপকারী, পার্থিব কোন কাজ বা কর্ম তার উপর নির্ভর করে না। কিন্তু সাধারণ মানুষ এ বিষয়ে অনবহিত ও অমনোযোগী। অনেক সম্প্রদায়কে, অনেক ব্যবসায়ীকে হেয় মনে করে এবং বিদ্রূপ করে অথবা এমন শব্দ দ্বারা সম্বোধন করে যাতে তার বংশের প্রতি ঘৃণা বা অবজ্ঞা প্রকাশ পায় যেমন কাউকে নাপিত, কসাই বা তাঁতি বলে ডাকা। (আল্লাহ তা'আলা সকলকে এ প্রকারের গুনাহ থেকে রক্ষা করুন)।

৭. নিজের আসল বংশ ত্যাগ করে অন্য বংশের পরিচয় দেয়া ঃ

যেমন কোন ব্যক্তি সিদ্দিকী নয় কিন্তু নিজকে সিদ্দিকী বলে পরিচয় দান করা, যে সায়্যিদ নয় সায়্যিদ লেখা বা কুরাইশী নয় নিজে কুরাইশী বলে প্রকাশ করা, আনসারী নয় কিন্তু আনসারী বলে নিজেকে প্রকাশ করা।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি নিজের পিতার পরিচয় পরিত্যাগ করে অন্য বংশের দিকে নিজেকে সম্পর্ক করে, তার জন্য জান্নাত হারাম। -(বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ)।

ইহা কবীরা গুনাহ এবং বস্তুতঃভাবে উহা স্বাদহীন এবং অনুপকারী। এই প্রকার বংশের পরিবর্তনকে সম্মানের বিষয় মনে করা সম্পূর্ণ ভুল। এতে পার্থিব জগতেও সম্মান পাওয়া যায় না।

৮. গালমন্দ করা এবং অশ্লীল কথা বলা ঃ

গালি দেয়া এবং অশ্লীল কথা বলার অর্থ এমন কথা বা কাজ যা প্রকাশ করাকে মানুষ লজ্জাবোধ করে। যদি ঘটনা সত্য ও বাস্তব হয় তাহলে শুধু গালি দেয়ার গুনাহ হবে, আর যদি ঘটনার বিপরীত হয়, তাহলে দ্বিতীয় গুণাহ অপবাদেরও হবে। যেমন কোন ব্যক্তি বা তার মা বোনের প্রতি কোন হারাম কর্মের সম্পর্ক সাব্যস্ত করা। হাদীছ শরীফে আছে যে, মুসলমানকে গালি দেয়া ফিস্‌ক বা গুনাহ এবং তাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা কুফর। -(তারগীব ২য় খণ্ড ২৮৫ পৃষ্ঠা)।

হযরত জাবির বিন সুলায়ম (রাঃ) যখন মুসলমান হলেন তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার থেকে কয়েকটি প্রতিজ্ঞা নিলেন ঃ এক কাউকে গালি দিও না। হযরত জাবির (রাযিঃ) বলেন, আল্লাহর শুকরীয়া, আমি সে চুক্তি পূর্ণ করেছি। এরপর থেকে আমি কাউকেও গালি দেইনি। এমন কি কোন উট, বকরী, জীব জন্তুকেও নয়। দুই, নেক কাজকে ছোট মনে করে ছেড়ে দিও না। তিন, মুসলমান ভাইয়ের সঙ্গে হাসি মুখে সাক্ষাৎ কর এবং সৎ ব্যবহার কর। চার, পায়জামা বা লুঙ্গি পায়ের গোছার মধ্যভাগে যেন থাকে। অন্যথায় অন্ততঃ পায়ের গিটের উপরে রাখ। গিটের নীচে করা কঠোর গুনাহ থেকে বাঁচ। কেননা, উহা অহংকারের নিদর্শন। পাঁচ, যদি কোন ব্যক্তি তোমার প্রতি এমন দোষ আরোপ করে যা তোমার মধ্যে আছে বলে জান, তবে তুমি (পরিশোধ নেয়ার উদ্দেশ্যে) তার প্রতিএমন দোষ প্রকাশ কর না যা তার মধ্যে আছে বলে তুমি জান।

দীর্ঘ এক হাদীছ শরীফে সতী-সাধ্বী মহিলাদের প্রতি অবৈধ কর্মের অপবাদ দেয়াকে কবীরা গুনাহর মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। -(তারগীর ৩য় খণ্ডে ২৮৯ পৃষ্ঠা)।

অধিকাংশ সময় গালির মধ্যে মা, বোন, কন্যার প্রতি অবৈধ কাজের

অপবাদ দেয়া হয়, ইহাও সে প্রতিশ্রুত শাস্তির অন্তর্ভুক্ত। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে দোষ সাব্যস্ত করার জন্য এমন কথা বলে যা তার মধ্যে নেই, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দোযখের অগ্নিতে সেই সময় পর্যন্ত আবদ্ধ করে রাখবেন যতক্ষণ না সে নিজ কথার শাস্তি ভোগ করবে। –(তারগীর ২য় খণ্ডে ২৮৯ পৃষ্ঠা)। গালমন্দের মধ্যে সাধারণতঃ এমন কথাই বলা হয় যা প্রতিপক্ষের মধ্যে নেই। হাদীছ শরীফে আছে, যে ব্যক্তি আপন গোলামকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয় (যদিও দুন্ইয়াতে শরীআতের দণ্ড বিধি তার উপর কার্যকর হবে না) তবে কিয়ামতের দিবসে অপবাদের শাস্তি দেয়া হবে। –(বুখারী, মুসলিম ও তারগীব)

হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আল-আস (রাঃ) স্বীয় ফুফুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য গেলেন। তিনি তাঁর জন্য খানা আনার আদেশ দিলেন। বাদী খানা আনতে বিলম্ব করলে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসল, হে ব্যভিচারিনী! শীঘ্রই কেন আনছিস না? আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বললেন, আপনি অত্যন্ত মন্দ কথা বলে ফেললেন। আপনি কি তার ব্যভিচার সম্বন্ধে খবর রাখেন? তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ; তা আমার জানা নেই। তিনি বললেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট শুনেছি, যে ব্যক্তি স্বীয় দাসীকে ব্যভিচারিনী বলে ডাকবে অথচ সে তার ব্যভিচার সম্বন্ধে খবর রাখে না, কিয়ামতের দিবসে এ দাসী তাকে বেত্রাঘাত করবে। –(তারগীব ৩য় খণ্ডে ২৮৯ পৃষ্ঠা)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, অশ্লীল কথা থেকে বিরত থাক। আল্লাহ তা'আলা অশ্লীলতা এবং অশ্লীল কথাকে অপছন্দ করেন। অশ্লীল কথার অর্থ এমন কথা যা প্রকাশ করলে মানুষ লজ্জিত হয়, যদিও উহা বাস্তবে সত্য।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ মুশরিকদেরকে গালি দিতে নিষেধ করেছেন, যারা বদরের যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। তিনি তাও বলেছিলেন যে,

তাদেরকে গালি দিলে তাদের কোন প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি হবে না, তবে জীবিতদের কষ্ট হয়। –(তাখরীজুল ইহ্ইয়া)

হাদীছ শরীফে আছে যে, মুমিন দোষারোপকারী, অভিশাপদাতা, গালিদাতা এবং অশ্লীল বক্তা হতে পারে না। -(তিরমিযী)

উল্লিখিত হাদীছসমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, কাফির কিংবা জন্তু-জানোয়ারকেও গালি দেয়া, আশ্লীল বাক্য ব্যবহার করা হারাম। কাজেই মুসলমানকে গালি দেয়া কত কঠোর গুনাহ হবে তা সহজেই অনুমেয়। যদি এমন কিছু কাজ যা প্রকৃত পক্ষে জায়েয কিন্তু প্রকাশ করলে মানুষ লজ্জিত হয় যেমন – সঙ্গম এবং তার আনুসাঙ্গিক, তবে ইহাও গালি দেয়ার গুনাহ হবে। আর যদি অবাস্তব, হারাম কাজের সঙ্গে কোন ব্যক্তি বা তার মা, বোন বা জীব-জন্তুকে জড়িত করে, তাহলে দ্বিতীয় গুনাহ অপবাদের হবে।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, এই গুনাহের মধ্যে অসংখ্য মুসলমান লিপ্ত রয়েছে। বিশেষ করে গ্রামের বাসিন্দা এবং চতুষ্পদ জন্তু লালন-পালনকারীদের মুখ থেকে গালি ব্যতীত কোন কথাই বের হয় না। তাদের অনুভূতিতেই আসেনা যে, আমরা গালি দিয়েছি। পদে পদে, মুহূর্তে মুহূর্তে কবীরা গুনাহের বোঝা তাদের মাথায় উঠিয়ে নিচ্ছে। উক্ত গাফিল ব্যক্তিদের কোন পরওয়াই নেই। একটু চিন্তা করুন, এসমস্ত গুনাহ্র মধ্যে কি কোন প্রকার স্বাদ এবং পার্থিব উপকার রয়েছে? ইহা ছেড়ে দিলে কি অসুবিধা হবে? কিন্তু আফসুস! আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর প্রেরিত রসূলের নাফরমানী এবং তাদের অসন্তুষ্টির কোন ভয়ই নেই। والعياذ بالله العلى العظيم -

৯. কোন মানুষ বা জন্তু-জানোয়ারকে অভিশাপ দেয়াঃ

لعنت এর অর্থ কাউকে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়া বা আল্লাহর

গজব এবং ক্রোধে পতিত হওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষা করা বা দোষখী বলে সম্বোধন করা যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রহমত থেকে বিতারিত করুন কিংবা আল্লাহ তা'আলার গজব পতিত হোক কিংবা জাহান্নামে নিপতিত হোক। لَعْنَتٌ অর্থাৎ অভিশাপের তিনটি বস্তু আছে। এক, যে আ'মাল এবং স্বভাবের জন্য কুরআন ও হাদীছে অভিশাপ দেয়া হয়েছে উক্ত গুণাবলী সম্বলিতদের ব্যাপকভাবে অভিশাপ দেয়া। যেমন لَعْنَتُ اللّٰهِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ لَعْنَتُ اللّٰهِ عَلَى الظَّالِمِيْنَ . কাফের এবং যালেমদের উপর আল্লাহর অভিশাপ হোক। এটা সর্বসম্মতিক্রমে জায়িয। দ্বিতীয়, কোন বিশেষ ভ্রষ্ট দলকে ভ্রষ্টতার জন্য লানত করা যে ইয়াহুদ নাসারাদের উপর লানত কিংবা রাফেযী ও খারিজীদের প্রতি অভিশাপ কিংবা সুদখুরদের উপর অভিশাপ। ইহাও সর্বসম্মত জায়িয। তৃতীয়, কোন বিশেষ ব্যক্তি যায়েদ ও উমর কিংবা নির্দিষ্ট দল যেমন অমুক শহরের বাসিন্দা বা কোন বংশ বা গোত্রের উপর অভিসম্পাত করা অত্যন্ত বিপৎসঙ্কুল ব্যাপার। এতে সতর্কতা অবলম্বন করা চাই। কেননা যে কর্মের কারণে কোন ব্যক্তি অভিস্পাতের উপযুক্ত হয় প্রথমে তো উহার পূর্ণাঙ্গ নিশ্চয়তা প্রতিপাদনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দৃঢ় হয় না যে, অমুক ব্যক্তি কিংবা সম্প্রদায় উক্ত কাজটি করেছে। অধিকাংশই উহাতে মন্দ ধারণা ও ভুল সংবাদের প্রভাব থাকে।

তাহকীক ব্যতীত কেবল ধারনার উপর অভিসম্পাত করা হারাম। দ্বিতীয়তঃ সেই মন্দ কর্মের উপরও অভিসম্পাদ তখনই উপযুক্ত হয় যখন জানা থাকে যে, সে ব্যক্তি উহা থেকে তাওবা করেনি এবং ভবিষ্যতে মৃত্যুর পূর্বেও তাওবা করবে না। আর ইহা স্পষ্ট যে, কোন বিশেষ ব্যক্তি বা সম্প্রদায় সম্পর্কে এইরূপ দৃঢ় জ্ঞান লাভ করা যে, সে তাওবা করেনি এবং ভবিষ্যতেও করবে না, ইহা ওহী ব্যতীত অসম্ভব। কাজেই ইহার হক অধিকার কেবল নবী ও রসূলের লাভ হতে পারে যে, কোন বিশেষ ব্যক্তি কিংবা সম্প্রদায় সম্পর্কে ওহীর মাধ্যমে জেনে বলবেন যে, অমুক কবীরা গুনাহে লিপ্ত রয়েছে এবং তাওবা করেনি এবং ভবিষ্যতেও করবে না, তার উপর অভিসম্পাত করবে। অন্য কারো এই হক –

অধিকার নেই। এ জন্যই অধিকাংশ আলিম ইয়াযিদের উপর অভিসম্পাত করতে নিষেধ করেছেন। -(ইহইয়াউল উলূম ১০২ পৃষ্ঠা)

মোটকথা, কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত বিশেষ ব্যক্তি বা সম্প্রদায় ব্যতীত অভিসম্পাত করা হারাম। হাদীছে শরীফে আছে, যার উপর অভিসম্পাত করা হয় যদি সে ব্যক্তি অভিসম্পাতের উপযুক্ত না হয়, তাহলে সে অভিসম্পাত অভিশাপ বর্ষণকারীর উপর পতিত হয়। (আবূ দাউদ, মুসনাদে আহমদ) হাদীছ শরীফে আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে, আল্লাহ তা'আলার গজব, ক্রোধ বা জাহান্নামের অভিশাপ বা বদ-দু'আ কারো জন্য কর না। -(আবূ দাউদ তিরমিযী) অন্য হাদীছে আছে যে, মুমিনকে অভিসম্পাত করা তাকে হত্যা করার ন্যায় গুনাহ। (বুখারী ও মুসলিম)। যেমন কোন মুসলমানকে অভিসম্পাত করা জায়েয নেই তেমন কোন নির্দিষ্ট কাফিরকে অভিসম্পাত করাও নাজায়েয, এমনকি কোন জীব জন্তুকেও না। হাদীছ শরীফে আছে, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির সঙ্গে সফরে ছিলেন, ঐ ব্যক্তি উটকে অভিসম্পাত করলে তিনি বললেন যে, উটকে তুমি অভিসম্পাত করেছো কাজেই ঐ উটে চড়ে আমাদের সঙ্গে চল না।

উপদেশ ঃ এ স্বাদহীন এবং অনুপকারী গুনাহর মধ্যে হাজার হাজার মুসলমান বিশেষ করে মহিলাগণ লিপ্ত রয়েছে। তাদের মুখে আল্লাহর মার, আল্লাহর অভিশাপ, রহমত থেকে বঞ্চিত, আগুন লাগুক, আল্লাহর গজব পড়ুক ইত্যাদি শব্দ এমনভাবে সম্পৃক্ত রয়েছে যে, কথায় কথায় উক্ত শব্দগুলো উচ্চারিত হয়। অথচ এ সকল শব্দ অভিসম্পাত করার শব্দ বলে বিবেচিত। এগুলো ব্যবহার হারাম এবং এগুলো যারা বলে তাদের ইহকাল ও পরকাল ধ্বংস অনিবার্য। আল্লাহ তা'আলা সকল মুসলমানকে তা থেকে রক্ষা করুন।

১০. চুগলখোরী বা পরচর্চা ঃ

কেউ স্বীয় দোষ, কথা বা কাজকে সে গোপন রাখতে চায়, তা অন্যের

নিকট প্রকাশ করাকে 'চুগলী' (কারো দোষ প্রকাশ করা) বলে। ইহা কবীরা গুনাহ। যদি সে দোষ তার মধ্যে সত্যই বর্তমান থাকে তাহলে শুধু 'চুগলী' করার গুনাহ হবে। যদি তার মধ্যে দোষ না থাকে, বা বর্ণনার সময় নিজ পক্ষ থেকে কিছু হ্রাস বৃদ্ধি করে বা বর্ণনার পদ্ধতি মন্দ হয়, তাহলে অপবাদের জন্য পৃথক একটি কবীরা গুনাহ হবে। এবং যার পক্ষ থেকে এ দোষ বর্ণনা করা হয় তার কোন দোষ যদি প্রকাশ পায়, তাহলে ইহা হবে আর একটি কবীরা গুনাহ। একটি কথার মধ্যে তিনটি কবীরা গুনাহ হয়ে যাবে।

হযরত উমর বিন আবদুল আযীয (রাঃ)-এর নিকট জনৈক ব্যক্তি এসে কোন ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোন কথা নকল করলেন। তিনি বললেন দেখ, আমি এ কথার খোঁজ খবর নিব। যদি তুমি মিথ্যুক সাব্যস্ত হও তবে এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হবে ঃ

إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ـ

"যদি তোমাদের নিকট কোন ফাসিক খবর নিয়ে আসে তুমি তার অনুসন্ধান কর।" আর যদি সত্যবাদী হও তাহলে এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হবে।

هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ "পরের দোষ এবং পর নিন্দাকারী" আর যদি তুমি ক্ষমা চাও ক্ষমা করে দিব এবং এখানেই কথা শেষ করে দিব। সে ব্যক্তি বলল, "হে আমীরুল মুমিনীন আমি ক্ষমা চাই, ভবিষ্যতে কখনও এমন কাজ করব না।" কুরআন করীমের অসংখ্য আয়াত পরনিন্দাকে হারাম এবং জঘন্য মন্দ কাজ বলে ঘোষণা দিয়েছে।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান, আমি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি তোমাদের মধ্যে সর্ব নিকৃষ্ট ব্যক্তি কে? অতঃপর তিনি ইরশাদ করলেন, সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্টতর ব্যক্তি হলো যে পরদোষ নিয়ে এখানে সেখানে যাতায়াত করে। যে দু'বন্ধুর মধ্যে গন্ডগোলের সৃষ্ট করে এবং নিরপরাধ লোকের দোষ অন্বেষণ করে।

(احياء تخريج)

হাদীছ শরীফে আছে, চুগলখোর জান্নাতে যাবে না। (বুখারী, মুসলিম)। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, মিথ্যা মুখকে কাল করে, পরনিন্দা হলো কবরের শাস্তি। -(তিবরানী) ইহইয়াউল উলুমে আছে, যদি কোন ব্যক্তি তোমার নিকট চুগলী অর্থাৎ অন্যের দোষ প্রকাশ করে তখন তোমার ছয়টি কর্তব্য রয়েছে। (১) তাকে বিশ্বাসে কর না, কারণ সে পরোক্ষে নিন্দাকারী, তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। (২) তাকে তার কাজ থেকে বিরত রাখ, তাকে উপদেশ দাও। (৩) তার এ কাজকে মন্দ জান এবং ঘৃণা কর। (৪) তার চুগলীর দরুন তোমার অনুপস্থিত ভাই সম্বন্ধে খারাপ ধারণা পোষণ করো না (৫) তার কথায় অনুসন্ধান বা তালাশ কর না, কেননা ইহাও গুনাহ (৬) তার কথা অন্যের নিকট নকল কর না। কেননা ইহাও এক প্রকারের চুগলখোরী হবে।

সতর্কবাণী ঃ চিন্তা করুন, কয়জন মুসলমান এ কবীরা গুনাহের মহাবিপর্যয় থেকে বেঁচে আছেন বা বাঁচার চেষ্টা করছেন। আমাদের বৈঠকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে দোষ ধরা; দোষ অনুসন্ধান করা, পরনিন্দা ও অপবাদ দেয়া ইত্যাদি। আর সেই সব কবীরা গুনাহ বিনা প্রয়োজনে করা হচ্ছে যা আমাদের ধ্বংস করছে। তাতে না আছে কোন উপকার না আছে কোন স্বাদ। আমাদের কোন প্রয়োজনও তার উপর নির্ভর করছে না। শুধু শয়তানের ধোকা, অলসতা ও অসতর্কতা আমাদের দ্বীন ও দুন্ইয়া ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

১১. মন্দ নামে কাউকে ডাকা ঃ

মন্দ ও অপছন্দনীয় পদবী যা মানুষের মধ্যে খ্যাতি লাভ করে তার আলোচনা করা, কাউকেও উক্ত পদবী দ্বারা ডাকা, তার অগোচরে মন্দ পদবী দ্বারা উল্লেখ করা কবীরা গুনাহ। যেমন কালা, টেকো, কানা ইত্যাদি। তবে কোন ব্যক্তির পদবী যদি এমন পর্যায়ে পৌছে গেছে যে ইহা ব্যতীত তাকে চেনা যায় না, বাধ্য হয়ে ঐ পদবী বলে দেয়া জায়েয। সাধারণ ভাবে ঐ পদবী দ্বারা

আহ্বান করা এবং সম্বোধন করা গুনাহ্। পবিত্র কুরআন ইরশাদ হচ্ছে وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ. অর্থাৎ "একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না।"

ইমাম নববী 'কিতাবুর আযকার' কিতাবে লিখেন ঃ উলামাগণ ঐকমত্য পোষণ করেন যে, কোন ব্যক্তিকে এমন নামে ডাকা যা সে অপছন্দ করে তা সম্পূর্ণ হারাম, চাই সে নামে তার ব্যক্তিগত সত্তার কোন অবস্থা বা গুণ উল্লেখ হোক কিংবা তার পিতা-মাতার। -(যওয়ায়ের ২ খণ্ড ১৮ পৃষ্ঠা) এ কবীরা গুনাহও স্বাদহীন এবং অনুপকারী, যার উপর পার্থিব কোন প্রয়োজনও নির্ভর করছে না। কিন্তু অসতর্কতা এবং শিথিলতার কারণে আমরা আমাদের নফসের উপর অত্যাচার করছি।

نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْهُ

১২. আলিম এবং আল্লাহর ওলীদের সঙ্গে বেআদবী ঃ

হাদীছ ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান ঃ তিন প্রকারের মানুষের সঙ্গে বেআদবী কেবল মুনাফিকরাই করতে পারে। (১) বৃদ্ধ মুসলমান (২) আলিম (৩) ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ। -(তিবরানী)।

হাদীছ ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ ঐ ব্যক্তি আমাদের তথা মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে বৃদ্ধদের সম্মান করে না, শিশুদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে না এবং আলিমদের শ্রদ্ধা করে না। -(যাওয়াজের ১ম খণ্ড ৭৮ পৃষ্ঠা)।

বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি আমার ওলীর অসম্মানী করে সে যেন আমার সঙ্গে যুদ্ধের ঘোষণা দেয়। অন্য এক রিওয়ায়তে এসেছে আমি তাকে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েদিলাম। আলিম এবং ওলীদের সঙ্গে বেআদবীকে অনেকেই কবীরা গুনাহর মধ্যে গণ্য করেছেন। (যাওয়াজের)। বুখারীর ব্যাখ্যাকারী যুরকানী উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় লিখেন,

উল্লিখিত হাদীছে ভেবে দেখ যে, আলিমদের এবং ওলীদের সঙ্গে বেআদবীর শাস্তি সুদখোরের শাস্তির অনুরূপ করা হয়েছে। কেননা সুদখোরদের সম্পর্কে কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ

অর্থাৎ সুদখোর যেন আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য তৈরি হয়ে যায়।

ইমাম ইবনে আসাকির বলেন, হে বন্ধুগণ! আল্লাহ তা'আলা আমাকে এবং তোমাদেরকে পূর্ণ তৌফিক দান করুন এবং সহজ সরল রাস্তা প্রদর্শন করুন। ভালভাবে বুঝে রাখ, আলিমদের গোস্ত বিষ মিশ্রিত। আল্লাহ্ তা'আলার এ নিয়ম সুপরিচিত ও সুবিধিত যে তিনি আলিমদের অবমাননাকারী ও অপবাদ প্রদানকারীকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে থাকেন। যে ব্যক্তি আলিমদের দোষ ধরার চিন্তায় থাকে, আল্লাহ তা'আলা তার মৃত্যুর পূর্বে তার অন্তরের মৃত্যুর ব্যবস্থা করে দেন।

আলিমদের গোস্ত বিষ মিশ্রিত হওয়ার অর্থ এই যে, কুরআন শরীফে কারো গীবত বা পরনিন্দা করাকে তার গোস্ত খাওয়ার শামিল করেছেন। তাই যে ব্যক্তি আলিমদের গীবত করে সে যেন তাদের গোস্ত ভক্ষণ করে। কিন্তু তাঁদের গোস্ত বিষ মিশ্রিত। কাজেই যে ব্যক্তি উহা খাবে তার দ্বীন ধ্বংস হয়ে যাবে। অন্তরের মৃত্যু হওয়ার অর্থ এই যে, তার মধ্যে পাপ পূণ্য , ভাল মন্দের অনুভূতি থাকবে না। পূণ্যকে পাপ, মন্দকে পূণ্য বুঝবে। وَالْعِيَاذُ بِاللّٰهِ -

কোন ব্যক্তির গীবত করা বা কাউকে ঘৃণা করা জায়েয নয়। যে ব্যক্তি আলিমদের সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করবে সে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার গজব ও ক্রোধের পাত্রে পরিণত হয়। আলিমগণ লিখেছেন, এমন ব্যক্তির পরিণাম মন্দ হওয়ার আশংকা রয়েছে।

সতর্কবাণী ঃ একটু ভেবে দেখুন, বর্তমানে কত মুসলমান এ স্বাদহীন অনুপকারী কবীরা গুনাহর মধ্যে লিপ্ত হয়ে নিজ দ্বীন ও ধর্মকে ধ্বংস করছে এবং নিশ্চিতভাবে নিজেই নিজকে আল্লাহ তা'আলা ও তদ্বীয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গজব এবং ক্রোধের পাত্রে পরিণত করছে। এ ব্যাপারে এত শিথিলতা এত নির্ভয় যে, সমুদয় মন্দ বিনা অনুসন্ধানে আলিমদের ঘাড়ে চাপানো হয়।

কারো সমালোচনা না হলেও আলিমদের সমালোচনা হবেই। বর্তমানে উম্মত দলাদলির রোগে আক্রান্ত। প্রত্যেক দলের লোকেরা শ্রদ্ধা ভক্তি সম্মান সম্পর্কীয় সকল আয়াত এবং হাদীছ নিজ দলের আলিমদের জন্য নির্ধারিত বলে বিশ্বাস করে। প্রতিপক্ষের আলিমদের প্রতি যতই ধৃষ্টতা প্রদর্শন করুক তাতে কোন ভয় করে না।

বর্তমানে ধর্মীয় বিধানসমূহ সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে না বলে এবং কিছু সাধারণ লোক দ্বীনের প্রতি অমনোযোগী হওয়ার কারণে এমন অনেক লোক যারা প্রকৃত পক্ষে আলিম নয়, আলিমদের মধ্যে গণ্য হতে শুরু করেছে। জনসাধারণের অবস্থা হলো এই যে, যার মুখে দাঁড়ি এবং গায়ে লম্বা পাঞ্জাবী দেখল তাকেই মাওলানা লকব দিয়েদিল। যে ব্যক্তি কোন আন্দোলনে কারাবরণ করল এবং কোন সভায় দাঁড়িয়ে দু'চার কথা বলে দিল, তাহলে সে বড় আল্লামা, বড় নেতাএবং রেজিষ্ট্রীকৃত মাওলানা হয়ে গেল। পরে এ সকল আলিমদের থেকে যখন অশোভনীয় কর্ম প্রকাশিত হয় তখন আলিমদের প্রতি ক্রোধের বান নিক্ষেপ করতে থাকে। অথচ কোন খোঁজ খবর না নিয়ে নিজেই নিজের ইমাম বানালো এবং তাকেই মাওলানা বলে আখ্যায়িত করল। অতঃপর তার কার্যাবলীকে সকল আলিমের কার্যাবলী বলে সাব্যস্ত করে আলিমদেরকে গালমন্দ করে অপবাদ দিয়ে নিজের দ্বীন ও দুন্ইয়াকে ধ্বংস করল।

জনসাধারণের এ অসতর্কতা অনেক ধ্বংস সৃষ্টি করেছে। প্রথমতঃ যারা

কাউকেও বিনা দলীলে, বিনা পরীক্ষায় নিজেদের পথ প্রদর্শক বানালো যদি সে প্রকৃতপক্ষে আলিম না হয়, তবে সে প্রতি পদক্ষেপে ভুল করে নিজে ভ্রষ্ট হবে অন্যকেও ভ্রষ্ট করবে। অতঃপর যখন মানুষ তার ভ্রষ্টতা, অসৎ কার্যাবলী লক্ষ্য করে সন্দেহান্বিত হবে তখন এ সন্দেহ শুধু তার প্রতিই থাকবে না; বরং সকল আলিমদের প্রতি সন্দেহান্বিত হয়, যার পরিণাম ইহকাল ও পরকালের ধ্বংস।

এ জন্যই কাউকে মৌলবী, মাওলানা বা আলিম বলতে তড়িঘড়ি করা উচিত নয়। যখন খোঁজখবর নিয়ে সততার সঙ্গে ঐ ব্যক্তি আলিম বলে প্রমাণিত হবে, তখন তাকে মন্দ বলতে, সমালোচনা করতে তাড়াতাড়ি কর না; বরং তার প্রকাশ্য মন্দ দেখলেও তার মন্দ কাজেটিকে মন্দ বলবে কিন্তু তাকে মন্দ বলবে না। হতে পারে, সে কোন কারণে অক্ষম। কেননা, সাধারণের দ্বীনের হিফাযত তার মধ্যে নিহিত রয়েছে।

وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ وَبِيَدِهٖ التَّوْفِيْقُ ـ

১৩. আয়াত ও হাদীছসমূহের এবং আল্লাহর নামের সঙ্গে বেআদবী ঃ

উপরোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি বেআদবী করা যে গুনাহ্ তা সবারই জানা। কিন্তু বর্তমানে মুদ্রণের আধিক্য বিশেষ করে সংবাদপত্র এবং পুস্তিকার ছড়াছড়ির কারণে এ গুনাহটি এত ব্যাপক হয়ে গেছে যে, কোন ঘর, রাস্তা এবং গলি নাই যেখানে কাগজের টুকরা নাই আর এতে সেগুলো নেই, অথচ যার মধ্যে আল্লাহর নাম, আয়াত, হাদীছ অথবা মাসয়ালা লিখা থাকে, তার সম্মান করা ওয়াজিব এবং বেআদবী করা গুনাহ্। কুরআন মজীদ এবং ছিপারার পুরাতন পাতাগুলো মসজিদের তাকে বা অন্যান্য স্থানে রেখে মনে করে আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করেছি। অথচ এ তাক থেকেই বাতাসের মাধ্যমে অলিতে গলিতে পৌছে। এ বেআদবীর গুনাহ যে রাখে তারই হয়ে থাকে। যে কুরআন শরীফ এবং ধর্মীয় কিতাবসমূহ পুরাতন বা ছেড়ে গেছে যা উপকার যোগ্য নয় তার

হুকুম হলো একটি পাক পবিত্র কাপড়ে মুড়িয়ে কোন সংরক্ষিত স্থানে পুতে রাখা। অথবা যেখানে নির্মাণ কাজ হয় সেখানে ভিত্তির নীচে রেখে দেয়া যায়। যেমনি এ সকল কাগজ নোংড়া জায়গায় নিক্ষেপ করা গুনাহ তেমনি এ প্রকারের সংবাদপত্র এবং পুস্তিকায় যা সাধারণতঃ জানা আছে যে, নিকৃষ্ট বা না পাক স্থানে ফেলা হবে, তাতে কুরআনের আয়াত বা হাদীছ লিখাও না জায়েয। যদি কেউ সংবাদপত্রের সঙ্গে বে আদবী করে তবে এ ব্যক্তি যেমন বেআদবী করার কারণে গুনাহগার হবে তেমন উহার লিখক এবং মুদ্রণকারীও গুনাহগার হবে। যদি সংবাদপত্রে এ রকম কোন বিষয় লিখার প্রয়োজন হয়, তাহলে কেবল অর্থ লিখবে যদিও অর্থ সম্মান যোগ্য তার সঙ্গে বেআদবী করাও অন্যায়, তবুও এ দু'টির মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। এভাবেই চিঠি পত্রের মধ্যেও আয়াত ও হাদীছ লেখা উচিত নয়, কারণ এগুলোও অধিকাংশ সময় নিকৃষ্ট স্থানে ফেলা হয়। হতে পারে, এ জন্যই বুযুর্গগাণে দ্বীন থেকে বিসমিল্লাহর স্থানে তার মান ৭৮৬ লিখার পদ্ধতি বর্ণিত আছে। এবং আল্লাহ লিখার পরিবর্তে بِفَضْلِهٖ تَعَالٰى লিখা হয়ে থাকে।

মাসয়ালা ঃ যে কাগজে কুরআনের কোন আয়াত বা হাদীছ অথবা শরীআতের কোন মাসয়ালা লিখা আছে সে কাগজ দ্বারা কোন কিছু মুড়া বা পেকিং করা অত্যন্ত মন্দ কাজ। -(দুরয়ে মুখতার আলমগীরী)

মাসয়ালা ঃ এ প্রকারে কাগজের দিকে পা বিস্তার করাও গুনাহ। -(আলম গীরী) সাদা কাগজও সম্মানযোগ্য ঐ গুলো দ্বারা এস্তেঞ্জা করা নাজায়েয।

সতর্কবাণী ঃ হাজার হাজার মুসলমান বর্তমানে এ স্বাদহীন এবং অনুপকারী গুনাহর মধ্যে লিপ্ত। ইহা এমন একটি গুনাহ যা দ্বারা পরকালে শাস্তির আশংকা আছে। তার শাস্তি দুন্‌ইয়ার মধ্যেও অধিকাংশ সময় মহামারী, দুর্ভিক্ষ, অভাব ও মূল্যাধিক্যে আকারে প্রকাশ পায়, সমস্ত পৃথিবী আজ এ বিপদে পতিত। কিন্তু আক্ষেপ উহা দূর করার জন্য প্রকৃত কারণের দিকে কেউ মনোযোগ দিচ্ছে না।

وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ التُّكْلَانُ

১৪. মানুষের চলার রাস্তায় বা বসা ও বিশ্রামের স্থানে আবর্জনা ফেলা ঃ

হাদীছ ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মুসলমানদেরকে রাস্তার মধ্যে কষ্ট দিল তার উপর মুসলমানদের অভিশাপ সাব্যস্ত হয়ে গেল। -(তিবরানী)

হাদীছ ঃ তিনটি অভিশাপের বস্তু হতে বেঁচে থাক। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেনঃ ঐ তিনটি অভিশাপ বস্তু কি কি? উত্তরে ইরশাদ করলেন, ঘাট অথবা রাস্তা অথবা এমন স্থানে যেখানে মানুষ বিশ্রাম করে সেখানে পেসাব, পায়খানা করা। -(মুসনাদে আহমদ)

সতর্কবাণী ঃ দ্বিতীয় হাদীছ থেকে বুঝা গেল যে, ইহা পেসাব ও পায়খানার সঙ্গে নির্দিষ্ট নয়; বরং যে সকল বস্তু মানুষের কষ্টের কারণ হবে সবই তার অন্তর্ভুক্ত। যেমন- থু থু, কাশ, অন্যান্য ঘৃণার বস্তু ইক্ষুর ছাল, কমলা ও কলার বাকল রাস্তা বা বিশ্রামের স্থানে নিক্ষেপ করাও ইহার অন্তর্ভুক্ত। আফসূস, কোন মুসলমান ইহাকে গুনাহ বলে মনে করে না। রেলে, প্ল্যাট্‌ফর্মে, বিশ্রামাগারে সর্বত্রই তা দেখা যায়, ইহা যেন মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

১৫. পেশাবের ছিঁটা এবং বিন্দু থেকে বেঁচে না থাকা ঃ

হাদীছ ঃ কবরের অধিকাংশ শাস্তি পেশাবের ছিঁটা থেকে না বাঁচার জন্য হয়ে থাকে। এ জন্য পেশাবের ছিঁটা থেকে খুব সতর্কতা অবলম্বন কর। -(যাওয়াজের ১০২)

এ জন্যই পেশাব পায়খানার পরে প্রথমে ঢিলা দিয়ে পরিষ্কার করা সুন্নত। অতঃপর পানি ধারা ধৌত করা নির্ধারণ করা হয়েছে যেন পেশাবের পরে বিন্দু আসার যে সম্ভাবনা আছে তা বন্ধ হয়ে যাওয়ার নিশ্চয়তা এবং পেশাব,

পায়খানার অবশিষ্ট অংশ থেকে শরীর পূর্ণ পবিত্রতা অর্জিত হয়। এ জন্যই পেশাব করার মসনূন পদ্ধতি নিম্নরূপ ঃ

(১) পেশাবের জন্য উঁচু স্থানে বসবে (২) এমন স্থানে পেশাব করবে সেখান থেকে যেন ছিঁটা শরীরে এবং কাপড়ে না পড়ে। (৩) বাতাসের প্রতিকূলে বসবে না। কেননা, এতে বাতাসের মাধ্যমে ছিঁটা আসার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু আফসুস! ইউরোপের সামাজিকতাপ্রিয় লোকেরা এই সকল থেকে অমনযোগী করে রেখেছে এবং কঠিন গুনাহর মধ্যে ফেলে রেখেছে। পেশাব, পায়খানার জন্য যে সুন্দর পদ্ধতি ইস্‌লামে প্রচলিত ছিল এগুলো ছেড়ে দিয়ে এমন ব্যবস্থা করা হয়েছে, যেখানে পেশাব করলে পেশাবের ছিঁটা থেকে বাঁচা অত্যন্ত মুশকিল। ঢিলা দিয়ে ইসতেঞ্জা করাকে সভ্যতার পরিপন্থী বলে মনে করা হয়। إنا لله وإنا إليه راجعون শুধু ফ্যাশনের কারণে কঠিন শাস্তি ক্রয় করা হচ্ছে।

১৬. বিনা প্রয়োজনে সতর খুলা ঃ

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, "নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত পুরুষের সতর।" -(হাকিম)

হাদীছে এসেছে নিজের সতর ঢাক, হ্যাঁ নিজ বিবি এবং বাঁদী ব্যতীত। জনৈক সাহাবা জিজ্ঞাসা করলেন, যদি কোন ব্যক্তি নির্জন স্থানে একা থাকে? ইরশাদ হলো, আল্লাহ তা'আলা অধিক উপযুক্ত, তাই আল্লাহর সম্মুখে লজ্জাবোধ করা চাই। -(আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা, নাসায়ী)

হাদীছের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে যে, আমাদেরকে সতর দেখানো থেকে নিষেধ করা হয়েছে। -(হাকিম যাওয়াযের ১ম খণ্ড ১০৪ পৃষ্ঠা)

সতর্কবাণী ঃ বর্তমানে নতুন ফ্যাশন এবং আধুনিকতা শুধু পুরুষ নয় মহিলাকেও অর্ধ উলঙ্গ করে ফেলেছে। পুরুষেরা ইংরেজদের ন্যায় হাফ প্যান্ট পরে এবং নিজকে গৌরাবান্বিত মনে করে। অর্ধেক উরু খুলে মা বোনদের সম্মুখে

এবং সাধারণ মানুষের সম্মুখে চলাফেরা করে, কোন ভয় করে না। অথচ এটা প্রকৃত মালিকের অসন্তুষ্টি এবং কবীরা গুনাহ। মহিলাগণ এমন কাপড় পরিধান করে যে এতে অনেক অঙ্গ যাহা ঢেকে রাখা ফরয (যেমন ঘাড়, বাহু এবং বুক) তা খুলা থাকে এবং যে সব অঙ্গ ঢাকা আছে এ গুলোও এমনভাবে ঢাকা যে দূর থেকেই উহার অবস্থা বুঝা যায়। তাই উহাও উলঙ্গেরই হুকুম রাখে।

আলিমগণ বলেছেন, মুসলমানদের উপর সর্বপ্রথম ফরয হলো সতর ঢাকা, উহা কেবল নামাযে নয়; বরং সর্বাবস্থায় এমন কি নির্জনতার মধ্যে একাকি থাকাকালীন সময়েও ফরয, তবে কয়েকটি স্থানে প্রয়োজনে খুলা যায়। কিন্তু কিছু সংখ্যক লোক পাশ্চাত্যের ফ্যাশনে বন্যায় ভেসে ফরযকে উপেক্ষা করে চলছে। আর কিছু লোক দিন মজুর কৃষক, শ্রমিক তারাও এমন পদ্ধতি গ্রহণ করেছে যাতে সতর খুলে যায়। এ সব হলো কবীরা গুনাহর ভান্ডার, অনুপকারী গুনাহ। দুন্‌ইয়ার কোন প্রয়োজন ও স্বাদ এর উপর নির্ভর করে না।

وَاللّٰهُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى سَوَاءِ السَّبِيْلِ ـ

১৭. পায়জামা, লুঙ্গি ইত্যাদি গিঁঠের নীচে পরিধান করা ঃ

হাদীছ ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, লুঙ্গী বা পায়জামার যে অংশটুকু গিঁঠের নীচে হবে উহা জাহান্নামে থাকবে। -(বুখারী)

হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) বলেন যে, একদা আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে উপস্থিত হলাম, তখন আমার লুঙ্গি গিঁঠের নীচে ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? আমি আরয করলাম, আমি আবদুল্লাহ বিন উমর। তিনি বললেন, যদি তুমি আবদুল্লাহ হয়ে থাক তবে তুমি নিজ লুঙ্গি উঁচু করে পরিধান কর, আমি উঁচু করে ফেললাম, এমন কি পায়ের গোছার মাঝামাঝি হয়ে গেল। পরবর্তী সময়ে আমার এটাই ছিল রীতি। -(যাওয়াযের)

হাদীছ ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির দিকে লক্ষ্য করবেন না যে ব্যক্তি নিজের কাপড়কে অহংকারের কারণে টানবে এবং লম্বা করবে। -(বুখারীও মুসলিম)

হাদীছ ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তিন ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ তা'আলা লক্ষ্য করবেন না, তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না, আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।

হাদীছের রাবী বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথাটি তিন বার বললেন, হযরত আবূ যর গিফারী (রাঃ) বললেন, এ সকল ব্যক্তিগণ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত এবং ধ্বংস হয়ে যাবে, তবে তারা কারা? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, যে ব্যক্তি গিঁঠের নীচে পায়জামা, লুঙ্গি পরিধান করে, যে ব্যক্তি পরোপকার করে খোঁটা দেয় এবং যে ব্যক্তি নিজের মাল বিক্রির জন্য মিথ্যা কসম খায়। -(আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজা)

হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লুঙ্গি এবং পায়জামা সম্বন্ধে যা ইরশাদ করেছেন, সে হুকুমই প্রয়োগ করা হবে পাঞ্জাবী এবং অন্যান্য (বিশেষ পোষাক) এর ক্ষেত্রেও অর্থাৎ গিঁঠের নীচে পরিধান করাও গুনাহ। -(আবু দাউদ)

মাসয়ালা ঃ যে ব্যক্তি অহংকার বা গর্বের কারণে স্বীয় লুঙ্গি পায়জামা গিঁঠের নীচে পরিধান করে, সে গুনাহে কবীরাকারী বলে গণ্য হবে। যে ব্যক্তি অহংকার বা গর্বের ধারণা না নিয়ে এভাবে পরিধান করার অভ্যাস হয়ে গেছে তবুও গুনাহ হবে। -(আলমগীর)

হ্যাঁ, যদি কোন ব্যক্তির লুঙ্গি বা পায়জামা অনিচ্ছায় কোন সময় নীচে চলে যায়, তাহলে গুনাহ হবে না। যেমন হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর এমনটি হয়েছিল, তিনি হুযুরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি তাকে অক্ষম সাব্যস্ত করলেন।

উপদেশ ঃ এ সামান্য ব্যাপারেও নবী আলাইহিস সালাম নিজের উম্মতকে সতর্ক করেছেন। কিন্তু উম্মত নিজের অনর্থক অভিলাষকে আল্লাহ ও তদ্বীয় রসূলের সন্তুষ্টির জন্য ত্যাগ করছে না। এবং এমন গুনাহ কাঁধে উঠাচ্ছে যা বিশেষ রহমত ও ক্ষমার সময়েও ক্ষমা করা হয় না। যেমন হাদীছে এসেছে শবে বরাতে আল্লাহ তা'আলা বনী বকর গোত্রের ভেড়ার পালের লোমের সংখ্যা পরিমাণ গুনাহগারকে ক্ষমা করে দেন। বনী বকর গোত্রের নাম বিশেষ করে এ জন্য উল্লেখ করেছেন যে, এ গ্রোতের প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট বকরী ও ভেড়ার পাল ছিল। এখন একটু আন্দাজ করুন, একটি ভেড়ার লোম কতগুলো হবে এবং একটি পালের কতটি। অতঃপর হাজার পাল ভেড়ার লোম কতগুলো হবে? কিন্তু হাদীছে আছে যে, এমন ব্যাপক ক্ষমা ও রহমতের সময়ও কয়েকজন দুর্ভাগা ব্যক্তি ক্ষমা থেকে বঞ্চিত হবে। তাদের মধ্যে একজন, যে অহংকার ভরে নিজের পায়জামা বা লুঙ্গি গিঁঠের নীচে পরিধান করে। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানগণকে এ মহাবিপদ থেকে হিফাযত করুন। আমিন।

১৮. দান করে তা বলে বেড়ান ঃ

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন لَاتُبْطِلُوْا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى "দান খয়রাত করার পর মানুষের নিকট প্রকাশ করে এবং গরীবদেরকে কষ্ট দিয়ে তা বাতিল বা নষ্ট কর না।" অন্য আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ

لَا يُتْبِعُوْنَ مَا اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَا اَذًى ـ الخ

অর্থাৎ "প্রতিদান ঐ সকল ব্যক্তিবর্গের জন্য যারা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে এবং পরে দয়া করার খোঁটা দেয় না এবং কষ্টও দেয় না।" দ্বিতীয় আয়াত দ্বারা ইহাও বুঝা গেল যে, খোঁটা দেয়ার নিষেধাজ্ঞা শুধু দান খয়রাতের সঙ্গে নির্দিষ্ট নয়; বরং যা কিছু আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা হয়, চাই নিজের জন্য বা স্ত্রী,

ছেলেমেয়েদের জন্য বা আত্মীয়স্বজনদের জন্য সবার একই হুকুম। দয়ার কথা বলে বেড়ালে, এ দান খয়রাতের ছাওয়াব নষ্ট হয়ে যায়।

এমন ব্যক্তির সম্মুখে উহা প্রকাশ করা, যার সম্মুখে উহার প্রকাশ করাকে দয়াকৃত ব্যক্তি অপছন্দ করে। ইহাও مَنًّا وَلَاَاَذًى এর অন্তর্ভুক্ত। -(যাওয়াজের ২০৩ পৃষ্ঠা ১ম খণ্ড)

এ জন্যই উলামায়ে কিরাম বলেনঃ হাদীয়া ও সদকা দিয়ে দু'আর দরখাস্ত করা কিংবা দু'আর আশা পোষণ করা উচিত নয়, কেননা উহা ও দয়া করার প্রতিদান লওয়ার শামিল, যদ্দারা ছাওয়াব নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা আছে। -(যাওয়াজের)।

১৭ নম্বর শিরোনামের নীচে একখানা হাদীছ উল্লেখ করা হয়েছে তাতেও অনুগ্রহ করে তা প্রকাশকারীর জন্য ভীষণ ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। এ জন্যই উলামায়ে কিরাম উহাকে কবীরা গুনাহর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। -(যাওয়াজের) আল্লাহ তা'আলা সকল মুসলমানকে এ সব গুনাহ থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

১৯. কোন প্রাণীকে অগ্নিতে জ্বালানো ঃ

হাদীছ ঃ হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিপঁড়ার একটি গর্ত দেখতে পেলেন, যাতে আমরা আগুন দিয়েছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে কে আগুন দিয়েছে?

আরয করা হলো, আমরা দিয়েছি। তিনি ইরশাদ করলেন, আগুন দ্বারা শাস্তি দেয়া কেবল আগুনের সৃষ্টিকারীর অধিকার রয়েছে, অন্য কারো নেই। -(যাওয়াজের) সহীহ বুখারীর একটি হাদীছে এসেছে যে, আগুন দ্বারা শাস্তি দেয়ার অধিকার শুধু আল্লাহর, অন্যকারো নয়। এ সব হাদীছ থেকে বুঝা যায় যে, প্রাণী চাই সে মানুষ হোক বা চতুষ্পদ জন্তু অথবা প্রাণী, চাই সে হালাল হোক যেমন অধিকাংশ প্রাণী বা হারাম হোক যেমন ইঁদুর, বিড়াল, কুকুর ইত্যাদি

এদের মধ্যে কাউকেও আগুনে জ্বালানো জায়েয নয়। এমনকি সাপ, বিচ্ছুও এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। ছারপোকাকে গরম পানি দ্বারা মারার হুকুমও তাই। উলামাগণ প্রাণীকে আগুন দ্বারা জ্বালানো কবীরা গুনাহর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। -(যাওয়াজের)। তবে কষ্টদায়ক প্রাণী যেমন সাপ বিচ্ছুর কষ্ট থেকে বাঁচার অন্যকোন পদ্ধতি না থাকলে বাধ্য হয়ে আগুনে দিয়ে জ্বালানোর অনুমতি আছে। -(যাওয়াজের)।

২০. অন্ধকে ভুল রাস্তা প্রদর্শন করা ঃ

হাদীছ ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তিকে অভিশাপ দিয়েছেন ঃ যে কোন অন্ধকে ভুল রাস্তা দেখায়। যাওয়াজের কিতাবে উহাকে কবীরা গুনাহর মধ্যে শামিল করেছে।

উপদেশ ঃ কোন অজানা ব্যক্তিকে ভুল রাস্তা বলে দিয়ে বিপদে ফেলা, যেমন কিছুসংখ্যক মানুষ কৌতুক হিসেবে করে থাকে, ইহাও উক্ত গুনাহর অন্তর্ভুক্ত।

২১. স্ত্রীকে স্বামীর বিরুদ্ধে এবং চাকরকে মনিবের বিরুদ্ধে উস্কানী দেয়া ঃ

হাদীছ ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি কারো স্ত্রীকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে বা চাকরকে মনিবের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে (অর্থাৎ বিবি, চাকর বা গোলামের অন্তরে বিরোধিতার অনুভূতি সৃষ্টি করে বা তাদেরকে শক্তি যোগায়) সে আমার দলভুক্ত নয়। -(আহমদ ও বাযযরায)

এমনিভাবে স্বামীকে স্ত্রীর বিরুদ্ধে ক্ষেপাণ এবং তার অন্তরে শত্রুতা সৃষ্টি করা এ হুকুমেরই অন্তর্ভুক্ত। -(যাওয়াযের)। উলামাগণ একেও কবীরার মধ্যে শামিল করেছেন। হাদীছ শরীফে এ কাজটিকে শয়তানের সবচেয়ে বড় প্ররোচনা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। -(মুসলিম)

উপদেশ ঃ বর্তমানে এটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি কারো বিবি বা চাকর তার স্বামী বা মনিবের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ শুনল তখন সে তাদের অন্তর থেকে অভিযোগটি দূর করা এবং তাদের স্বামী এবং মনিবের প্রতি ভাল ধারণা সৃষ্টি করার পরিবর্তে বিভিন্ন প্রকারের শত্রুতা এবং ঘৃণার সৃষ্টি করে। ইহাকে চাকর এবং ঐ মহিলার প্রতি সহানুভূতি বলে মনে করা হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সহানুভূতি ছিল এই যে, তাদেরকে এ কথা বুঝানোর চেষ্টা করা যে স্বামী বা মনিবের কোন অসুবিধা ছিল বা কোন কারণে বাধ্য হয়ে তা করেছে। একটু লক্ষ্য কর, যদিও তাতে তোমার কষ্ট হয়ে থাকে, তবে তার থেকে অনেক আনন্দও তো পেয়েছো। কাজেই এ দিকে লক্ষ্য করে এ কষ্টটুকু সহ্য করতে পার। স্বামী এবং মনিবকে এমন পদ্ধতিতে বুঝাতে হবে যেন তার প্রতি বা স্ত্রী ও চাকরের প্রতি মন্দ ধারণার সৃষ্টি না হয়। এভাবেই স্বামীর যদি স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকে, তাহলে স্বামীর অন্তর থেকে ক্ষোভটুকু দূর করার চেষ্টা করবে এবং স্ত্রীকে উপযুক্ত ভূমিকা নিয়ে স্বামীর সঙ্গে সহযোগিতা এবং তার অনুগত থাকার জন্য উপদেশ দেবে।

২২. মিথ্যা সাক্ষ্য ঃ

হাদীছ ঃ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) বলেন, আমরা একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে উপস্থিত ছিলাম, তিনি ইরশাদ করলেন, আমি তোমাদেরকে তিনটি কবীরা গুনাহ বলে দিচ্ছি, আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, এ সময় তিনি ডেস দিয়ে বসা অবস্থায় ছিলেন, তৃতীয়টা বলার সময় সোজা হয়ে বসলেন এবং ইরশাদ করলেন, মিথ্যা কথা বা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। অতঃপর এ বাক্যটি পুনঃ পুনঃ বলতে লাগলেন, আমরা মনে মনে বলতেছিলাম, হায়রে। তিনি যদি চুপ হয়ে যেতেন। -(বুখারী ও মুসলিম)

হাদীছ ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তিন

বার মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া শিরকের সমতুল্য। (আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা)।

হাদীছ ঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে এমন সাক্ষ্য দেয় যে, সে ব্যক্তি উহার উপযুক্ত নয় তবে তার উচিত, সে যেন আপন ঠিকানা জাহান্নামে মনে করে। -(মাসনদে আহমদ বিশুদ্ধ সনদের মাধ্যমে।)

সতর্কবাণী ঃ বর্তমানে মিথ্যা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য মহামারীর আকারে বিস্তার লাভ করেছে। সাধারণ লোক তো আছেই, বিশেষ বিশেষ লোককেও মিথ্যা থেকে বাঁচা কঠিন হয়ে পড়েছে। অনেকগুলো ব্যবসা এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে, যার ভিত্তি মিথ্যার উপর। ইহা ব্যতীত অনেক কাজ এমন আছে যাকে মানুষ সাধারণতঃ সাক্ষ্য বলে মনে করে না। এ জন্য নির্ভয়ে এতে লিপ্ত হয়ে যায়। যেমন- রোগের ডাক্তারী সার্টিফিকেটে অবাস্তব লেখা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার শামিল।

মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ, ইউনিভারসিটি সমূহে পরীক্ষার উত্তরপত্রে নম্বর দেয়া একটি সাক্ষ্য। উহাতে অনুমান করে নম্বর দেয়া বা হ্রাস বৃদ্ধি করা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার অন্তর্ভুক্ত। এ সকল প্রতিষ্ঠানের সনদ বা সার্টিফিকেট ছাত্রের সম্বন্ধে যে সব শব্দ ব্যবহার করা হয়, তা যদি বাস্তবের পরিপন্থী হয়, ইহাও মিথ্যা সাক্ষ্য হিসাবে পরিগণিত হবে। এতে দস্তখতকারী আলিম, সূফী সকলেই মিথ্যা সাক্ষী দাতা হিসাবে গণ্য হবে।

বর্তমানে কন্ট্রোল এবং রেশনের ব্যাপারে ম্যাজিস্ট্রেট বা মেম্বার বা কমিশনারের সুপারিশ গ্রহণ করা হয়, উহাও এক প্রকারের সাক্ষ্য। ইহাতে বাস্তবের পরিপন্থী লেখা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার শামিল। এমনিভাবে দৈনন্দিন কাজ কারবারে শত শত উহাদরণ রয়েছে, যা মিথ্যা সাক্ষ্য এবং কবীরা গুনাহর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আমরা মাতার দুধের ন্যায় হালাল মনে করে নিশ্চিত মনে উহাকে করে যাচ্ছি। এর মধ্যে কিছু সাক্ষ্য পার্থিব উদ্দেশ্যে বাধ্য হয়ে জড়িত হতে হয়,

কিন্তু অধিকাংশ অনর্থক বেপরওয়ারীর কারণে হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা সকলকে এসব গুনাহ থেকে বাঁচার তৌফিক দান করুন।

২৩. আল্লাহ তা'আলার নাম ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করা ঃ

হাদীছ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যের নামে কসম করল সে কুফর এবং শিরকের কাজ করল। -(তিরমিযী)।

হাদীছ ঃ পিতা-মাতার কসম খেতে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন।

হাদীছ ঃ যদি কোন ব্যক্তি কসম করে যে, যদি অমুক কথাটা এমন না হয়, তাহলে আমি ইসলাম থেকে খারিজ। যদি সে মিথ্যা বলে থাকে, তবে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। যদি সে সত্য বলে থাকে তবুও ইসলামে নিরাপদে ফিরবে না-(আবূ দাউদ, নাসায়ী) হাদীছের বাহ্যিক শব্দাবলী থেকে বুঝা যায় যে, এ সকল গুনাহ যারা করে তারা কাফের হয়ে যায়। কিন্তু আলিমগণ দ্বিতীয় রিওয়ায়তের উপর ভিত্তি করে বলেন যে, ঐ ব্যক্তি কুফরের নিকট পৌঁছে আছে, যদিও ফতওয়া কুফুরের দেয়া যাবে না এবং তার সঙ্গে কাফিরের ন্যায় ব্যবহার করা যাবে না।

২৪. মিথ্যা বলা এবং মিথ্যা শপথ করা ঃ

হাদীছ ঃ হযরত সিদ্দীক (রাঃ) বলেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুত্বা দিতে দাঁড়িয়ে হঠাৎ করে ক্রন্দন করতে লাগলেন, অতঃপর বললেন, মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাক। মিথ্যা এবং পাপাচার উভয়টিই জাহান্নামী। -(ইবনে মাজা)।

হাদীছ ঃ মিথ্যা উপজীবিকাকে কমিয়ে দেয়।

হাদীছ ঃ তিন ব্যক্তি আল্লাহর নিকট ঘৃণার্হ। (১) ঐ ব্যবসায়ী যে অধিক

কসম খায়। (২) দরিদ্র অহংকারী (৩) সেই কৃপণ যে দয়া করে ইহসান্ প্রকাশ করে।

হাদীছ ঃ ঐ ব্যক্তির জন্য ধ্বংস, যে মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা বলে। ধ্বংস তার জন্য, ধ্বংস তার জন্য –(আবূ দাউদ, তিরমিযী)। হাদীছ ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে, আমি স্বপ্নে দেখেছি ঃ এক ব্যক্তি যেন আমার নিকটে এসে বলল, চলুন! আমি তার সঙ্গে চললাম রাস্তায় দু'ব্যক্তির সাক্ষাৎ পেলাম একজন বসা অন্যজন দাঁড়ানো। দাঁড়ানো ব্যক্তির হাতে লোহার শালকা যার অগ্রভাগ বাঁকা, বসা ব্যক্তির মুখে ঢুকিয়ে দেয় অতঃপর টেনে আনে এতে মুখের এক কিনারা কেটে কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এরপর উহা বের করে ফেলে। এরপর মুখের বিপরীত দিকে ঢুকিয়ে দেয় এবং টেনে আনে এতে মুখের অন্য দিকটিও চিড়ে যায়। এ সময়ে প্রথম দিকটি প্রথম অবস্থায় এসে যায়। অতঃপর উহাতে শালকাটি ঢুকিয়ে চিড়ে ফেলে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, আমি আমার সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইহা কি? তিনি বললেন, এ ব্যক্তি মিথ্যুক, কবরে তাকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে এবং এমনিভাবে তাকে কিয়ামত পর্যন্ত শাস্তি দেয়া হবে– (বুখারী, সামুরা বিন জুন্দুব থেকে বর্ণিত)

হাদীছ ঃ আবদুল্লাহ বিন জাররাদ (রাযিঃ) বলেন যে, আমি রসূলুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করলাম, মুমিনের পক্ষে কি উহা সম্ভব যে, সে ব্যভিচারে লিপ্ত হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, এমনও হতে পারে। অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে, আল্লাহর রসূল! মুমিন কি মিথ্যা বলতে পারে? তিনি বললেন, না, অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন اِنَّمَا يَفْتَرِ الْكَذِبَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ -। মিথ্যা অপবাদ ঐ সব মানুষ দিতে পারে ,যারা আল্লাহর আয়াতসমূহে বিশ্বাস স্থাপন করে না।

হাদীছ ঃ আবদুল্লাহ বিন আমির (রাযিঃ) বলেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে তাশরীফ আনলেন। ঐ সময় আমি ছোট ছিলাম খেলতে যাচ্ছি, আমার মা বললেন, হে আবদুল্লাহ! আমি তোমাকে একটি জিনিস দেব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তাকে কি জিনিস দেয়ার ইচ্ছা করছ? মা উত্তর দিলেন, খেজুর। তখন তিনি বললেন, যদি তুমি তাকে কোন কিছু না দিতে তাহলে তোমার আমল নামাতে মিথ্যা বলার গুনাহ লেখা হতো। -(আবূ দাউদ)।

উপরোল্লিখিত হাদীছের বর্ণনাসমূহে মিথ্যা বলার কঠিন শাস্তি এবং ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে এবং এ গুনাহকে ঈমান এবং ইসলামের বিপরীত ও প্রতিদ্বন্দ্বী সাব্যস্ত করা হয়েছে। কিন্তু আক্ষেপ, মানুষ তাতে বেশি লিপ্ত। মিথ্যা এত বিস্তার লাভ করছে যে, এর মধ্যে সাধারণ মানুষ এবং বিশেষ মানুষ সবই পতিত। এমন কি মিথ্যার কুফলও মানুষের অন্তর থেকে চলে গেছে। মিথ্যা বলে অহংকার করে স্পষ্টভাবে বলে যে, আমি মিথ্যা বলে অমুক কাজটি করে ফেলেছি।

যদি কেউ পার্থিব লোভ বা ভয়ের মধ্যে জড়িত হয়, তাহলে একটি কথা। কিন্তু অত্যধিক আফসূস যে, হাজারো মিথ্যা এমন বলা হয়, যার মধ্যে না আছে কোন উপকার আর না কোন স্বাদ, না তার সঙ্গে কোন প্রয়োজন জড়িত। তা ত্যাগ করার মধ্যেও কোন ক্ষতি নেই। কিছু সংখ্যক মানুষ এতে এমন অভ্যস্থ হয়ে গেছে যে, তাদের এতটুকু ভেদাভেদ জ্ঞান নেই যে, যা বলেছে তা সত্য না মিথ্যা। কেউ কেউ পার্থক্য করতে পারে কিন্তু নির্ভয়ে মিথ্যা বলতে থাকে; চিন্তা করে না সে এ অনুপকারী বাক্য দ্বারা আপন প্রতিপালক এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অসন্তুষ্ট করে ফেলেছে। শেষ হাদীছ শরীফ দ্বারা বুঝা যায় যে, সাধারণ কথাবার্তার মধ্যে ছোট ছেলেমেয়েদেরকে মন ভুলানোর জন্য যে কথা অবাস্তব বলা হয়, তাতেও গুনাহ রয়েছে।

২৫. মানুষের রাস্তাকে সংকীর্ণ করা ঃ

হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি কারো অবতরণ স্থল বা রাস্তা সঙ্কীর্ণ করে অথবা কোন মুসলমানকে কষ্ট দেয় (অর্থাৎ এমন স্থানে অবস্থান করে বা দাঁড়ায়, যার কারণে পথচারীদের কষ্ট হয়) তার জিহাদ কবূল হবে না। (আবূ দাউদ, জামে সগীর) হাদীছের মধ্যে জিহাদের উল্লেখ, জিহাদের বৈশিষ্ট্যের জন্য নয়; বরং অধিকাংশ সময় জিহাদ, হজ্জ ইত্যাদির সময়ই রাস্তা সঙ্কীর্ণ করার প্রশ্ন উঠে। হাদীছের অর্থ স্পষ্ট, যে ব্যক্তি সাধারণ মানুষের যাতায়াত রাস্তা বসে বা দাঁড়িয়ে তাদেরকে চলাচল করতে কষ্ট দেয়, সে ব্যক্তি গুনাহগার। যেমন অন্য এক হাদীছে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি মুসলমানকে রাস্তার ব্যাপারে কষ্ট দেয় (চাই রাস্তা অপ্রশস্ত করে বা রাস্তায় কোন জিনিস ফেলে) তার উপর মুসলমানদের অভিশাপ। -(জামে ছগীর, তিবরানী)

বর্তমানে এদিকেও অমনোযোগী হয়ে পড়েছে, জামে মসজিদের দরজার মধ্যে ভীড় লেগে যায়, রাস্তা চলা কষ্টকর হয়ে পরে। বাজারে, রাস্তায় ফেরীওয়ালাগণ এমনভাবে বসে যায় যে পথচারীদের জন্য অসুবিধা হয়। কিছুসংখ্যক মানুষ নিশ্চিত মনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলতে আরম্ভ করে, এমনিভাবে রেলওয়ে ষ্টেশনে রাস্তা বন্ধ করে বসে থাকে বা দাঁড়িয়ে থাকে, এ সবই উল্লিখিত গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো স্বাদহীন এবং অনুপকারী গুনাহ। কেবল অসতর্কতার কারণে সাধারণ এবং অসাধারণ সকলেই লিপ্ত। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে বাঁচার তৌফিক দান করুন।

যখন অল্প সময়ের জন্য রাস্তা সংকীর্ণ করে রাখা গুনাহ তখন যে ব্যক্তি রাস্তার কিছু অংশ নিজের বাড়ির সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে চির দিনের জন্য রাস্তা সঙ্কীর্ণ করে দেয়। সে গুনাহ কত কঠিন এবং দীর্ঘস্থায়ী হবে তার দিকে কেউ লক্ষ্য করে না।

২৬. সন্তান-সন্ততির মধ্যে সমতা রক্ষা না করা ঃ

যদি কারো কয়েকজন স্ত্রী থাকে তবে তাদের প্রতি সমতা এবং ইনসাফ করা অবশ্যকর্তব্য এবং তার বিপরীত করা কবীরা গুনাহ। ঠিক তদ্রূপ সন্তান-সন্ততির মধ্যে দান দক্ষিণার ব্যাপারে সমতা রক্ষা করা অবশ্যকর্তব্য। এতে ছেলেমেয়ে উভয়ের অংশ বরাবর হওয়া চাই। মেয়েদের অর্ধেক ইহা মিরাসের কানূন বা নীতি। পার্থিব জগতে পিতা-মাতা সন্তানকে যা দেবে, তাতে ছেলেমেয়েদের মধ্যে সমান সমান দেয়া আবশ্যক এবং বিপরীত করা গুনাহ। হ্যাঁ, যদি কোন ছেলে বা মেয়ে ইলম বা আমলে পিতা-মাতার অনুসরণ, অনুকরণ এবং সেবা শুশ্রূষায় অন্যের চেয়ে অধিক করে, তাহলে তাকে কিছু বেশী দেয়া জায়িয। -(দুরের মুখতার, আশবাহ ইত্যাদি)।

২৭. এক সঙ্গে একাধিক তালাক দেয়া ঃ

যদি কোন শরয়ী কারণে বা স্বাভাবিক কারণে বাধ্য হয়ে তালাক দেয়ার প্রয়োজন হয়, তবে তা জায়েয। কিন্তু সুন্নত নিয়ম হলো এই যে, মহিলা যখন তার মাসিক থেকে পবিত্র হয় তখন কেবল এক তালাক দেয়া এবং তিন তহুরে তিন তালাক দেয়া। এক সঙ্গে তিন তালাক দেয়া, যা অধিকাংশ অজ্ঞ লোকেরা করে থাকে তা গুনাহ, যদিও তিন তালাক হয়ে যায়, সাধারণ এবং অজ্ঞ লোকেরা এতে লিপ্ত রয়েছে। তারা মনে করে, যখন তালাক দিবই তখন তিন তালাক না দিয়ে শ্বাস ফেলব না। এমন কি সরকারী কাগজ লিখকগণেরও একই অভ্যাস হয়ে গেছে যে, তারা তিন তালাক লিখে থাকে। এ সকল গুনাহ স্বাদহীন এবং অনুপকারী। যদি কোন কারণে রাজায়াত অর্থাৎ স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার ইচ্ছা না থাকে, তাহলে এক তালাককেও বাইন তালাক করা যেতে পারে। তিন পর্যন্ত পৌঁছার প্রয়োজন নেই। -(দুররুল মুখতার, বাহর ইত্যাদি)

২৮. ওযনে কম দেয়া ঃ

ওযনে কম দেয়া কবীরা গুনাহ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ এ আয়াত এ গুনাহটির কঠোরতা এবং ভয়ভীতি প্রদর্শন করছে।

হাদীছ ঃ হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকটে তাশরীফ আনলেন এবং বললেন, পাঁচটি স্বভাব এবং অভ্যাস আছে যখন তোমরা তাতে লিপ্ত হও (তখন নিম্নে উল্লিখিত শাস্তিগুলো ভোগ করতে হবে)। তোমরা তাতে লিপ্ত হয়ে পড় এ ভয়ে আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। ঐগুলো হল এই (১) যখন কোন জাতির মধ্যে অশ্লীল এবং লজ্জাহীনতা ব্যাপক আকারে বিস্তার লাভ করে তখন তার ফল হিসাবে তাদের মধ্যে মহামারী দেখা দেয় এবং এমন রোগ দেখা দেয়, যা কোন দিন তাদের পূর্বপুরুষেরা দেখেও নাই শুনেও নাই। (২) যখন কোন জাতি ওযনে কম দেয় তাদের মধ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং জিনিসের মূল্য উচ্চ হয়ে থাকে। তাদের ঋণ এবং চাহিদা অত্যধিক হয়ে যায়, তাদের শাসক তাদের উপর অত্যাচারী হয়ে উঠে। (৩) যখন কোন জাতি যাকাত দিতে ত্রুটি করে তখন বৃষ্টি প্রয়োজন মত হয় না। যদি জীবজন্তু না হত, তাহলে তাদের জন্য কখনও বৃষ্টি হত না। (৪) যখন কোন জাতি আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের ওয়াদা ভঙ্গ করে, আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর শত্রুকে বিজয়ী করে দেন, যারা তাদের ধন সম্পদ অন্যায়ভাবে ছিনিয়ে নেয়। (৫) মুসলমান শাসক যদি কুরআনী আইন কানূন চালু না করে, তবে মুসলমানদের মধ্যে ঝগড়া এবং মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়। –(ইবনে মাজা, বযযায, বাইহাকী হাকিম) (যাওয়াযের)

উপদেশ ঃ আলোচ্য হাদীছের শব্দাবলীর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা চোখে দেখা যাচ্ছে। বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে পাঁচটির সব কয়টিই বিস্তার লাভ করেছে এবং তার মন্দ দিকটিও যা হাদীছ উল্লেখ করে উহাও ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। এটিই ঐ বিপদ যে কারণে মুসলমানদের জন্য পৃথিবী সঙ্কীর্ণ হয়ে

যাচ্ছে। কিন্তু অতীব পরিতাপের বিষয় হচ্ছে যে, হাদীছে পরিষ্কার ইরশাদ থাকা সত্ত্বেও আমাদের চক্ষু দেখছে না এবং উপস্থিত বিপদ দূর করার জন্য সমকালীন বুদ্ধিজীবীগণ বিভিন্ন প্রকারের কৌশল অবলম্বন করছে। কিন্তু এ সব বিপদের যে কারণসমূহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে তা দূর করার জন্য কারো লক্ষ্য নেই। এ স্বভাবগুলোর মধ্যে একটি হলো ওযনে কম দেয়া, যার জন্য শিরোনাম রাখা হয়েছে। ওযনে কম দেয়ার অর্থ এই নয় যে, ধোকা দিয়ে কোন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কম দেয়া; বরং মাশা, তোলা, গিরা, অর্ধগিরাও একই গুনাহ। এ জন্য কুরআনে করীমে তাদেরকে مُطَفِّفِيْنَ বলা হয়েছে। অর্থাৎ شَىْ طَفِيْفٌ অল্প পরিমাণ আত্মসাৎকারী। কেননা, যদি কোন ব্যবসায়ী সারাদিন ওযনে কম দেয়, তাহলে সারাদিনে পোয়া বা অর্ধসের, পোয়া গজ বা অর্ধগজ বাচাবে। সে প্রত্যেকে বারে কবীরা গুনাহে লিপ্ত হলো। এবং বিরাট গুনাহর স্তূপের পরিবর্তে এক সের বা এক গজ কাপড় পেল। ইহা কতই না অপমান, কতই না ক্ষতি এবং কত আশ্চর্যের কথা। এ জন্য পূর্ববর্তী আলিমগণ এই সকল ব্যক্তি সম্বন্ধে বলেছেন, ঐ সকল মানুষের জন্য ধ্বংস, ঐ সকল মানুষের জন্য ধ্বংস, যারা একটি সাধারণ বস্তুর জন্য জান্নাতের অকল্পনীয় নিয়ামতকে পরিত্যাগ করে জাহান্নামের কঠিন শাস্তিকে গ্রহণ করে। এমন শাস্তি যাতে পাহাড় ধূলিসাত হয়ে যায়। হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) যখন বাজারে যেতেন তখন দোকানদারদের নিকট দাঁড়িয়ে বলতেন, ওযনের ব্যাপারে আল্লাহর শাস্তিকে ভয় কর। কেননা, কিয়ামতের দিবসে ওযনে কমদাতাদেরকে এমন স্থানে দাঁড় করানো হবে যে স্থানের কঠোরতার কারণে তাদের শরীর থেকে সমুদ্রের স্রোতের ন্যায় ঘাম বের হয়ে তাদের কান পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। পূর্ববর্তী কোন কোন আলিম বলেছেন যে, আমি একবার ওষ্ঠাগতপ্রাণ এমন এক রোগীর সেবা করার জন্য গিয়ে তাকে আমি কলিমায়ে শাহাদত বলতে বললাম, সে বলতে চাইল, কিন্তু জিহবা নড়ল না। একটু পরে কিছুটা জ্ঞান ফিরে আসলে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আমি যখন তোমাকে কলিমা বলার জন্য বলেছিলাম তখন তুমি কেন পড়লে না। সে বলল ভাই! নিক্তির কাটা আমার জিহবায় রাখাছিল, যার কারণে আমি কলিমা পড়তে পারি নাই। আমি বললামঃ তুমি কি ওযনে কম দিতে? তিনি

বললেন, আল্লাহর শপথ, কখনও না। হ্যাঁ, তবে এমন হয়ে যেত যে, অনেক দিন পর্যন্ত আমার নিক্তির উভয়দিক বরাবর কিনা তা পরীক্ষা করার সুযোগ হত না। এর জন্য কিছু পার্থক্য এসে যেত। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানগণকে এ কঠোর বিপদ থেকে মুক্তিদান করুন।

২৯. জ্যোতিষবিদ এবং গণকদের নিকট গায়িবের কথা জিজ্ঞাসা করা এবং উহা বিশ্বাস করা ঃ

হাদীছ ঃ যে ব্যক্তি ভবিষ্যতের গায়িবী খবর দানকারীর নিকট যায় এবং তার নিকট গায়িবী খবর জিজ্ঞাসা করে, তার চল্লিশ দিনের নামায কবূল হবে না। -(জামে সগীর)।

হাদীছ ঃ যে ব্যক্তি গায়িবের খবর দানকারী গণকের বা জ্যোতিষীর নিকট যায় এবং তার কথা বিশ্বাস করে, সে ওহী এবং আল্লাহর সেই কালামকে অস্বীকার করল যা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। -(জামে সগীর)

অসংখ্য মুসলমান অবহেলা করে এই স্বাদহীন অনুপকারী গুনাহর মধ্যে লিপ্ত। এই সকল গুনাহর মধ্যে লিপ্ত হওয়া গুনাহ ছাড়া, মুর্খতা এবং বুদ্ধিহীনতাও বটে। কেননা, প্রথমতঃ তাদের কথা কেবল অনুমান ও আন্দাজের উপর হয়ে থাকে, যাহা গ্রহণযোগ্য নয়। যদি সঠিক বলে ধরে নেয়া হয় এবং ভবিষ্যতে অনুষ্ঠিতব্য ঘটনা সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায়, তবুও কোন উপকার নেই। কেননা, ঈমান হলো তাক্দীরে যা আছে তা হবেই।

৩০. আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যের নাম নিয়ে জন্তু যবাহ বা অন্যের নামে জন্তু ছেড়ে দেয়া ঃ

কুরআন করীমের ইরশাদ হচ্ছে ঃ এ জন্তু আহার করো না যে গুলো যবাহ করার সময় আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি অথবা আল্লাহ ব্যতীত অন্যেকে সন্তুষ্ট করার জন্য যবাহ করা হয়। নিশ্চয় তা শরীআত বহির্ভূত কাজ। হাদীছে এসেছে, যে ব্যক্তি কারো নামে জন্তু যেমন বকরী, ভেড়া, মোরগ ইত্যাদি ছেড়ে দেয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। শত শত মুসলমান এ বিপদে পতিত। কেউ বুযুর্গের, পীরের নামে জন্তু ছেড়ে দেয় বা তাদের নামে মান্নত মেনে যবাহ করে।

(نَعُوْذُ بِاللّٰهِ)

৩১. শিশুদেরকে নাজায়িয পোশাক এবং অলংকারাদি পরিধান করান ঃ

পুরুষদের যেমন রেশমের কাপড় এবং স্বর্ণ রৌপ্যের অলংকার ব্যবহার করা নাজায়িয তেমনি ছেলেদেরকে পরিধান করানো হারাম, নাজায়িয এবং মারাত্মক গুনাহ। অনেক মানুষ অসাবধানতার কারণে উপরোক্ত গুনাহে লিপ্ত।

৩২. প্রাণধারী জীবের ফটো তোলা এবং উহা ব্যবহার করা ঃ

হাদীছ ঃ কিয়ামতের দিবসে ফটো তৈরীকারী কঠিন শাস্তির মধ্যে হবে।

হাদীছ ঃ রহমতের ফেরেশতা ঐ ঘরে প্রবেশ করে না যে ঘরে প্রাণধারীর ফটো আছে বা কুকুর আছে।

হাদীছ ঃ একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর ঘরে ফটো বিশিষ্ট একটি চাদর দেখতে পেয়ে তিনি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন এবং কাপড় দু'টুকরা করে বসার গদ্দি তৈরী করে নিলেন। বর্তমানে উল্লিখিত গুনাহটি মহামারীর ন্যায় সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। তা থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টাকারী জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হন। টুপি

থেকে নিয়ে জুতা পর্যন্ত এমন কোন জিনিস বাজারে নেই, যার মধ্যে ছবি নেই। ঘরে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি বাসন, ছাতা, দেয়াশলাই, ঔষুধের বোতল, পত্রপত্রিকা এমন কি মাযাহাবী এবং সংশোধনকারী কিতাব সমূহও এই গুনাহ থেকে মুক্ত নয়। আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ। যদি লক্ষ্য কর তবে বুঝতে পারবে যে, ইহা অনুপকারী এবং স্বাদহীন গুনাহ। এ গুনাহটি ব্যাপক হলেও মুসলমানগণ উহাকে হালকাভাবে দেখা উচিত নয়; বরং সাহসিকতার সঙ্গে এ গুনাহ থেকে বাঁচার এবং অন্যকে বাঁচানোর চেষ্টা করা কর্তব্য। যতটুকু সম্ভব, এমন জিনিস ক্রয় করা থেকে বিরত থাকবে। যদি উহা সম্ভব না হয়, তাহলে ছবির চেহারাটি কেটে দিবে অথবা কাগজ দিয়ে ঢেকে দিবে। তবে টাকা পয়সার মধ্যে যে ফটো রযেছে, এতে আমরা বাধ্য। দ্বিতীয়তঃ উহা ছোট হওয়ার কারণে তা ব্যবহারে কোন গুনাহ হবে না।

মাসয়ালা ঃ বোতামের মধ্যে এমন ছোট ফটো হয় যে, উহা মাটিতে রেখে মধ্যম প্রকারের দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে দেখলে ফটোর অঙ্গগুলো পৃথক পৃথক দেখতে না পায় এমন ছোট ফটোর ব্যবহারে জায়িয। -(দুররুল মুখতার, আলমগীর)

মাসয়ালা ঃ এমনিভাবে যে ফটো নিকৃষ্ট জিনিসে থাকে, যেমন জুতায় বা বিছানায় এগুলোও ব্যবহার জায়িয, কিন্তু এ বিছানায় নামায পড়বে না।

মাসয়ালা ঃ যে ছোট ছবি নিকৃষ্ট জিনিসে বা পদ দলিত হয় তা ব্যবহার করা জায়িয, কিন্তু উহা বানানো জায়িয নয়।

মাসয়ালাঃ ছবি কলম দিয়ে আঁকা হোক বা ছাপা হোক বা ক্যামেরা দিয়ে উঠানো হোক সবগুলোর একই হুকুম।

মাসয়ালা ঃ প্রাণধারী ফটো উঠান বা অন্যের জন্য উঠান উভয়টিই না জায়িয, যদি কারো অন্য দেশে যাওয়ার প্রয়োজন হয়, তবে পাসপোর্টের জন্য ফটো তোলা জায়িয, তবে ভ্রমণটি প্রয়োজনীয় হতে হবে, শুধু বিলাসিতার ভ্রমণের জন্য জায়িয হবে না।

৩৩. বিনা প্রয়োজনে কুকুর পোষা ঃ

হাদীছ ঃ যে ব্যক্তি পশুর পাল বা ফসলের রক্ষণাবেক্ষণ অথবা শিকার করার প্রয়োজন ব্যতীত কুকুর লালন পালন করে তবে ছাওয়াব থেকে দৈনিক এক কিরাত পরিমাণ ছাওয়াব হ্রাস করে 'দেয়া হবে। -(বুখারী, মুসলিম) বুখারীর অন্য বর্ণনায় দু'কিরাতের কথা উল্লেখ রয়েছে। 'কিরাত' পরিমাপের একটি পরিমাণ বিশেষ, যা আমাদের দেশের প্রচলিত রতির সমান। কিন্তু পরকালের কিরাত কত পরিমান হবে এবং এখানে কিরাত দ্বারা কত পরিমাণ উদ্দেশ্য ইহা আল্লাহ ভাল জানেন। উক্ত হাদীছের বাহ্যিক অর্থ হলো, সৎকর্ম সমূহের মোট ছাওয়াব থেকে প্রত্যহ এ পরিমাণ হ্রাস পেতে থাকবে। ইহারও সম্ভাবনা আছে যে, প্রত্যেক সৎ কাজের ছাওয়াব থেকে এ পরিমাণ হ্রাস পেতে থাকবে। ঐ ব্যক্তির এ বিরাট ক্ষতির দিকে লক্ষ্য করুন এবং এ প্রকারের স্বাদহীন গুনাহ থেকে বাঁচার চেষ্টা করুন।

৩৪. সুদের কতক প্রকার ঃ

সুদ খাওয়ার মারাত্মক গুনাহ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীছে যে কঠোরতার সঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে, এমন কোন মুসলমান নেই যিনি সে সম্বন্ধে অবগত নন। হাদীছের মধ্যে সুদ খাওয়াকে মাতার সঙ্গে ব্যভিচার করার চেয়েও কঠিন অপরাধ বলে গণ্য করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে সুদখোরকে আল্লাহ ও তাঁর মনোনীত রসূলের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করার জন্য বলেছে। কিন্তু এ পুস্তিকায় কেবল দু'টি গুনাহ লেখা হয়েছে, যা দ্বারা পার্থিব কোন উপকার আছে বলে মনে করে থাকে। এ জন্য এখানে ঐ প্রকার গুনাহর কথা লেখা হচ্ছে যার মধ্যে মানুষ বিনা কারণে শুধু অসাবধানতার কারণে লিপ্ত রয়েছে। যেমন স্বর্ণের ক্রয় বিক্রয় স্বর্ণের দ্বারা বা রৌপ্যের বেচা-কেনা রৌপ্যের দ্বারা করা হয়, তাতে এক মিনিটের জন্য বাকি দেয়া সুদের অন্তর্ভুক্ত এবং হারাম। এমনিভাবে এক রতি পরিমাণ কম বেশ হওয়া হারাম এবং সুদ হবে। কিন্তু ফকীহগণ এ প্রকার ক্রয় বিক্রয়ের মধ্যে সুদ থেকে বাঁচার জন্য কয়েকটি পদ্ধতি লিখেছেন যা গ্রহণ করলে কোন ক্ষতিও হয়

না কোন কষ্টও হয় না এবং সুদের শাস্তি থেকেও মুক্তি পাওয়া যায়। যে স্বর্ণ রৌপ্যের বেচাকেনার মধ্যে মূল্য তৎক্ষণাৎ আদায় করা সম্ভব না হয়, তবে যে সময় অলংকার লওয়া হচ্ছে ঐ সময় বিক্রয়ের কথা না বলে; বরং ধার হিসাবে নিবে। যখন মূল্য আদায় করবে তখন অলংকার সম্মুখে এনে মূল্য আদায় করবে এবং ক্রয়-বিক্রয় যেন এখন হচ্ছে এটা সাব্যস্ত করতে হবে। আর মূল্য সম্বন্ধে কথা রাখবে যে পূর্বের মূল্যই ঠিক থাকবে। অথবা এমন করবে, যে স্বর্ণকার থেকে স্বর্ণ ক্রয় করছো তার থেকে মূল্যের সমপরিমাণ টাকা কর্জ নিবে এবং স্বর্ণের দাম তা দিয়ে আদায় করবে। এখন তার যিম্মাতে স্বর্ণের মূল্য থাকবে না; বরং কর্জের টাকা থাকবে। স্বর্ণকারের হিসাবে কোন পার্থক্য দেখা দিবে না। আর ক্রেতারও কোন ক্ষতি হবে না। অথচ স্বর্ণের বেচা কেনায় বাকী হওয়ার কারণে সে সুদ হওয়ার আশংকা ছিল তা থেকেও মুক্তি পাবে।

এমনিভাবে যদি রৌপ্যের টাকা দিয়ে রৌপ্য বা স্বর্ণকে স্বর্ণের আশরাফী দিয়ে ক্রয় করে এবং বাজার দরে হিসাবে কম বেশ হয় তখন এ পন্থায়ই যথেষ্ট হবে যে, জাত পরিবর্তন করবে। অর্থাৎ স্বর্ণ ক্রয় করলে রৌপ্য দিয়ে মূল্য আদায় করবে আর রৌপ্য ক্রয় করলে স্বর্ণ দিয়ে মুল্য আদায় করবে। কিংবা রৌপ্যের সঙ্গে কিছু দস্তা মিশ্রিত করে নেবে। বর্তমানে যে মুদ্রা প্রচলিত আছে তা রৌপ্য কিংবা স্বর্ণের খাঁটি মুদ্রা নয়; বরং এতে খাঁদ মিশ্রিত আছে। কাজেই তা দ্বারা কমবেশী ক্রয়ে দোষণীয় নয়, তবে কর্জ, বাকী এতেও না করা ভাল।

هُوَ الْاَحْوَطُ لِدُخُولِهِ فِي بَيْعِ الصَّرفِ عِنْدَ بَعْضِ الْمُعَاصِرِيْنَ مِنَ الْعُلَمَاءِ

কাপড়ে লাগানো খাঁটি সোনালী ফিতার হুকুমও এটাই ইহা বাকী ক্রয় সুদ এবং কম-বেশীও সুদ হবে। এথেকে বাঁচার তরীকা উপরে উল্লিখিত হয়েছে। এমন বহু উদাহরণ আছে যার মধ্যে মানুষ শুধু অসতর্কতার জন্য পড়ে আছে। যদি একটু চিন্তা করে আলিমদের নিকট জিজ্ঞাসা করে, তাহলে অনেক বিপদ থেকে সহজেই মুক্তি পেতে পারে।

এমনি ভাবে সকলপ্রকার ক্রয়-বিক্রয় যা শরীআতের দৃষ্টিতে অশুদ্ধ হয়ে সুদের পরিণত হয়েছে, তা থেকে বাঁচার জন্য আলিমগণ বহু পন্থা লিখেছেন। যদি দ্বীনের প্রতি লক্ষ্য করে একটু সতর্কতা অবলম্বন করে, তা হলে এ কঠিন বিপদ থেকে বাঁচা কোন ব্যাপার নয়। আমার মুরশিদ কুতুবুল আলম মুজাদ্দিদে মিল্লাত হাকিমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রাঃ) এক খানা পৃথক কিতাব 'ছাফায়ী মুয়ামালাত'-এর মধ্যে অবৈধ মুআমালাতকে বিস্তারিত আলোচনা করে, উহা থেকে বাঁচার পদ্ধতি লিখেছেন। প্রত্যেক মুসলমান উহা পড়ে বা শুনে আমল করা অবশ্য কর্তব্য।

৩৫. মসজিদের মধ্যে আবর্জনা বা দুর্গন্ধময় বস্তু নেয়াঃ

দুর্গন্ধময় বস্তু নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করলে ফিরিশতাদের কষ্ট হয়। তারা তাদেরকে অভিশাপ দেয়, বহুসংখ্যক হাদীছ দ্বারা ইহা প্রমাণিত, অথচ অনেকেই এতে লিপ্ত। ছেলেমেয়েদেরকে নাপাকসহ মসজিদে নিয়ে যাওয়া, যাতে মসজিদ নাপাক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে অথবা কেরোসীন তৈলের হারিকেন মসজিদে নিয়ে যাওয়া, অথবা দিয়াশলায় মসজিদে জ্বালান অথবা পিয়াজ, রসন, তামাক খেয়ে মুখ পরিষ্কার ব্যতীত মসজিদে যাওয়া এ সবই গুনাহর অন্তর্ভুক্ত।

৩৬. মসজিদের মধ্যে পার্থিব আলোচনা এবং পার্থিব কাজ করা ঃ

অসংখ্য হাদীছে উহা নিষিদ্ধ বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন হাদীছে বর্ণিত আছে যে, মসজিদে দুন্ইয়া সম্বন্ধীয় কথা ঐ ব্যক্তির সৎকাজকে এমনভাবে ধ্বংস করে ফেলে যেমন আগুন শুকনা জ্বালানিকে জ্বালিয়ে ছাই করে ফেলে। যদি কোন প্রয়োজনীয় কথা কারো সঙ্গে ঘটনাক্রমে বলতেই হয়, তাহলে মসজিদ হতে বের হয়ে দরজায় বা অযু করার স্থানে গিয়ে বলবে। যদি কেউ কারো সঙ্গে মসজিদের কোণে সংক্ষেপে কিছু কথা বলে, তাহলে কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু

শুধু দুনইয়ার কথা আলোচনা করার জন্য মসজিদে সমবেত হওয়া কঠিন শাস্তির প্রতিশ্রুতি রয়েছে যার মধ্যে বর্তমানে বহুসংখ্যক মুসলমান লিপ্ত রয়েছে। প্রকাশ্য যে, এতে না কোন পার্থিব উপকার আছে আর না উহা ত্যাগ করলে কোন ক্ষতির আশংকা আছে।

৩৭. নামাযের সারি ঠিক না করা ঃ

যে ব্যক্তি নামাযের সারিকে মিলাবে অর্থাৎ একে অপরের সঙ্গে মিলিত হয়ে দাঁড়াবে আল্লাহ তা'আলা তাকে নিজের সঙ্গে মিলাবেন। আর যে ব্যক্তি নামাযের সারিকে বিচ্ছিন্ন করবে আল্লাহ তা'আলা তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন। -(আল হাকিম)।

সারিসমূহকে মিলানোর অর্থ মধ্যখানে যেন খালি জায়গা না থাকে। বিচ্ছিন্ন করা তার বিপরীত অর্থাৎ মধ্যখানে জায়গা ত্যাগ করা।

হাদীছ ঃ সারিগুলোকে সোজা কর নতুবা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের চেহারাকে বিকৃত করে দেবেন। কোন কোন রিওয়ায়তে আছে তোমাদের অন্তরে অনৈক্য দেখা দিবে -(বুখারী, মুসলিম) সারিতে মিলেমিশে দাঁড়ানো এবং সারিকে সোজা করা সকলের মতে ওয়াজিব। এতে কারো দ্বিমত নেই। এর বিপরীত করা গুনাহ এবং উল্লিখিত হাদীছের শাস্তি যোগ্য হবে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, হাজার হাজার মুসলমান এ স্বাদহীন অনুপকারী গুনাহর মধ্যে শুধু অলসতার কারণে লিপ্ত। অধিকাংশ সময় মধ্যখানে বেশ জায়গা ছেড়ে দেয়া হয়। সম্মুখ সারিতে স্থান থাকা সত্ত্বেও পিছনের সারিতে দাঁড়িয়ে যায় এবং সারিতে দাঁড়ানোর সময় আগে পিছে হয়ে দাঁড়ায়। এ সবই গুনাহর কাজ।

মাসায়ালা ঃ প্রত্যেক নামাযীর পায়ের গিঁঠ অন্যের পায়ের গিঁঠের বরাবর হওয়া চাই। গোড়ালী পায়ের পাঞ্জা আগে পিছে হলে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু গিঁঠের বরাবর হওয়া অবশ্য কর্তব্য। এতে অবহেলা করা অত্যন্ত বিপদজনক।

৩৮. ইমামের পূর্বে নামাযের কাজগুলো আদায় করা ঃ

হাদীছ ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ কি এ কথা থেকে ভয় কর না, যে ইমামের পূর্বে রুকু বা সজদা থেকে মাথা উঠায়? আল্লাহ তা'আলা তার মাথা গাধার মাথার ন্যায় করে দিবেন। -(বুখারী ও মুসরিম)

৩৯. নামাযের অবস্থায় ডানে বামে দেখা ঃ

হাদীছ ঃ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দার প্রতি সদা মনোযোগ দিয়ে থাকেন যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা নামাযে থাকেন। কিন্তু যখন সে আপন চেহারা ফিরিয়ে নেয় তখন আল্লাহ তা'আলার মনোযোগ তার থেকে দূরে চলে যায়। -(আহমদ ও আবূ দাউদ)।

৪০. নামায অবস্থায় কাপড় ঝুলিয়ে রাখা এবং তার সঙ্গে খেলা করাঃ

কাপড় ব্যবহার করার যে পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে তার বিপরীত ব্যবহার করা যেমন, পাঞ্জাবী মাথায় রেখে বা চাদর, রোমাল ইত্যাদি মাথায় ফেলে দু'দিকে দু'টি কিনারা ছেড়ে দেয়া, যাকে সাদল বলা হয়। ইহা নামাযে নাজায়িয এবং গুনাহ। এমনিভাবে কাপড়ের কোন অংশকে পুনঃ পুনঃ উল্টানো পাল্টানো অথবা শরীরের কোন অংগকে বিনা প্রয়োজনে বারবার নড়াচড়া করা, নাক বা কানে বিনা প্রয়োজনে আঙ্গুল দেয়া নিরর্থক কর্ম এবং তা নামাযে গুনাহ হয়।

৪১. জুমুআর দিন মানুষের কাঁধের উপর দিয়ে লাফিয়ে অগ্রসর হওয়া ঃ

হাদীছ ঃ যে ব্যক্তি জুমুআর দিন মানুষের কাঁধের উপর দিয়ে লাফিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হলো সে একটি পুল অতিক্রম করে জাহান্নামে পৌঁছে গেল। -(তিরমিযী, ইবনে মাজা এবং যাওয়াজের)।

হাদীছ ঃ একদা জুমুআর দিন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুত্‌বা দিচ্ছিলেন এমন সময় এক ব্যক্তি মানুষের কাঁধের উপর দিয়ে লাফিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। তিনি বললেন, বসে যাও, তুমি মানুষকে কষ্ট দিচ্ছ। –(আহমদ আবূ দাউদ, নাসায়ী ইত্যাদি) অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি বললেন, আমি দেখছি তুমি মানুষকে কষ্ট দিয়ে আসছ। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে কষ্ট দেয় সে আমাকে কষ্ট দিল আর যে ব্যক্তি আমাকে কষ্ট দিল সে আল্লাহকে কষ্ট দিল। –(তিবরানী) কোন কোন রিওয়ায়তে আছেঃ যে ব্যক্তি মানুষের কাঁধের উপর দিয়ে লাফিয়ে আসল তার জুমুআ যুহর হয়ে গেল। অর্থাৎ জুমুআর শ্রেষ্ঠত্ব এবং এর ছওয়াব নষ্ট হয়ে গেল।

উপদেশ ঃ ভেবে দেখুন ঃ হাদীছে উল্লিখিত কাজের জন্য কেমন ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। অথচ এ কাজে না স্বাদ আছে আর না উপকার, এটা একটি শয়তানী কর্ম, বহু মুসলমান তাতে লিপ্ত। যদি সে পিছনের সারীতে বা যেখানে সেখানে দাঁড়িয়ে যায়, তা তার জন্য হাজার গুণে ভাল। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সকল উপদেশের উপর আমল করার এবং ছোট বড় গুনাহসমূহ থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করুন। আমিন।

গুনাহসমূহের তালিকায় লক্ষ্য করলে অনেক গুনাহ পাওয়া যাবে, যার মধ্যে না কোন স্বাদ আছে আর না কোন উপকার; বরং অমনোযোগিতা ও অসতর্কতার কারণে মানুষ এতে লিপ্ত রয়েছে। কিন্তু এখন এতটুকুর উপরই শেষ করা হচ্ছে।

وَاللّٰهُ الْمُوَفِّقُ وَالْمُعِيْنُ وَلَاحَوْلَ وَلا قوة الا بالله العلى العظيم

বিজ্ঞপ্তি ঃ এ পুস্তিকার সমাপনান্তে হযরত আল্লামা যয়নুল আবেদীন মিসরী হানাফী (রাঃ)-এর 'আশবাহ ওয়ান নাযায়ের' ও অন্যান্য কিতাবসমূহে গুনাহ সম্বন্ধে লিখিত কথা মনে পড়ল, যাতে সংক্ষেপে সকল কবীরা এবং সগীরা গুনাহর তালিকা পৃথক পৃথক ভাবে সংগৃহীত হয়েছে। তাই সগীরা ও কবীরা

গুনাহর তালিকাটি এ পুস্তিকার সঙ্গে সংযোজন করার ইচ্ছা করছি। যদি কারো আমল করার তৌফিক নাও হয়; অন্ততঃ তালিকাটি লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবে যে, এ কাজটি গুনাহ। হতে পারে কোন সময় অনুতাপ আসবে। আর আন্তরিক অনুতাপগ্রস্থই তাওবার চাবিকাঠি। ইহা একটি পৃথক পুস্তিকা এবং উহা পৃথকভাবে প্রচার করাও লাভজনক হবে। এ জন্যই উহাকে পৃথক পুস্তিকার আকারে এ পুস্তিকার পরিশিষ্ট করে দেয়াই সমীচীন হবে এবং এ পরিশিষ্টের নাম 'ইনয়ারুল আশায়ির মিনাস সাগায়ির ওয়াল কাবায়ির' রাখা হলো ঃ

والله الموفق وهو يهدى السبيل ۔

(মুফতী) মুহাম্মদ শফী দেওবন্দী।

ইনযারুল আশায়ির মিনাস

সাগায়িরে ওয়াল কাবায়ির

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى

বর্তমানে বিভিন্ন কারণে গুনাহ মহামারীর আকার ধারণ করেছে এবং যার প্রতিক্রিয়া জলে-স্থলে, পূর্ব-পশ্চিমকে ঘেরাও করে ফেলেছে। অবস্থা এ পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, যদি কেউ গুনাহ থেকে বাঁচার ইচ্ছা করে তখন দুন্ইয়ার পরিবেশ তার নিকট সংকীর্ণ মনে হয়। এমন কি অনেকেই সাহস হারিয়ে ফেলে এবং গুনাহ থেকে বাঁচার চেষ্টা পরিত্যাগ করে। যদি কোথাও মহামারী দেখা দেয় এবং কোন তদবীর বা ঔষধ ফলপ্রসূ না হয় তখনও বিবেক-বিবেচনা এবং শরীআতের নির্দেশ হলো স্বাস্থ্যের জন্য রক্ষণমূলক চিকিৎসা ত্যাগ করা যাবে না। আর ব্যাধিকে সুস্থতা এবং রুগ্নতাকে স্বাস্থ্য প্রমাণ করার জন্য জোরাল বক্তৃতা ও লিখনী প্রচার করা সমীচীন হবে না। এ জন্য এ পুস্তিকার মধ্যে ছোট বড় সকল গুনাহর একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা লিখা হচ্ছে যেন তা দেখে প্রথমতঃ সঠিক ধারণা জন্মে এবং গুনাহকে গুনাহ বুঝতেপারে। ফলে গুনাহ করলে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হবে। আর অনুতপ্ত হওয়াটাই তাওবার প্রধান শর্ত, যার কারণে সকল গুনাহ ক্ষমা হয়ে যায়। দ্বিতীয়তঃ যখন গুনাহকে গুনাহ মনে করবে তখন ইনশাআল্লাহ কোন না কোন সময় তাওবা করার এবং গুনাহ ত্যাগ করার সৌভাগ্য হবে।

কবীরা ও সগীরা গুনাহ সম্বন্ধে আলিমগণের লিখিত পৃথক পৃথক বহু কিতাব বিদ্যমান রয়েছে। তন্মধ্যে আল্লামা ইমাম ইবনে হাজার হাইশামী মক্কীর

রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'আয্-যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবায়ির' নামে প্রায় সাড়ে চার শত পৃষ্ঠা সম্বলিত দু'খণ্ডে রয়েছে। এতে প্রায় চারশত সাতষট্টিটি গুনাহর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে এবং এ সকল গুনাহর শাস্তির বর্ণনা কুরআন ও হাদীছ দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে প্রয়োজন হলো একটি সংক্ষিপ্ত তালিকার, যেন তা দেখে মানুষ নিজ নিজ আমলের হিসাব নিতে পারে। এ জন্য ইমাম যয়নুল আবেদীন বিন নজীম মিসরীর লিখা একটি পুস্তিকার উর্দু ভাষায় অনুবাদ করে দেয়া যথেষ্ট হবে বলে মনে করি। এ পুস্তিকায় উল্লিখিত লিখক প্রথমে সকল কবীরা গুনাহর পরে সগীরা গুনাহর তালিকা প্রদান করেন। অতঃপর সগীরা ও কবীরা গুনাহর সংজ্ঞা দিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। পরে তন্মধ্যে বিশেষ বিশেষ গুনাহর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন। বিষয়টি সহজ করার নিমিত্তে আমি মনে করি যে, প্রথমে সগীরা ও কবীরা গুনাহর সংজ্ঞা লিখে এর একটি তালিকা এবং যে গুনাহর ব্যাখ্যার প্রয়োজন তার ব্যাখ্যা লিখে দেই।

والله المستعان وعليه التكلان -

সগীরা ও কবীরা গুনাহর সংজ্ঞা ঃ

শেখ আবূ ইসহাক ইসফিরীনি কাযী আবূ বকর বাকেল্লানী, ইমামুল হারামইন তাকিউদ্দীন সুবকী এবং অধিকাংশ আশায়েরাদের নিকট প্রত্যেকটি গুনাহই কবীরা। সগীরা বলতে কোন গুনাহ নেই। কেননা, প্রত্যেকটি গুনাহ আল্লাহ তা'আলা এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র নির্দেশের বিরোধী। আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের বিরোধিতা যত কমই হোক না কেন উহাই বড় গুনাহ। এ জন্যই উহাকে ছোট গুনাহ বলা যায় না। কিন্তু গুনাহর যে প্রকারভেদ সগীরা এবং কবীরা যা সকলের নিকট পরিচিত, উহা কেবল আপেক্ষিক অর্থাৎ একটি অন্যটির অপেক্ষায় ছোট বড় হয়ে থাকে।

কিন্তু অধিকাংশ আলিমদের মতামত হলো, কিছুসংখ্যক গুনাহ সগীরা এবং

কিছুসংখ্যক গুনাহ কবীরা। কেননা সকলেই একমত যে, কিছুসংখ্যক গুনাহ এমন আছে এ সকল গুনাহকারীকে ফাসিক বলা হয় এবং তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। আর কিছুসংখ্যক গুনাহ এমন আছে যারা এ সকল গুনাহ করে তাদেরকে ফাসিক বলা হয় না এবং তাদের সাক্ষ্যও অগ্রহণযোগ্য নয়।

প্রথম প্রকার গুনাহকে শরীঅতের পরিভাষায় কবীরা এবং দ্বিতীয় প্রকার গুনাহকে সগীরা বলা হয়। উপরোক্ত মতভেদ কেবল নামের মধ্যে, প্রকৃত পক্ষে কোন মত বিরোধ নেই। যারা কিছুসংখ্যক গুনাহকে সগীরা বলে থাকেন তার অর্থ এই নয় যে, এ সকল গুনাহ করলে অমঙ্গল হবে না বা হলেও অতি সাধারণ; বরং আল্লাহ এবং তার রাসূলের বিরোধিতার কারণে প্রত্যেকটি গুনাহই মহাবিপদ। আগুনের বড় স্ফুলিঙ্গ যেমন ধ্বংসকারী তেমনি ছোট স্ফুলিঙ্গও ধ্বংসকারী। বিচ্ছু ছোট হোক বা বড় উভয়টিই মানুষের জন্য বিপদ। সগীরা ও কবীরা গুনাহর সংজ্ঞায় আলিমদের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। আল্লামা ইবনে নাজিম তার রচিত কিতাবে প্রায় চল্লিশটি মতামত বর্ণনা করেছেন। এমনিভাবে আল্লামা ইবনে হাজার হাইসামী মক্কী বিভিন্ন প্রকারের মতামত উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তন্মধ্যে উত্তম হলো যা পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ, সাহাবাগণ এবং তাবেয়ীনদের নিকট থেকে বর্ণিত হয়েছে। আর তা হলো এই, যে গুনাহ সম্বন্ধে কুরআন ও হাদীছে জাহান্নামের শাস্তির কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে তাহলো কবীরা, আর যে গুনাহ সম্বন্ধে শুধু নিষেধাজ্ঞা এসেছে কোন শাস্তির উল্লেখ নেই তাহলো সগীরা। হযরত হাসান বসরী (রাঃ) হযরত সায়ীদ বিন জুবাইর (রাঃ) হযরত মুজাহিদ (রাঃ) হযরত যাহহাক (রাঃ) প্রমুখ থেকে উপরোক্ত সংজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। হযরত ইমাম গাযযালী (রাঃ) বলেন, যে গুনাহকে মানুষ নির্ভয়ে দাপটের সঙ্গে করতে থাকে তাই কবীরা যদিও উহা ছোট গুনাহ হোক না কেন। আর যে গুনাহ দৈবাৎ ঘটনাক্রমে হয়ে যায় এবং সে অন্তরে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে এবং সঙ্গে সঙ্গে লজ্জিত হয় এবং অনুতপ্ত হয় তাহলো সগীরা যদিও ইহা বড় গুনাহ হোক

না কেন।

والله سبحانهٗ وتعالى اعلم

পুনঃ পুনঃ করলে ছোট গুনাহ ও বড় গুনাহ হয়ে যায় ঃ

হযরত ইমাম রাফিয়ী (রাঃ) বলেন, যে গুনাহ সদা-সর্বদা এবং পুনঃ পুনঃ না করা হয়; বরং ঘটনাক্রমে হয়ে যায়, তা হলো সগীরা গুনাহ। যে ব্যক্তি সগীরা গুনাহ বারবার করে এবং সদা করতে থাকে তাকেই গুনাহে কবীরাকারী বলে আখ্যায়িত করা হবে। যে ব্যক্তি বহু গুনাহে সগীরার মধ্যে লিপ্ত থাকে এমন কি তার সৎ কর্মের তুলনায় গুনাহ অধীক হয়, তাকেও ফাসিক বলা হবে এবং তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। (খাওয়াজের)

এখন আল্লামা ইবনে নাজিমের কিতাব থেকে সগীরা ও কবীরা গুনাহসমূহের তালিকা দেয়া হলো ঃ

কবীরা গুনাহসমূহ ঃ

(১) নিষিদ্ধ যৌন সঙ্গম (২) সমকামিতা (৩) শরাব পান করা এমনিভাবে গাঁজা, ভাংগ ইত্যাদি নেশা জাতীয় বস্তু পান করা। (৪) চুরি করা (৫) চরিত্রবান মেয়েদের উপর ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া (৬) অন্যায়ভাবে কাউকেও হত্যা করা (৭) সাক্ষ্য গোপন করা, যখন তার ব্যতীত অন্য কোন সাক্ষী না থাকে। (৮) মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া (৯) মিথ্যা কসম খাওয়া (১০) কারো মাল আত্মসাৎ করা (১১) যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়ন করা (যখন মুকাবলা করার শক্তি থাকে) (১২) সুদ খাওয়া (১৩) ইয়াতীমদের মাল অন্যায়ভাবে ভোগ করা (১৪) উৎকোচ গ্রহণ করা (১৫) পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া (১৬) আত্মীয়তা ছিন্ন করা (১৭) কোন কাজ বা কথাকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে

ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা সম্বন্ধ করা। (১৮) রমযান মাসে বিনা কারণে রোযা ভংগ করা (১৯) মাপে কম দেয়া (২০) ফরয নামাযকে সময়ের পূর্বে বা পরে পড়া (২১) যাকাত এবং রোযাকে বিনা কারণে সময় মত আদায় না করা (২২) ফরয হজ্জ আদায় না করে মৃত্যু বরণ করা। হ্যাঁ যদি মৃত্যুর সময় কাউকেও বলে যায় বা হজ্জ করার ব্যবস্থা করে যায়, তাহলে গুনাহ থেকে পরিত্রাণের আশা করা যায়। (২৩) কোন মুসলমানকে অন্যায়ভাবে ক্ষতি করা (২৪) কোন সাহাবা (রাঃ) কে মন্দ বলা (২৫) আলিম এবং হাফিযগণকে মন্দ বলা এবং তাদের দুর্নাম করার জন্য পিছনে পড়া (২৬) কোন অত্যাচারীর নিকট করো অগোচরে চুগলী করা (২৭) নিজের স্ত্রী বা মেয়েকে ইচ্ছাকৃতভাবে হারাম কাজে লিপ্ত করা অথবা তাতে সম্মত থাকা (২৮) কোন অপরিচিত মহিলাকে হারাম কাজে প্রস্তত করানো এবং এর জন্য দলালী করা (২৯) শক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করার দায়িত্ব পালন না করা। (৩০) যাদু শিক্ষা করা এবং শিক্ষা দেয়া অথবা এর উপর আমল করা (৩১) কুরআন মুখস্ত করে ভুলে যাওয়া (অর্থাৎ অসাবধানতার কারণে ভুলে যাওয়া, হ্যাঁ যদি রোগ বা স্বাস্থ্যহীনতার কারণে হয়, তাহলে গুনাহ হবে না। কেহ কেহ বলেছেন যে কুরআন ভুলার অর্থ দেখেও পড়তে না পারা) (৩২) কোন প্রাণী আগুন দিয়ে জ্বালানো। সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদির কষ্ট থেকে পোড়ান ব্যতীত বাঁচার অন্য কোন উপায় না থাকে তাহলে গুনাহ হবে না (৩৩) কোন মহিলাকে তার স্বামীর নিকটে যেতে এবং স্বামীর হক আদায় করতে বাধা দেয়া (৩৪) আল্লাহ তা'আলার রহমত থেকে নিরাশ হওয়া (৩৫) আল্লাহ তা'আলার শাস্তি হতে নির্ভয় হওয়া (৩৬) মৃত জন্তুর গোস্ত খাওয়া (৩৭) শুকুরের গোস্ত খাওয়া (৩৮) পরোক্ষ নিন্দাকার্য (৩৯) কোন মুসলিম বা অমুসলিমের অগোচরে নিন্দা বলা (৪০) জুয়া খেলা (৪১) বিনা প্রয়োজনে অর্থ সম্পদ ব্যয় করা (৪২) দুন্‌ইয়াতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা (৪৩) বিচারকের ন্যায় থেকে সরে যাওয়া (৪৪) নিজের স্ত্রীকে মা

মেয়ের সঙ্গে তুলনা করা, যাকে শরীআতের পরিভাষায় যিহার বলা হয় (৪৫) ডাকাতি করা (৪৬) সগীরা গুনাহকে সদা-সর্বদা করা (৪৭) গুনাহর কাজে কাউকেও সাহায্য করা বা গুনাহর কাজে উৎসাহিত করা (৪৮) মানুষকে গান শুনান এবং মহিলাদের গান গাওয়া (৪৯) মানুষের সম্মুখে নিষিদ্ধ অঙ্গ উলঙ্গ করা (৫০) ওয়াজিব দাবী আদায় করতে কৃপণতা করা (৫১) হযরত আলী (রাঃ)-কে, হযরত আবূ বকর (রাঃ) এবং হযরত ওমর (রাঃ)—এর উর্ধ্বে সম্মান দেয়া (৫২) আত্মহত্যা করা অথবা নিজের কোন অঙ্গকে ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেই অকেজো করে দেয়া। ইহা অন্যকে হত্যা করার চেয়ে বড় গুনাহ (৫৩) পেশাবের ছিঁটা থেকে না বাঁচা (৫৪) সাহায্য দিয়ে বা দয়া করে উহা বলে বেড়ান (৫৫) ভাগ্যকে অস্বীকার করা (৫৬) নিজ নেতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা (৫৭) গণক এবং জ্যোতিষীকে বিশ্বাস করা (৫৮) মানুষের বংশকে দোষারোপ করা (৫৯) কোন সৃষ্টজীবের নামে ছাওয়াবের নিয়তে জীব জন্তু কুরবাণী করা (৬০) লুঙ্গি অথবা পায়জামা গর্বভরে গিঁঠের নীচে পরিধান করা (৬১) ভ্রষ্টতার দিকে মানুষকে আহবান করা অথবা কোন মন্দ প্রথা প্রচলন করা (৬২) কোন মুসলমান ভাইয়ের দিকে তরবারী বা ধারাল অস্ত্র মারার জন্য উঁচিয়ে ধরা (৬৩) ঝগড়া-বিবাদ অভ্যাসে পরিণত হওয়া (৬৪) ক্রীতদাসের অন্ডকোষ কেটে দেয়া অথবা তার কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কেটে দেয়া বা কঠিন কষ্ট দেয়া (৬৫) দয়াকারীদের প্রতি অকৃজ্ঞ হওয়া (৬৬) প্রয়োজনাধিক পানি দিতে কার্পণ্য করা (৬৭) হেরেম শরীফে নাস্তিকতা এবং ভ্রষ্টতা প্রচার করা (৬৮) মানুষের গোপনীয় দোষ-ক্রটি অন্বেষন করা এবং তার পিছনে পড়া (৬৯) তবলা,ঢোল বাদ্যযন্ত্র বাজান এবং এমন খেলা যা আলিমগণের নিকট সর্ব সম্মতিত্রে হারাম (৭০) মুসলমান কোন মুসলমানকে কাফির বলা (৭১) একাধিক স্ত্রী হলে তাদের অধিকার আদায়ে সমতা রক্ষা না করা (৭২) হস্তমৈথন করে কামভাব পূর্ণ করা (৭৩) ঋতুবতী মহিলার সঙ্গে সঙ্গম করা (৭৪) মুসলমানদের উপর কোন জিনিষের মূল্য বৃদ্ধিতে আনন্দিত

হওয়া (৭৫) জীবজন্তুর সঙ্গে কামভাব পূর্ণ করা (৭৬) আলিমদেরকে নিজ ইলমের উপর আমল না করা (৭৭) কোন খাদ্যদ্রব্যকে মন্দ বলা তবে পাক করার ব্যাপারে মন্দ বলা অন্য কথা (৭৮) গান বাদ্যের সঙ্গে নৃত্য করা (৭৯) দ্বীনের উপর দুন্‌ইয়াকে প্রাধান্য দেয়া (৮০) দাড়িহীন ছেলেদের দিকে কামভাবের সঙ্গে তাকানো (৮১) অন্যের ঘরে উঁকি মেরে দেখা (৮২) অন্যের ঘরে বিনা অনুমতিতে দেখা।

সগীরা গুনাহসমূহ ঃ

(১) বেগানা মেয়েদের দিকে তাকান (২) অপরিচিত মহিলার সঙ্গে নিভৃতে বসা বা তাকে হাতে ধরা (৩) কোন মানুষ বা জীব-জন্তুর উপর অভিশাপ দেয়া (৪) এমন মিথ্যা কথা, যদ্বারা কারো ক্ষতি না হয় (৫) কারো বিদ্রূপ করা, আকারে ইঙ্গিতে হোক না কেন (৬) বিনা প্রয়োজনে উপরতলায় উঠা যেখান থেকে মানুষের ঘর-বাড়ী নযরে পড়ে (৭) বিনা কারণে কোন মুসলমানের সঙ্গে তিন দিনের অতিরিক্ত সম্পর্ক ছিন্ন করা (৮) প্রকৃত ঘটনা না জেনে কারো পক্ষ হয়ে ঝগড়া করা এবং জানার পর অন্যায়ভাবে ঝগড়া করা (৯) নামাযে ইচ্ছাকৃতভাবে হাসা এবং কোন বিপদের কারণে ক্রন্দন করা (১০) পুরুষের রেশমী কাপড় পরিধান করা (১১) সদর্পে গর্বভরে চলা (১২) ফাসিকের নিকট বসা (১৩) সূর্যদ্বয়, সূর্যাস্ত এবং ঠিক দুপুরে নামায পড়া (১৪) দু'ঈদের দিনে এবং অ্যায়ামে তাশরিক অর্থাৎ এগার, বার ও তের যিলহজ্জ রোযা রাখা (১৫) মসজিদে আবর্জনা ফেলা (১৬) মসজিদে পাগল অথবা এমন ছোট শিশু নেয়া, যদ্বারা মসজিদ অপবিত্র হওয়ার আশংকা আছে (১৭) পায়খানা এবং পেশাব করার সময় কেবলা দিকে মুখ বা পিঠ দিয়ে বসা (১৮) গোসল খানায় উলঙ্গ হওয়া যদিও মানুষ না থাকে (১৯) ইফতার না করে রোযার পর রোযা রাখা (২০) যে স্ত্রীর সঙ্গে যেহার করেছে, কাফফারা আদায় করার পূর্বে সঙ্গম করা

(২১) বিনা মাহরামে মহিলাদের ভ্রমণ করা (২২) খাদ্যদ্রব্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যকে মূল্য বৃদ্ধিরআশায় সঞ্চিত করে রাখা (২৩) দু'জনের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয়ের কথাবার্তা হচ্ছে, কথা শেষ হওয়ার পূর্বে তৃতীয় জনের বাধা সৃষ্টি করা বা দু'জনের মধ্যে বিবাহের প্রস্তাব হচ্ছে, তাদের আলাপ শেষ হওয়ার পূর্বে তৃতীয় জনের বাধা সৃষ্টি করা (২৪) গ্রামবাসীদের শহরে বিক্রির জন্য আনিত মাল দালালী করে বিক্রি করা (২৫) শহরে আসার পূর্বে দ্রব্যসামগ্রী রাস্তায় ক্রয় করা (২৬) জুমুআর আযানের পর ক্রয়-বিক্রয় করা (২৭) বিক্রী করার সময় মালের দোষ গোপন করা (২৮) মনের অভিলাষে কুকুর পালা (২৯) ঘরে মদ রাখা (৩০) পাশা খেলা (৩১) মদ ক্রয়-বিক্রয় করা (৩২) সাধারণ বস্তু অল্প পরিমান চুরি করা (৩৩) হাদীছ শুনানোর জন্য মূল্য নির্ধারণ করা (৩৪) দাঁড়িয়ে পেশাব করা (৩৫) গোসল খানা বা পানির ঘাটে পেশাব করা (৩৬) নামাযে কাপড় ঝুলান অর্থাৎ যে কাপড় যে ভাবে পরিধান করতে হয় তার বিপরীত করা (৩৭) গোছল ফরয হওয়া অবস্থায় আযান দেয়া (৩৮) গোছল ফরয হওয়া অবস্থায় বিনা কারণে মসজিদে প্রবেশ করা (৩৯) নামাযে কাঁখে হাত রেখে দঁড়ানো (৪০) নামাযে এমন ভাবে চাদর পরিধান করা যেন হাত বের করা কষ্টকর হয় (৪১) নামাযে বিনা প্রয়োজনে কোন অংগকে নড়ান অথবা কাপড় নিয়ে খেলা করা (৪২) নামাযির সম্মুখে তার দিকে মুখ করে বসা বা দাঁড়ান (৪৩) নামাযের মধ্যে ডানে, বামে বা আকাশের দিক তাকান (৪৪) মসজিদে পার্থিব বিষয় আলাপ করা (৪৫) মসজিদে এমন কাজ করা যা ইবাদত নহে (৪৬) রোযার অবস্থায় স্ত্রীর সঙ্গে উলঙ্গ হয়ে শয়ন করা (৪৭) রোযার সময় স্ত্রীকে চুম্বন করা যখন সীমা অতিক্রমের ভয় হয় (৪৮) জন্তুকে পিঠের দিক দিয়ে যবেহ করা (৪৯) নিম্নমানের মাল দ্বারা যাকাত আদায় করা (৫০) গলিত মাছ অথবা ঐ মাছ যা মরে পানির উপর ভেসে উঠে তা খাওয়া (৫১) মাছ ব্যতীত অন্য কোন মরা জীবজন্তু খাওয়া (৫২) হালাল জন্তু বা যবেহ করা জন্তুর বিশেষ অঙ্গ খাওয়া

যেমন মুত্রথলী (৫৩) বিনা প্রয়োজনে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করা(৫৪) বুদ্ধিমতি, সাবালিকার বিবাহ করা অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত (যখন অভিভাবক বিনা কারণে বাধার সৃষ্টি না করে) (৫৫) দু'ব্যক্তি একজন অন্যজনের মেয়েকে বিবাহ করা এবং একটি বিবাহ অন্য বিবাহের জন্য মহর ধার্য করা। শরীআতের পরিভাষায় উহাকে "সেগার" বলে (৫৬) স্ত্রীকে এক সঙ্গে একাধিক তালাক দেয়া (৫৭) স্ত্রীকে বিনা কারণে তালাকে বাইন দেয়া (৫৮) ঋতুকালীন সময়ে তালাক দেয়া (৫৯) যে তুহুরে সংগম করেছে সে তুহুরে তালাক দেয়া (৬০) পরিত্যাক্তা স্ত্রীকে সংগম করে ফিরিয়ে আনা (৬১) স্ত্রীকে কষ্ট দেয়া এবং ইদ্দত দীর্ঘ করার উদ্দেশ্যে ফিরিয়ে আনা (৬২) স্ত্রীকে কষ্ট দিবার জন্য নিকটে না যাওয়ার শপথ করা (৬৩) নিজের সন্তানদের মধ্যে ধন-সম্পদ দেয়ার সময় সমতা রক্ষা না করা (৬৪) বিচারকের বিচারের সময় বাদী বিবাদীর সামনে বসার মধ্যে মনোযোগের মধ্যে সমতা রক্ষা না করা (৬৫) বাদশাহ্র দান গ্রহণ করা (৬৬) যার নিকট হারাম মাল হালাল মাল হতে অধিক হবে এমন ব্যক্তির উপঢৌকন এবং দাওয়াত বিনা অনুসন্ধানে গ্রহণ করা (৬৭) জবরদখল জমিনের উৎপাদিত ফসল খাওয়া (৬৮) জবর দখল জমিতে যাওয়া (৬৯) অন্যের জমিনে বিনা অনুমতিতে চলা। (৭০) জীব জন্তুর নাক, কান কাটা (৭১) দারুল হরবের কাফির অথবা মুর্তাদকে তাওবা করার জন্য তিন দিনের সময় না দিয়ে যুদ্ধ করা। (৭২) মুর্তাদ মহিলাকে হত্যা করা। (৭৩) নামাযের মধ্যে সজদায়ে তিলাওয়াত কে বিলম্ব করা বা ছেড়ে দেয়া (৭৪) নামাযের জন্য কোন বিশেষ কিরআত নির্দিষ্ট করা। (৭৫) জানাযার খাটকে পাল্কীর ন্যায় বাঁশ বেঁধে উঠান। (৭৬) বিনা প্রয়োজনে দু'জনকেএক কবরে দাফন করা। (৭৭) জানাযার নামায মসজিদের ভিতরে পড়া (৭৮) সম্মুখে, ডানে বা বামে ফটো থাকালীন অবস্থায় নামায পড়া বা এর উপর সজদা করা। (৭৯) স্বর্ণের তার দিয়ে দাঁত বাঁধা (৮০) স্বর্ণ বা রৌপ্যের পাত্র ব্যবহার করা (৮১) মৃত ব্যক্তির মুখে চুম্বন করা (৮২) কাফিরকে

বিনা প্রয়োজনে প্রথমে সালাম করা। যদি সে সালাম করে তবে 'ওয়া আলাইকা' বা 'হাদাকাল্লাহু' বলা চাই। (৮৩) ইসলাম বিরোধী জাতির নিকট অস্ত্র বিক্রয় করা। (৮৪) অন্ডকোষ কর্তিত ক্রীত দাস হতে সেবা লওয়া বা তার অর্জিত মাল ভোগ করা। (৮৫) ছেলেমেয়েদেরকে এ প্রকার পোশাক পরিধান করান যা বড়দের জন্য নিষিদ্ধ। (৮৬) নিজের মনোরঞ্জনের জন্য গান গাওয়া। (৮৭) কোন ইবাদত আরম্ভ করে তা নষ্ট করা (৮৮) রাস্তার মধ্যে বসা বা দাঁড়ান যাতে মানুষের অসুবিধা হয়। (৮৯) আযান শুনার পর ঘরে বসে ইকামতের অপেক্ষায় থাকা (৯০) পেট ভরার পর অধিক খাওয়া (৯১) ক্ষুধা ব্যতীত আহার করা (৯২) আলিম, বুযুর্গ, পিতা ব্যতীত অন্যের হাত চুম্বন করা (৯৩) কেবল হাতের ইঙ্গিতে সালাম করা (৯৪) পিতা বা উস্তাদ ব্যতীত অন্যের জন্য তিলাওয়াতকারীর দাঁড়ান।

নোট ঃ আবূ লাইছ ফকীহ বলেন, নিম্নের গুনাহসমূহও সগীরা গুনাহার অন্তর্ভক্ত ঃ

(৯৫) মুসলমানের প্রতি মন্দ ধারণ পোষণ করা (৯৬) ঈর্ষা করা, হিংসা করা (৯৭) গর্ব করা ও নিজের মতামতকে পছন্দ করা (৯৮) গান শ্রবণ করা (৯৯) যার উপর গোছল ফরয এমন ব্যক্তির বিনা কারণে মসজিদে বসা। (১০০) কোন মুসলমানের গীবত শুনে চুপ থাকা (১০১) বিপদে পড়ে চিৎকার করে কাঁন্না কাটি করা এবং বক্ষে আঘাত করা (১০২) যে ব্যক্তির ইমামতিতে মানুষ অসন্তুষ্ট তার ইমামতি করা যদিও তাদের অসন্তুষ্টি বিনা কারণে হোক। (১০৩) খুতবার সময়ে কথা বলা (১০৪) মসজিদের মধ্যে মানুষ কাঁধের উপর দিয়ে লাফিয়ে যাওয়া। (১০৫) মসজিদের ছাদে আবর্জনা নিক্ষেপ করা (১০৬) রাস্তায় আর্জনা ফেলা (১০৭) নিজের সাত বৎসরের অধিক বয়স্ক ছেলের সঙ্গে এক বিছানায় শয়ন করা (১০৮) হায়িয নিফাস এবং জনাবতের অবস্থায় পবিত্র কুরআন তিলওয়াত করা (১০৯) অনর্থক বিষয়ে সময় নষ্ট করা যেমন রাজা বাদশাগণের

ভোগ বিলাসের কথা আলোচনা করা (১১১) অনুপকারী কথা বলা (১১২) কারো প্রশংসায় অতিরঞ্জিত করা (১১৩) ছন্দ মিলিয়ে কথা বলা অথবা কথাকে শক্তিশালী করার জন্য লৌকিকতা করা (১১৪) গালমন্দ করা (১১৫) কৌতূকের মধ্যে সীমা অতিক্রম করা (১১৬) কারো গোপন তথ্য প্রকাশ করা (১১৭) সঙ্গী সাথীদের অধিকার আদায়ে অসতর্কতা (১১৮) ওয়াদা করার সময় অন্তরে ওয়াদা পূর্ণ করার ইচ্ছা না থাকা। (১১৯) ধর্মীয় বিষয়ের অবমাননা ব্যতীত অত্যধিক রাগ করা (১২০) নিজের আত্মীয় এবং বন্ধুবান্ধবকে শক্তি থাকা সত্ত্বেও অত্যাচার হতে রক্ষা না করা (১২১) যাকাত অথবা হজ্জকে বিনা কারণে বিলম্ব করা। কেউ কেউ বলেন, উহা কবীরা গুনাহর অন্তর্ভুক্ত। (১২২) অলসতা করে জামাআত ত্যাগ করা। (১২৩) বিধর্মী প্রজাকে 'হে কাফির' বলে সম্বোধন করা, যখন এতে তার মনক্ষুণ্ন হয়।

আল্লামা ইবনে নাজিম (রাঃ)-এর লিখিত কিতাবে সগীরা এবং কবীরার উল্লিখিত সংখ্যা এ ক্রমানুসারে লিখেছেন যার মধ্যে একশত তিন কবীরা এবং একশত আঠাইশ সগীরার মোট দু'শত একত্রিশ। এবং আল্লামা ইবনে হাজার (রাঃ)এর চেয়ে অধিক সংখ্যা উল্লেখ করেছেন। এতদ্ব্যতীত ইবনে নাজিম (রাঃ) যে সকল গুনাহকে সগীরার অন্তর্ভুক্ত করেছেন এর মধ্যে অধিকাংশকে ইবনে হাজার (রাঃ) যাওয়াজেরে কবীরার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এ মতপার্থক্য বাহ্যতঃ সগীরা ও কবীরা গুনাহ্‌র সংজ্ঞার বিভিন্নতার কারণে হয়েছে। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সগীরার অর্থ কারো নিকট এই নয় যে উহা করা সাধারণ ব্যাপার অথবা উহা হতে বিরত থাকার প্রয়োজন নাই; বরং এ পার্থক্য একটি পরিভাষাগত পার্থক্য। নতুবা আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্য হওয়া হিসাবে প্রত্যেকটি গুনাহ্ই অত্যন্ত বিপজ্জনক। আল্লাহ্ তা'আলা সকল মুসলমানকে প্রত্যেক গুনাহ্ থেকে রক্ষা করুন। আমিন।

এখানেই রিসালাখানা সমাপ্ত করছি। আশা করি যে, আল্লাহ তা'আলা নিজ মেহেরবাণীতে উহা কবূল করে সকল মুসলমানের জন্য উপকারী করে দেবেন। এই কিতাবের বরকতে এ অধমকেও গুনাহসমূহ থেকে বাঁচার তৌফিক দান করুন।

মুহাম্মদ শফী দেওবন্দী

(মুফতী–ই-আযম পাকিস্তান)

১৩ ছফর, ১৩৬৭ হিজরী

ولا يغتب بعضكم بعضا

"আর তোমাদের কেউ যেন কারো পশ্চাতে নিন্দা না করে।"
(আল কুরআন)

রিসালা ই- আহকামে গীবত

(গীবতের শরয়ী বিধান)

মূল ঃ

হাফিয মাওলানা সাইফুল্লাহ

অনুবাদ ঃ

মাওলানা মুহাম্মদ আবুল ফাতাহ ভুঞা

রিসালা-ই-আহকামে গীবত

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله وكفى والصلوة والسلام على سيد الانبياء محمد المصطفى وعلى اله المجتبى . اما بعد .

আমি আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করে 'গীবত' সম্পর্কে কিছু লিখতে ইচ্ছা করছি। কেননা, কতক সম্মানিত উলামা ও ফুযালা এবং অধিকাংশ জনসাধারণ ও বিশেষ ব্যক্তিবর্গও এ রোগে জড়িত রয়েছে। আর অধিকাংশ লোক গীবত-এর সংজ্ঞা ভালরূপে জ্ঞাত নয়। সেহেতু ঠাট্টা ও কৌতুকের মাঝে অসংখ্য গীবত হয়ে যায়। কাজেই আমি গীবত-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা এবং এর আহকাম বর্ণনা করছি, যাতে স্বয়ং আমি নিজে পরহেয করতে পারি এবং অন্যান্য সম্মানিত ব্যক্তিগণকেও স্মরণ করিয়ে দেয়া যায়। আর মহান করুণাময় আল্লাহ তা'আলার সমীপে আকাংক্ষা করি যে, এ বান্দার জন্য এই রিসালাকে নাজাতের ওসীলা করে দিন।

والله الموفق والمعين

সম্মানিত পাঠকবৃন্দের কাছে আরয হচ্ছে যে, আমার এই রিসালায় কোন প্রকার ভুল-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে অনুগ্রহ করে তা সংশোধনের নিয়্যতে আমাকে

অবহিত করলে ইনশাআল্লাহু তা'আলা আজীবন এর শুকরিয়া আদায় করবো।

كُل انسان مركب من الخطاء والنسيان -

لَيس للانسان الا ما سعى -

অর্থাৎ "প্রত্যেক মানুষ ভুল ত্রুটিতে মিশ্রিত।" চেষ্টা ব্যতীত মানুষের কিছু করার নেই।

'গীবত'-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা

غيبت -এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, পশ্চাতে কারো সম্পর্কে মন্দ বলা। আর শরীঅতের পরিভাষায় গীবত হলো, কোন অনুপস্থিত ব্যক্তি সম্পর্কে এমন দোষ-ত্রুটির উল্লেখ করা, যা সে শ্রবণ করলে অসহনীয় অনুভব করতো। যেমন কারো সম্পর্কে এরূপ বলা যে, অমুক ব্যক্তি কৃপণ।

গীবত যে মন্দ, এর বিবরণ

কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছেঃ

يايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه - واتقوا الله - ان الله تواب الرحيم -

অর্থাৎ "মুমিনগণ, তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয় কতক ধারণা গুনাহ। আর কারো গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না। তোমাদের কেউ যেন কারও পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভ্রাতার গোশত ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বস্তুতঃ তোমরা তো একে ঘৃণাই কর। আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর; নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাওবা কবূলকারী পরমদয়ালু।" – (সূরা হুজরাত-১২)।

ব্যাখ্যা

কুরআন মজীদে প্রথমতঃ ইরশাদ হয়েছে যে, 'অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক।' অতঃপর এর কারণ স্বরূপ বলা হয়েছে, 'কতক ধারণা পাপ।' এ থেকে জানা গেল যে, প্রত্যেক ধারণাই পাপ নয়। কাজেই ইরশাদ শ্রবণকারী তা জেনে নেয়া ওয়াজিব হবে যে, কোন ধারণা পাপ, যাতে তা থেকে আত্মরক্ষা করা যায় এবং জায়েয না জানা পর্যন্ত তার কাছেও না যায়।

মাসয়ালা ঃ কোন কোন রিওয়ায়ত থেকে প্রমাণিত হয় যে, আয়াতে সব গীবতকেই হারাম করা হয়নি; বরং কতক গীবতের অনুমতি আছে। উদারহণতঃ কোন প্রয়োজন ও উপযোগিতার কারণে কারও দোষ বর্ণনা করা জরুরী হলে তা গীবতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়, তবে প্রয়োজন ও উপযোগিতাটি শরীআত সম্মত হতে হবে। যেমন, কোন অত্যাচারীর অত্যাচারের অভিযোগ এমন ব্যক্তির সামনে বর্ণনা করা যিনি তার অত্যাচার দূর করতে সক্ষম, কিংবা কারও সন্তান ও স্ত্রীর বিরুদ্ধে তার পিতা ও স্বামীর কাছে অভিযোগ করা যে তাদের সংশোধন করতে পারে, কিংবা কোন ঘটনা সম্পর্কে ফতওয়া গ্রহণ করার জন্যে ঘটনার বিবরণ দান করা, কিংবা কোন ব্যক্তিকে সাংসারিক অথবা পারলৌকিক অনিষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্যে কারো অবস্থা বর্ণনা করা, কিংবা কোন ব্যাপারে পরামর্শ নেয়ার জন্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করা, কিংবা যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে গুনাহ করে এবং নিজের পাপাচারকে নিজেই প্রকাশ করে বেড়ায়, তার কুকর্ম আলোচনা করাও গীবতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়। এ-কারণেই আল্লাহ তা'আলা (নিশ্চয় কতক ধারণা গুনাহ) শব্দ দ্বারা সম্বোধন করেছেন। কিন্তু বিনা প্রয়োজনে স্বীয় সময় নষ্ট করার কারণে মাকরুহ। –(বয়ানুল কুরআন, রুহুল মাআনী) এসব মাসয়ালায় অভিন্ন বিষয় এই যে, কারও দোষ আলোচনা করার উদ্দেশ্যে, তাকে হেয় করা না হওয়া চাই; বরং প্রয়োজনবশতঃই আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আয়াতের সারমর্ম হলো, জীবিত ভ্রাতার গীবত করা এমন যে, তার মৃত্যুর পর যেন তার গোশত ভক্ষণ করা। কাজেই মৃত ভ্রাতার গোশত ভক্ষণ করাকে তোমরা যেইরূপ অপছন্দ কর সেইরূপ তার গীবত করাকেও অপছন্দনীয় অনুভব কর।

সূক্ষ্ম বিষয় ঃ ايحب احدكم (তোমাদের কেউ কি পছন্দ করবে?) ইহা গীবত মন্দ হওয়ার একটি উদাহরণ, যদ্বারা কতগুলো মারাত্মকতা প্রকাশ করা হয়েছে। (এক) استفهام (কৈফিয়ত তলব) যুক্তি উপস্থাপনের জন্য (দুই) অত্যধিক পছন্দনীয় বস্তুকে প্রীতিভাজনের আকৃতিতে প্রকাশ করা হয়েছে। (তিন) احدكم (তোমাদের কেউ)-এর সঙ্গে সম্বন্ধ করে সেই দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, অপরজন একে অপছন্দ করে। (চার) ব্যাপকভাবে মানুষের কথা উল্লেখ করার স্থলে স্বীয় ভ্রাতার গোশত খাওয়ার দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। (পাঁচ) আর ভ্রাতার গোশত-ও মৃত হওয়ার অবস্থায় ভক্ষণের দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। (ছয়) ميتا কে حال গণ্য করে এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মৃতকে ভক্ষণ করা স্বভাবগতভাবে ঘৃণাযোগ্য এবং فكرهتموه (অথচ একে তোমরা অপছন্দ কর) দ্বারা জ্ঞান-বুদ্ধির দৃষ্টিতেও এটা অপছন্দনীয় অনুভব করার মর্মার্থ হয়। (সাত) আল্লাহ তা'আলা অনুপস্থিত ব্যক্তি সম্পর্কে কষ্টদায়ক কথাবার্তা বলাকে মৃত ভ্রাতার গোশত ভক্ষণের সঙ্গে এই জন্য তুলনা করেছেন যে, মৃত মানুষের গোশত ভক্ষণ করলে যেমন তার শারীরিক কোন কষ্ট অনুভূত হয় না তেমনি অনুপস্থিত ব্যক্তি যে পর্যন্ত গীবতের কথা অবহিত না হয় সে পর্যন্ত তারও কোন কষ্ট হয় না।

شعر : نار يان مرناريان راجازب اند + نور يان مرنوريان راطالب اند

اهل باطل باطلان رامى كشند + اهل حق ازاهل حق هم سر خوشند

অর্থাৎ "অগ্নি সৃষ্টরা কেবল অগ্নি সৃষ্টদের আকৃষ্ট করে, নূরের সৃষ্টরা নূরের

সৃষ্টদের প্রত্যাশা করে। ভ্রান্ত সম্প্রদায় ভ্রান্ত সম্প্রদায়কে আকৃষ্ট করে, হকপন্থীরা হকপন্থীদের আকাংক্ষা করে।"

কুরআন মজীদের অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

অর্থাৎ "প্রত্যেক পশ্চাতেও সম্মুখে পরনিন্দাকারীর দুর্ভোগ।"-(সূরা হুমাযাহ-১)

সূক্ষ্ম বিষয় ঃ এ সূরায় তিনটি জঘন্য গুনাহের শাস্তি ও এর তীব্রতা বর্ণিত হয়েছে। গুনাহ তিনটি হচ্ছে এই যে, هُمَزَة - لُمَزَة - جمع مالا - প্রথমোক্ত শব্দদ্বয় কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। অধিকাংশ তফসীকারগণের মতে هُمَزَة-এর অর্থ গীবত অর্থাৎ পশ্চাতে পরনিন্দা করা এবং لُمَزَة -এর অর্থ সামনাসামনি কারো দোষারোপ করা ও মন্দ বলা। এ দু'টি কর্মই জঘন্য গুনাহ। পশ্চাতে পরনিন্দার শাস্তির কথা কুরআন ও হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। এর কারণ এরূপ হতে পারে যে, এ গুনাহে মশগুল হওয়ার পথে কোনরূপ বাধা থাকে না। যে ব্যক্তি এতে মশগুল হয়, সে কেবল এগিয়েই চলে। ফলে গুনাহ বৃহৎ থেকে বৃহত্তর ও অধিকতর হতে থাকে। সামনাসামনি নিন্দা এরূপ নয়। কেননা, এতে প্রতিপক্ষও বাধা দিতে প্রস্তুত থাকে। ফলে গুনাহ দীর্ঘতর হয় না। এছাড়া কারও পশ্চাতে নিন্দা করা এ কারণেও বড় অন্যায় যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি জানতে পারে না যে, তার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ উত্থাপন করা হচ্ছে। ফলে সে সাফাই পেশ করার সুযোগ পায় না।

এক দিক দিয়ে لُمَزَة তথা সামনাসামনি নিন্দা গুরুতর। যার সম্মুখে নিন্দা করা হয়, তাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা হয়। এর কষ্টও বেশী ফলে শাস্তিও গুরুতর। -(মাআরিফুল কুরআন ৮ম খণ্ড ৮১৫ পৃষ্ঠা)

হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে ঃ

عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من يضمن لى ما بين لحييه وما بين رجليه اضمن له الجنة ـ

رواه البخارى ـ مشكوة شريف ص ٤١١

অর্থাৎ "হযরত সাহল বিন সা'দ (রাযি) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি আমাকে এই বিষয়ের জামানত দিবে যে, সে নিজ শ্মশ্রুদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান অর্থাৎ যিহ্বা ও দাঁত এবং পদযুগলের মধ্যবর্তী অর্থাৎ যৌনাঙ্গকে সংরক্ষণ করবে, তাহলে আমি তার জন্য জান্নাতের জামানত গ্রহণ করলাম।" -(সহীহ বুখারী, মিশকাত শরীফ ৪১১পৃঃ)

ব্যাখ্যা ঃ যিহ্বা সংরক্ষণের মর্ম এই যে, সে নিজ যিহ্বার উপর কর্তৃত্ব অর্জন করবে। ফলে সে একে অনর্থক শব্দাবলী, কথাবার্তা এবং অশ্লীল ও কঠোর কথন থেকে নিরাপদ রাখবে। আর দাঁতের সংরক্ষণ করার মর্ম হচ্ছে যে, সে একে হারাম বস্তু পানাহার থেকে হিফাযত করবে। অনুরূপ যৌনাঙ্গকে হিফাযত করার মর্ম হচ্ছে যে, সে নিজ যৌনাঙ্গকেই ব্যভিচার থেকে বিরত রাখবে।-(মাযাহেরে হক ৪র্থ খণ্ড, কুস্ত ৪র্থ খণ্ড ৬ পৃঃ)

হাদীছ শরীফের সার সংক্ষেপ হচ্ছে ঃ যে ব্যক্তি আমাকে এ বিষয়ের অঙ্গীকার দেবে এবং তা পুরোপুরি আমল করবে যে, সে স্বীয় যবানকে অশ্লীল ও মন্দ কথা বলা থেকে হিফাযত করবে। নিজ মুখকে হারাম ও নাজায়েয পানাহার থেকে বাঁচিয়ে রাখবে এবং লজ্জাস্থান তথা যৌনাঙ্গকে ব্যভিচার থেকে নিরাপদ রাখার মধ্যে পূর্ণাঙ্গ আমল ও তা স্বভাবে পরিণত করে রাখবে। আমি তার জন্য জামিন হচ্ছি যে, তাকে প্রাথমিক নাজাতপ্রাপ্তদের সঙ্গে জান্নাতে দাখিল করার এবং উহার উচ্চস্তরের হকদার বলে গণ্য হওয়ার ব্যবস্থা করবো। উল্লেখ্য যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই জামানত বস্তুতঃভাবে আল্লাহ

তা'আলার পক্ষ থেকে জামানত। কেননা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহের দ্বারা নিজ বান্দাদেরকে রিযিকদানের জামিন হয়েছেন। অনুরূপ তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা পাকপবিত্র জীবনধারণ অবলম্বন করে এবং নেক আ'মাল করে, প্রতিদানস্বরূপ তিনি তাদেরকে নিজ নিয়ামতসমূহ প্রদানের মাধ্যমে চিরশান্তিময় আরামদানের দৃঢ় ওয়াদা করেছেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু আল্লাহ তা'আলার প্রতিনিধি সেহেতু তিনি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে উপরোক্ত জামানত গ্রহণ করেছেন।

অপর এক হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে ঃ

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضـ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَاالْغِيْبَةُ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمْ قَالَ ذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيْلَ اَفَرَئَيْتَ اِنْ كَانَ فِىْ اَخِىْ مَا يَقُوْلُ قَالَ اِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ اِغْتَبْتَهُ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ مَاتَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهُ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ـ وَفِىْ رِوَايَةٍ اِذَا قُلْتَ لِاَخِيْكَ مَا فِيْهِ فَقَدْ اِغْتَبْتَهُ وَاِذَا قُلْتَ مَالَيْسَ فِيْهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ ـ مِشْكوٰة شَرِيْف صـ ٤١٢

অর্থাৎ "হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, (একদা) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সাহাবায়ে কিরামকে উদ্দেশ্য করে) ইরশাদ করেনঃ তোমরা কি জান যে, গীবত কাকে বলে? সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ) জবাবে আরয করলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর মনোনীত রসূল এ সম্পর্কে ভাল জানেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন ঃ গীবত হচ্ছে যে, তোমরা তোমাদের স্বীয় মুসলমান ভ্রাতার উল্লেখ এমনভাবে কর যে, যা সে (শ্রবণ করলে) অসহনীয় মনে করে। কতক সাহাবা (রাযিঃ) ইহা শুনে আরয করলেন; ইয়া রসূলাল্লাহ! ইহা বলেদিন যে, আমার উক্ত ভ্রাতা (যাকে মন্দসহ উল্লেখ করা হয়েছে)-এর মধ্যে সেই দোষ বর্তমান থাকে যা আমি

উল্লেখ করছি, তাহলেও কি গীবত হবে? (অর্থাৎ আমি এক ব্যক্তি সম্পর্কে তার পশ্চাতে ইহা উল্লেখ করলাম যে, তার মধ্যে অমুক দোষ আছে যখন তার মধ্যে বস্তুতঃভাবেই উক্ত দোষ বিদ্যমান থাকে। আর আমি যা কিছু বললাম উহা সম্পূর্ণই সত্য হয়। আর ইহা প্রকাশ্য যে, যদি উক্ত ব্যক্তি তার সম্পর্কে আমি যা উল্লেখ করেছি তা শুনে, তাহলে নিশ্চিত যে, সে অসন্তুষ্ট হবে। কোন এমন ব্যক্তির যার মধ্যে বস্তুতঃভাবেই যে দোষ আছে সেই দোষসহ তার উল্লেখ করলে কি গীবত হবে?) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেনঃ তুমি তার যেই মন্দকে উল্লেখ করছো যদি তা বস্তুতঃভাবেই উক্ত ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান থাকে তাহলে তুমি তার গীবত করলে। আর যদি উক্ত ব্যক্তির মধ্যে সেই মন্দ বিদ্যমান না থাকে, যার তুমি উল্লেখ করছো, তাহলে তুমি তার প্রতি বুহতান তথা অপবাদ দিলে। অর্থাৎ গীবত হচ্ছে এটাই যে, তুমি কারো কোন দোষ-ক্রটি তার অনুপস্থিতিতে সম্পূর্ণ সত্য বর্ণনা কর। যদি তুমি তার দোষ-ক্রটি বর্ণনা করার মধ্যে অসত্য হও যে, তুমি তার দিকে যেই দোষের সম্বন্ধযুক্ত করছো উহা উক্ত ব্যক্তির মধ্যে নেই, তাহলে এটা হবে মিথ্যা এবং বুহতান, যা অপর একটি মারাত্মক কবীরা গুনাহ। (ইমাম মুসলিম রিওয়ায়ত করেছেন)। তাঁর অপর রিওয়ায়তে এই শব্দও রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ) যদি তুমি তোমার নিজ কোন (মুসলমান) ভ্রাতার সেই দোষ বর্ণনা কর, যা বস্তুতঃই তার মধ্যে রয়েছে, তাহলে তুমি তার গীবত করেছো, আর যদি তুমি তার প্রতি এমন মন্দগুণের সম্বন্ধ করেছো, যা তার মধ্যে নেই, তাহলে তুমি তার প্রতি অপবাদ লাগিয়েছো।”

ব্যাখ্যা ঃ غِيْبَتٌ অর্থাৎ পশ্চাতে কারো কোন দোষ-ক্রটি বর্ণনা করা কেবল একটি জঘন্য কবীরা গুনাহই নয়; বরং সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার দৃষ্টিতেও এটা অতীব মন্দ চলচ্ছক্তি। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হচ্ছে যে, অন্যান্য গুনাহের তুলনায় এ গুনাহটি লোকদের মধ্যে ব্যাপক বিস্তার লাভ করে

আছে। এমন লোকের সংখ্যা খুবই দুর্লভ, যারা এ মন্দ কর্ম থেকে বেঁচে আছে। তাছাড়া ব্যাপকভাবে প্রত্যেক ব্যক্তিরই কোন না কোন পদ্ধতির আওতাধীনে গীবত করার বিষয়টি অহরহ দৃষ্টি পড়ছে। এ কারণেই গীবত সম্পর্কে আরো কিছু বিস্তারিত আলোচনা করে দেয়া জরুরী বলে মনে হয় যেমন সংক্ষিপ্তরূপে পূর্বেও বর্ণনা করা হয়েছে।

গীবত হচ্ছে যে, কোন ব্যক্তি অপর কোন এমন ব্যক্তি সম্পর্কে যে অনুপস্থিত রয়েছে এইরূপে স্মরণ করা যদ্বারা তার কোন দোষ-ত্রুটি প্রকাশিত হয় এবং সে উক্ত দোষ-ত্রুটি উল্লেখ করাকে অপছন্দ অনুভব করে। উক্ত দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে চাই তার শরীরের সঙ্গে হোক কিংবা বিবেক-বুদ্ধির সঙ্গে, চাই তার দ্বীনদারীর সঙ্গে হোক কিংবা পার্থিব ব্যাপারের সঙ্গে, চাই তার চারিত্রিক ও কর্মাবলীর সঙ্গে হোক কিংবা সত্তার সঙ্গে। চাই তার ধন-সম্পদের সঙ্গে হোক কিংবা সন্তান-সন্ততির সঙ্গে, চাই তার পিতা-মাতার সঙ্গে হোক কিংবা স্ত্রী ও খাদিম ইত্যাদির সঙ্গে। চাই তার পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতির সঙ্গে হোক কিংবা চাল-চলন ও কথাবার্তার সঙ্গে, চাই তার ভয়ভীতির সঙ্গে হোক কিংবা উঠা-বসার সঙ্গে, চাই তার অঙ্গ-ভঙ্গীর সঙ্গে হোক কিংবা রীতিনীতি ও ব্যবহার পদ্ধতির সঙ্গে, চাই তার ভদ্রতা প্রদর্শনের সঙ্গে হোক কিংবা অভদ্রতা প্রদর্শনের সঙ্গে, চাই তার বদমেজাজ ও কর্কশ বলার সঙ্গে হোক কিংবা কোমলতা ও নীরবতার সঙ্গে হোক এবং কিংবা উপরোক্ত বস্তুগুলো ব্যতীত এমন কোন বস্তুর সঙ্গে হোক যা তার সম্পর্কে হতে পারে। অধিকন্তু সেই দোষগুলোর সঙ্গে তার উল্লেখ করার বিষয়টি চাই তা শব্দাবলীর মাধ্যমে হোক কিংবা ইশারা-ইঙ্গিতে। আর ইশারা-ইঙ্গিতও চাই শব্দ ও বর্ণনা দ্বারা হোক কিংবা হাত, চোখ, ভ্রূ এবং মাথা ইত্যাদির মাধ্যমে হোক, এসব ব্যাপারে এই নিশ্চিত বিধানকেও মস্তিষ্কে উপস্থিত রাখা বাঞ্ছনীয় যে, যদি কোন ব্যক্তির এমন কোন দোষ তার অনুপস্থিতিতে বর্ণনা করা হয়, যা অপরের দৃষ্টিতে আপনি একজন মুসলমান ভ্রাতার পদমর্যাদা ও

ব্যক্তিত্বকে অবনত করেছেন তাহলে এটা মারাত্মক গীবত এবং হারাম হবে। আর যদি কারো সামনে তার কোন দোষকে এমনভাবে বর্ণনা করা হয়, যদ্বারা সে বিস্বাদ ও বিষণ্ন হয়, তাহলে এটা একপ্রকার নির্লজ্জ, পাষাণহৃদয় এবং কষ্ট প্রদান হয়। ইহাও জঘন্য গুনাহ।

شعر ۔ اب دریا را اگر نتواں کشید

هم بقدر تشنگی باید چشید

অর্থাৎ "সাগরের পানি যদি উঠাতে সক্ষম না হও, তাহলে অন্ততঃ পিপাসা পরিমাণ সংগ্রহের চেষ্টা কর।"

গীবত করা কোন্ অবস্থায় জায়েয এ সম্পর্কে উলামায়ে কিরাম লিখেছেন যে, কারো দোষ-ত্রুটি তার অনুপস্থিতিতে বর্ণনা করা কতক পদ্ধতির মধ্যে জায়েয আছে। উদাহরণতঃ কোন শরয়ী প্রয়োজন হলে, যেমন অত্যাচারীর অত্যাচার সম্পর্কে বর্ণনা করা, হাদীছ শরীফের রাবীগণের অবস্থা প্রকাশ করা, শাদী-বিবাহে পরামর্শ দেয়ার সময় কারো বংশ কিংবা অবস্থা ও রীতিনীতি বর্ণনা করা, কিংবা যখন কোন মুসলমান কারো সঙ্গে আমানত ও অংশীদারী ব্যবসা ইত্যাদি কোন লেন-দেন করতে চায় তখন এ মুসলমানকে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া থেকে নিরাপদ রাখার জন্য উক্ত ব্যক্তির রীতিনীতি বর্ণনা করে দেয়া, ইত্যাদি ইত্যাদি। অনুরূপ কোন ব্যক্তি বাহ্যিকভাবে ধার্মিকতার সাথে জীবন নির্বাহ করে অর্থাৎ নামায আদায় করে, রোযাও রাখে এবং অন্যান্য ফরযসমূহ পুরোপুরিভাবে আদায় করে। কিন্তু তার মধ্যে এই দোষ রয়েছে যে, সে লোকদেরকে স্বীয় হাত দ্বারা কষ্ট ও ক্ষতিসাধন করে, তখন লোকদের সম্মুখে তার উক্ত দোষটি উল্লেখ করা গীবতের অন্তর্ভুক্ত নহে। আর যদি উক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে সরকারী দায়িত্বশীল কর্মকর্তাগণকে অবহিত করা হয়, যাতে তিনি তাকে সতর্ক করে দেন এবং তার কষ্ট দেয়া থেকে লোকদের নিরাপদ রাখেন, তাহলে এতে কোন গুনাহ হবে না।

উলামাগণ ইহাও লিখেছেন যে, সংশোধন করার উদ্দেশ্যে কারো দোষ উল্লেখ করার মধ্যে কোন ক্ষতি নেই। নিষেধাজ্ঞা কেবল এ অবস্থায় যে, যখন তার দোষ-ক্রটিকে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য কেবল তার মন্দগুলো বর্ণনা করে ক্ষতি ও কষ্ট দেয়া হয়। অনুরূপ যদি কোন ব্যক্তি কোন শহর কিংবা গ্রামবাসী লোকদের গীবত করে, তাহলে এটাকে গীবত বলা হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে সুনির্দিষ্টভাবে কোন জামাআতের নাম নিয়ে তার গীবত করবে।

গীবত ওযূ, নামায ও রোযা ধ্বংসকারী।

وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رض۔ اِنَّ رَجُلَيْنِ صَلَّيَا صَلٰوةَ الظُّهْرِ اَوِ الْعَصْرِ وَكَانَا صَائِمَيْنِ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الصَّلٰوةَ قَالَ اَعِيْدُوْا وُضُوْءَ كُمَا وَصَلٰوةَ كُمَا وَاَقْضِيَا فِيْ صَوْمِكُمَا وَاقْضِيَاهُ يَوْمًا اٰخَرَ قَالَ لِمَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اغْتَبْتُمْ فُلَانًا ۔ مِشْكٰوة صـ٤١٥

অর্থাৎ "হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বলেনঃ একদা রোযাদার দু'ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পশ্চাতে যুহর কিংবা আসরের নামায আদায় করেন। নামায সমাপনান্তে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত ব্যক্তিদ্বয়কে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করলেন ঃ তোমরা উভয়ই পুনরায় ওযূ করে নিজেদের নামায দ্বিতীয়বার আদায় কর এবং নিজেদের এই রোযাটি পূর্ণ কর এবং সতকর্তা অবলম্বনে এই রোযার পরিবর্তে অপর একদিন রোযা রেখে নিবে। ইহা শুনে উভয় ব্যক্তিই আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! এরূপ কেন অর্থাৎ ওযূ, নামায এবং রোযা পুনরায় আদায় করার হুকুম কি কারণে? (জবাবে) তিনি ইরশাদ করলেন ঃ তোমরা অমুক ব্যক্তির গীবত করেছো। -(মাযাহিরে হক ৪র্থ খণ্ড, কুস্ত ৪র্থ খণ্ড ৪২ পৃঃ)

ব্যাখ্যা

এই হাদীছ শরীফ থেকে বাহ্যিকভাবে ইহাই বুঝা যায় যে, গীবত ওযূ, নামায ও রোযাকে ভেঙ্গে দেয়। কিন্তু উলামায়ে কিরাম লিখেন যে, সতর্কতা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এ হাদীছ শরীফে ইরশাদ হয়েছে। নতুবা বস্তুতঃভাবে গীবত করার দ্বারা ওযূ এবং রোযা ভঙ্গ হয় না। তা সত্ত্বেও গীবতের কারণে ওযূ এবং রোযার পূর্ণাঙ্গ ছওয়াব থেকে অবশ্যই বঞ্চিত হবে। তবে হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রাযিঃ)-এর মতে গীবত রোযা ভঙ্গ করে দেয়। যা হোক হাদীছ শরীফ থেকে এই বিষয়টি দৃঢ়ভাবে প্রতীয়মান হয় যে, গীবতের অনিষ্টতা ও মন্দাবলী খুবই অধিক। তাকওয়া পরহেযগারির চাহিদা এটাই যে, যদি কারো থেকে গীবত সম্পাদিত হয়ে যায়, তাহলে নতুনভাবে ওযূ করে নেয়া। কেননা উলামায়ে কিরাম লিখেন যে, যদি কোন ব্যক্তি অত্যধিক হাসি-তামাশা কিংবা অনর্থক বাক্যালাপ করে, তাহলে তার জন্য নতুন ওযূ করা মুস্তাহাব, যাতে সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন দূরীভূত হয়ে যায়, যা অত্যধিক হাসি-তামাশা কিংবা অনর্থক বাক্যালাপ করার কারণে তার অন্তরে প্রভাব দান করেছিল। তাছাড়া রোযাদার ব্যক্তি গীবত থেকে পুরোপুরিভাবে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়। -(মাযাহিরে হক ৪র্থ খণ্ড, কুস্‌ত ৪র্থ খণ্ড)

অন্য হাদীছে বর্ণিত হয়েছে ঃ

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ وَجَابِرٍ قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ الْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا ـ قَالَ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَزْنِىْ فَيَتُوْبُ فَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِ ـ وَفِىْ رِوَايَةٍ فَيَتُوْبُ فَيَغْفِرُ اللّٰهُ لَهٗ وَاِنَّ صَاحِبَ الْغِيْبَةِ لَايُغْفَرُ لَهٗ حَتّٰى يَغْفِرَهَالَهٗ صَاحِبُهٗ ـ وَفِىْ رِوَايَةِ اَنَسٍ رَضـ قَالَ صَاحِبُ الزِّنَا يَتُوْبُ وَصَاحِبُ الْغِيْبَةِ لَيْسَ لَهٗ تَوْبَةٌ ـ رَوَى الْبَيْهَقِىْ اَلْاَحَادِيْثُ الثَّلٰثَةُ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ ـ

অর্থাৎ "হযরত আবূ সাঈদ এবং হযরত জাবির (রাযিঃ) উভয়ই রিওয়ায়ত করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ গীবত ব্যভিচার থেকেও জঘন্য। (ইহা শুনে) সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ) আরয করলেন। ইয়া রসূলাল্লাহ! গীবত ব্যভিচার থেকেও অত্যধিক জঘন্য কিরূপে? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করেন (এইরূপে যে) মানুষ যখন ব্যভিচার করে তখন তাওবা করে। আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু গীবতকারীকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করেন না যতক্ষণ না সেই ব্যক্তি ক্ষমা করে দেয়, যার সে গীবত করেছে। (অর্থাৎ ব্যভিচার যেহেতু গুনাহ এবং আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী সেহেতু তিনি তার তাওবা কবূল করেন এবং ক্ষমা করে দেন। আর গীবত যেহেতু বান্দার হক সেহেতু আল্লাহ তা'আলা গীবতকারীকে সেই সময় পর্যন্ত ক্ষমা করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে সেই ব্যক্তি ক্ষমা করে দেয়, যার সে গীবত করেছে)। হযরত আনাস (রাযিঃ)-এর রিওয়ায়তে এই শব্দ রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ ব্যভিচারীর জন্য তাওবা রয়েছে কিন্তু গীবতকারীর জন্য তাওবা নেই। (এই তিনটি রিওয়ায়ত ইমাম বায়হাকী (রহঃ) শুআবুল ঈমান-এ উদ্ধৃতি করেছেন)। –(মিশকাত শরীফ–৪১৫ পৃঃ)

ব্যাখ্যা

"গীবতকারীর জন্য তাওবা নেই।" এই ইরশাদ সম্ভবতঃ এই হিসাবে হয়েছে যে, যে ব্যক্তি ব্যভিচারে জড়িত হয়ে যায় তার অন্তরে পরবর্তীতে আল্লাহভীতির প্রভাব হয় এবং তার এই ধ্যান হয় যে, যদি আল্লাহ তা'আলা পাকড়াও করেন, তাহলে নাজাতের কোন উপায় থাকবে না। ফলে সে স্বীয় অপকর্মের প্রতি লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করে। আর গীবত যদিও আল্লাহ তা'আলার নিকট জঘন্য গুনাহ-এর কাজ কিন্তু গীবতকারী একে হালকা বস্তু বলে

মনে করে। কেননা, কোন গুনাহ যখন ব্যাপক হয়ে যায় তখন উহার অনিষ্টতার বিষয়টি মানুষের অন্তর থেকে বের.হয়ে যায় এবং মানুষ এতে জড়িত হওয়ার মন্দকে মন্দ বলে অনুভব করে না। কিংবা আলোচ্য ইরশাদের মর্ম এটাও হতে পারে যে, গীবতকারী গীবত করাকে মন্দকর্ম বলেই অনুভব করে না; বরং একে জায়েয ও হালাল মনে করে। যার ফলে সে কুফরের ফাঁদে আটকিয়ে যায়। কিংবা ইরশাদের মর্ম এই হবে যে, গীবতকারী তাওবা করে কিন্তু তার তাওবা স্বয়ং কার্যকর হয় না; বরং তার তাওবা সহীহ ও মাকবূল হওয়া সেই ব্যক্তির সন্তুষ্টি ও ক্ষমা করে দেয়ার উপর নির্ভরশীল, যার সে গীবত করেছে। উপরোক্ত হাদীছ শরীফ দ্বারা ইহাই অনুভূত হয়। -(মাযাহিরে হক ৪র্থ খণ্ড, কুস্‌ত ৪র্থ খণ্ড ৪৮ পৃঃ)

গীবতের কাফ্‌ফারা

হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে ঃ

عَنْ اَنَسٍ رَضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنْ كَفَّارَةِ الْغِيْبَةِ اَنْ تَسْتَغْفِرَ لِمَنْ اِغْتَبْتَهُ. تَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَنَا وَلَهُ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِى فِى الدَّعْوَاتِ الْكَبِيْرِ وَقَالَ فِىْ هٰذَا الْاِسْنَادُ ضَعِيْفٌ. مِشْكَوٰة شَرِيْف صـ٤١٥

অর্থাৎ "হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ গীবতের কাফ্‌ফারা হলোঃ তুমি যার গীবত করছো তার জন্য মাগফিরাত ও নাজাতের দু'আ করতে থাক। দু'আ এরূপে কর যে, হে আল্লাহ। আপনি আমাকে এবং আমি যার গীবত করছি তাকে ক্ষমা করে দিন।" এই রিওয়ায়ত ইমাম বায়হাকী (রহঃ) স্বীয় কিতাব 'দাওয়াতুল কবীর'-এর মধ্যে নকল করেছেন এবং বলেছেন যে, এর সনদ যঈফ।

ব্যাখ্যা

'দু'আ' ও 'ইসতিগফার' শব্দ থেকে বুঝা যায় যে, গীবতকারী প্রথমে স্বয়ং নিজের জন্য মাগফিরাতের দু'আ করবে। এতে সূক্ষ্ম বিষয় এই যে, ইসতিগফারকারীর ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা হচ্ছে যে, তার দু'আ ও ইসতিগফার কবূল করবেন। কাজেই গীবতকারী প্রথমে নিজের জন্য ইসতিগফার করার কারণে যখন সে গুনাহ থেকে পাক-পবিত্র হয় তখন অপরের জন্যও তার দু'আ ও ইসতিগফার কবূল হবে। اغفرلنا শব্দটি جمع متكلم এর বচন এই কারণে ব্যবহৃত হতে পারে যে, গীবতের সম্পাদক যখন কতক ব্যক্তি হয় তখন এইরূপে দু'আ করবে। আর যদি গীবতকারী একব্যক্তি হয়, তাহলে إغفرلى একবচনের শব্দ ব্যবহার হবে কিংবা এই মর্ম হবে যে, ইসতিগফারকারী স্বীয় মাগফিরাতের দু'আয় সকল মুসলমানকে অন্তর্ভুক্ত করে নেবেন। এই পদ্ধতির দু'আর অর্থ এই হবে যে, হে আল্লাহ! আমাদের সকল মুসলমানকে এবং বিশেষভাবে উক্ত ব্যক্তিকে যার আমি গীবত করছি তাকে ক্ষমা করে দিন। ইহা দ্বারা বাহ্যতঃ বুঝা যায় যে, মাগফিরাতের দু'আ করা সেই অবস্থার সাথে সম্পর্কশীল হবে যখন তার গীবতের সংবাদ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে না পৌঁছে। যদি অবস্থা এই হয় যে, যার গীবত করা হয়েছে সে ব্যক্তি অবহিত হয়ে গেছে যে, অমুক ব্যক্তি আমার এই গীবত করেছে, তাহলে গীবতকারীর জন্য অত্যাবশ্যক হবে যে, সে উক্ত ব্যক্তির নিকট থেকে ক্ষমা চেয়ে নিবে। যদি গীবতকারী অভিভূত ও অপারগতার কারণে এইরূপ করতে না পারে; তাহলে এই ইচ্ছা রাখা বাঞ্ছনীয় যে, যখন সুযোগ হয় তখনই তার কাছ থেকে নিজেকে নিজে মাফ করিয়ে নিব। অতঃপর যখনই নিজেকে নিজে তার কাছ থেকে মাফ করিয়ে নিবে তখনই সে স্বীয় যিম্মাদারী থেকে পাক হয়ে যাবে এবং গীবতের ব্যাপারে তার উপর কোন হক এবং পাকড়াও হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। হাঁ যদি কেউ নিজেকে নিজে ক্ষমা করিয়ে নেয়া থেকে সম্পূর্ণভাবে অপারগ হয়

অর্থাৎ যার গীবত করা হয়েছে সে মৃত্যুবরণ করেছে কিংবা এতদূরে বসবাস করে যার সাথে সাক্ষাতের কোন সম্ভাবনা নেই, তাহলে তার জন্য অত্যাবশ্যক হবে যে, সে আল্লাহ্ তা'আলার সমীপে উক্ত ব্যক্তির মাগফিরাত ও নাজাতের জন্য দু'আ করতে থাকবে এবং এই আশা রাখবে যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ফযল ও করমে উক্ত ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করিয়ে দেবেন।

ফকীহ আবুল লায়ছ (রহঃ) লিখেন যে, উলামায়ে কিরামের মধ্যকার এই বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে যে, গীবতকারী গীবতকৃতব্যক্তির নিকট ক্ষমা চেয়ে নেয়া ব্যতীত তার তাওবা জায়েয কিংবা না জায়েয। কতক উলামায়ে কিরাম একে জায়েয বলেছেন। আমাদের মতে এর দুইটি পদ্ধতি হতে পারে। (এক) গীবতকারীর গীবতের সংবাদ যদি গীবতকৃত ব্যক্তির নিকট পৌঁছে যায়, তাহলে এর তাওবা ইহাই যে, সে নিজেকে নিজে মাফ করিয়ে নিবে এবং তাওবা করবে। (দুই) গীবতকৃত ব্যক্তির নিকট যদি গীবতের সংবাদ না পৌঁছে থাকে, তাহলে সে আল্লাহ তা'আলার নিকট তার মাগফিরাত ও ক্ষমার দু'আ করবে এবং অন্তরে পাক্কা অঙ্গীকার করবে যে, ভবিষ্যতে একাজ আর করবো না।

ইমাম বায়হাকী (রহ) উপরোক্ত রিওয়ায়তকে যদিও যঈফ গণ্য করেছেন কিন্তু এর সনদ যঈফ হলেও হাদীছ শরীফের মূল বক্তব্যে কোন প্রভাব করে না। কেননা, ফাযায়িলের অধ্যায়ে যঈফ সনদ বিশিষ্ট হাদীছও দলীল হিসাবে গৃহীত হয়। অধিকন্তু জামিউস সগীর কিতাবেও অনুরূপ একখানা হাদীছ শরীফ হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যা আলোচ্য রিওয়ায়তকে শক্তিশালী করে। গীবতের কাফ্ফারা সম্পর্কে উক্ত হাদীছখানা হচ্ছে ঃ

الغيبة ان تستغفرله

অর্থাৎ "গীবতের কাফফারা এই যে, সে উক্ত ব্যক্তির জন্য মাগফিরাতের দু'আ করবে, যার সে গীবত করেছে।" -(মাযাহিরে হক ৪র্থ খণ্ড ৪৯পৃঃ কুস্ত ৪)

হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে ঃ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغيبة اشد من ثلثين زنة فى الاسلام ـ

অর্থাৎ "ইসলামী শরীআতের বিধানে গীবত ত্রিশটি ব্যভিচার থেকেও অধিক মারাত্মক গুনাহ।"

অন্য হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে ঃ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والغيبة فان فيها ثلث أفات لا يستجاب له الدعاء ولايقبل الحسنات ويزداد عليه السيئات ـ

অর্থাৎ "তোমরা বিশেষভাবে গীবত থেকে বেঁচে থাক। কেননা, এতে তিনটি বিপদ রয়েছে। এক, গীবতকারীর দু'আ কবূল হয় না। দুই, গীবতকারীর নেক আ'মাল মকবূল হয় না। তিন, তার আমলনামায় পাপই অধিক হয়।"

অপর হাদীছ শরীফে আছে ঃ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما النار فى اليبس باسرع من الغيبة فى الحسنات العبد ـ

অর্থাৎ "অগ্নি শুকনা বস্তুকে এত তাড়াতাড়ি ধ্বংস করে না যত তাড়াতাড়ি গীবত বান্দার নেককর্মসমূহকে ধ্বংস করে থাকে।" –(বাবুত তাফাক্কুর লি ফকীহ আবুল লায়ছ (রহঃ)

شعر: صحيفة جوظالم كاهوگا تمام + نهوگا كهين اسمين نيكى كا نام ـ

كهيگا الهى ميرى نيكياں + لكهى تهين جوسارى گئين اب كهاں

يه هو حكم نام ميں مظلوم كے + ترے كام نيك سب هيں اسمين لكهے

অর্থাৎ "যালিম ব্যক্তির আমলনামা যখন সমাপ্ত হবে তখন এতে কোন নেককর্মের নামগন্ধও থাকবে না। সে বলবে, হে ইলাহী! আমার নেককর্মসমূহ যা লিখা হয়েছিল তা এখন কোথায়? হুকুম হবে, তোমার যাবতীয় নেক কর্মসমূহ মযলূম ব্যক্তির আমলনামায় লিখে দেয়া হয়েছে।"

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ -

অর্থাৎ "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা কারো প্রতি রায়দানা পরিমাণও যুলুম করবেন না।" সুতরাং বান্দাদের মধ্যে যার উপর কারো হক থাকবে তিনি তা ন্যায়সঙ্গতভাবে আদায় করে দেবেন। যদি কেউ কারো গীবত করে থাকে, তাহলে গীবতকারীর নেকসমূহ গীবতকৃত ব্যক্তিকে প্রদান করা হবে।

ফকীহ আবুল লায়ছ (রহ) স্বীয় 'তাম্বীহুল গাফেলীন' কিতাবের বাবুল হাসাদ ১৯৭ পৃঃ লিখেছেন ঃ

ثَلٰثَةٌ لَا يُسْتَجَابُ دَعْوَتُهُمْ اٰكِلُ الْحَرَامِ وَمُكْثِرُ الْغِيْبَةِ وَمَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهٖ بُخْلٌ اَوْ حَسَدٌ لِلْمُسْلِمِيْنَ -

অর্থাৎ "তিন ব্যক্তির দু'আ মকবূল হয় না এবং তার ওযর গৃহীত হয় না। এক, হারাম সম্পদ আহারকারী। দুই, অধিকহারে গীবতকারী এবং তিন, যে ব্যক্তি মুসলমানের সঙ্গে হিংসা রাখে কিংবা কৃপণতা করে।"

ফকীহ আবুল লায়ছ (রহঃ) বলেন ঃ

اَلْغِيْبَةُ عَلٰى اَرْبَعَةِ اَوْجُهٍ فِىْ وَجْهٍ هِىَ كُفْرٌ وَهُوَ اَنْ يَغْتَابَ الْمُسْلِمَ فَقِيْلَ لَهٗ لَا تَغْتَبْ فَيَقُوْلُ لَيْسَ هٰذَا الْغِيْبَةُ وَاَنَا صَادِقٌ فِىْ ذَالِكَ

فَقَدْ اِسْتَحَلَّ مَاحَرَّمَ اللّٰهُ وَمَنْ اِسْتَحَلَّ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ فَقَدْ كَفَرَ وَاَمَّا الْوَجْهُ الَّذِىْ هُوَ نِفَاقٌ فَهُوَ اَنْ يَغْتَابَ اِنْسَانًا فَلَايُسَمِّيْهِ عِنْدَ مَنْ يَعْرِفُ اَنَّهُ يُرِيْدُ بِهٖ فُلَانًا فَهُوَ يَغْتَابُ وَيَرٰى مِنْ نَفْسِهٖ اَنَّهُ مُتَوَرِّعٌ وَاَمَّا الْوَجْهُ الَّذِىْ هُوَ عَاصٍ فَهُوَ يَغْتَابُ اِنْسَانًا فَلَا يُسَمِّيْهِ وَيَعْلَمُ اَنَّهَا مَعْصِيَةٌ فَهُوَ عَاصٍ وَعَلَيْهِ التَّوْبَةُ وَالرَّابِعُ اَنْ يَغْتَابَ فَاسِقًا مُعْلِنًا بِفِسْقِهٖ اَوْصَاحِبَ بِدْعَةٍ فَهُوَ مَاْجُوْرٌ لِاَنَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ اِذَا عَرَفُوْا حَالَهٗ ـ

অর্থাৎ “গীবত চার প্রকার। এক, কোন মুসলমান ব্যক্তি অপর কারো গীবত করলে পর যখন তাকে বলা হয় যে, কারো গীবত করো না তখন জবাবে বলে, ইহা গীবত নয়; বরং আমি তার বাস্তব দোষই বর্ণনা করছি। এই প্রকার গীবতকারী কাফির হয়ে যাবে। কেননা, হারামকে হালাল বলা কুফরী। দুই, কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করে গীবত করছে বটে, কিন্তু শ্রুতাগণ বুঝে নিতে পারে যে, এই ব্যক্তি অমুক ব্যক্তির গীবত করছে। এই প্রকার গীবতকারী মুনাফিক হবে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করার কারণে বাহ্যতঃ গীবত থেকে বেঁচে রয়েছে বটে, কিন্তু বস্তুতঃভাবে সেও গীবতের মধ্যে জড়িত রয়েছে। তিন, কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির নাম উল্লেখপূর্বক নির্দিষ্টভাবে গীবত করে এবং গীবত যে পাপ তাও সে জানে এবং স্বীকারও করে। এই প্রকার গীবতকারী গুনাহগার হবে। চার, কোন ব্যক্তি অপর কোন ফাসিক ব্যক্তির গীবত করে। এই প্রকার গীবতকারীর ছাওয়াব হবে। কেননা, এদ্বারা মানুষ উক্ত ফাসিক ব্যক্তির হাল-হাকীকত জেনে তার অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হবে।

شـعــر :

(۱) واعـظـاں کـاں جلـوه در مـحـراب ومنبـر مـيکنند ÷ چوں بخلوت میردندآں کاردیگر میکنند

(۲) بازآ بازآ هرآ نـچه هستی بازآ ÷ گرکافرگرویت پرستی بازآ

(۳) این درگـه مادرگـه نـومید نـیسـت ÷ صـدباراگـر تـوبـه شکسـتی بازآ

(٤) غـافـل اند این قوم ازخود سربسر ÷ لاجرم گوینـد عـیـب هم دگر

(٥) روزمحشر هر نـهـا پیدا شـود ÷ هـم ز خـود هـر مجرم رسوا شود

(٦) دسـت يـابـد هد گواهی تـابـيـاں ÷ بـر فـساد او به پیش مستعال

(۷) دست گوید من چنیں دزدیده ام ÷ لب بگوید من چنیں بوسیده ام

(۸) پائے گوید من شد ستم تامنے ÷ فرج گوید من بکرد ستم زنے

(۹) چشم گوید کرده ام غمزه حرام ÷ گوش گوید چیده ام سوء الکلام

(۱۰) ائے زباں تو د زیائ مر مسرا ÷ چوں توئ گویا چه گویم مر ترا

(۱۱) آخر اس دنیا سے اٹھنا ھے تجھے ÷ ذائقه اس موت کا چکھنا ھے تجھے

(۱۲) بغفلت می گذری زندگانی ÷ دریغا گرچنیں غافل بمانی

(۱۳) مکن غـفـلت مکن غـفـلت بـکـن توبه بکن توبه ÷ نـصـيـحت مـيـکنـم بشنـو اگر مرد مسلمانی

(١٤) مراد ما نصیحت بودد گفتیم ÷ حوالت باخدا کردیم درفتیم

অর্থাৎ (১) সেই বক্তা যে মেহরাব ও মিম্বরে দাঁড়িয়ে লোকদের মুগ্ধ করে। অথচ যখন নির্জনে যায় তখন অন্য কাজ করে।

(২) তুমি যাই হও, চাই কাফির হও, অগ্নিপূজক হও কিংবা মুর্তি পূজক, ফিরে আসো।

(৩) আমাদের ইলাহীর মহান দরবার নৈরাশ্যের দরবার নয়। শতবারও যদি তুমি তাওবা ভঙ্গ কর। কোন পরওয়া নেই, এখনও ফিরে আসো।

(৪) এই জাতি সরাসরি নিজেই নিজ থেকে গাফিল রয়েছে। পরস্পর একে অপরের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে বেড়াচ্ছে।

(৫) হাশরের দিন যাবতীয় গোপন বস্তু প্রকাশিত হবে। প্রত্যেক দোষী ব্যক্তি নিজেই নিজের প্রতি লজ্জিত হবে।

(৬) মানুষের হাত, পা প্রকাশ্যভাবে মহিমান্বিত আল্লাহর সামনে লোকদের গুনাহের সাক্ষ্য দিবে।

(৭) হাত বলবে আমি এইরূপে চুরি করেছি, ঠোঁট বলবে আমি এইভাবে অবৈধ চুম্বন করেছি।

(৮) পা বলবে আমি অবৈধ আকাংক্ষা পূরণের জন্য গিয়েছিলাম, যৌনাঙ্গ বলবে আমি অমুক মহিলার সঙ্গে ব্যভিচার করছি।

(৯) চক্ষু বলবে আমি হারাম ইশারা-ইঙ্গিত করেছি, কান বলবে আমি অশ্লীল ও মন্দ কথা পছন্দ করেছি।

(১০) হে যিহ্বা! তুমি আমার জন্য ক্ষতিকর, যখন তুমিই তার গীবত বর্ণনা করছ তখন আমি কি বলবো।

(১১) পরিশেষে তোমাকে এ দুন্ইয়া থেকে চলে যেতে হবে, মৃত্যুর শরবত তোমাকে পান করতেই হবে।

(১২) গাফেলতির সঙ্গে জীবন অতিবাহিত করে যাচ্ছো, যদি এরূপেই গাফেল থাক, তাহলে তোমার অবস্থার ওপর আফসূস হয়।

(১৩) গাফেল থেকো না, গাফেল থেকো না, তাওবা কর, তাওবা কর নসীহত করছি তা শ্রবণ কর যদি তুমি মুসলমান হও।

(১৪) আমার উদ্দেশ্য নসীহত করা এবং বলেছি যে, আল্লাহ তা'আলার সংরক্ষণে দিলাম এবং চললাম।

মৃতদের গীবত করাও হারাম

যেইরূপ জীবিতদের গীবত করা হারাম তদ্রূপ মৃতদের গালি দেয়া, মন্দ বলা, দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা এবং তাদের গীবত করা হারাম, যদিও সে জীবিত থাকাকালে গুনাহের মধ্যে জড়িত ছিল; বরং তাদের সম্পর্কে সংযত থাকতে রসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসালাম কঠোরভাবে তাকীদ করেছেন।

হাদীছ শরীফে আছে ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذا مات احدكم فَدَعُوْهُ وَلَاتَقَعُوْفِيْهِ ـ رواه ابو داود فِى كِتَابِ الْبِرِّ وَ الصِّلَه

অর্থাৎ "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "যখন তোমাদের মধ্য থেকে কেউ মরে যায় তখন তার ব্যাপারে সমালোচনা ছেড়ে দাও। তার গীবত করো না।" –(আবূ দাউদ)

অপর হাদীছে বর্ণিত আছে

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَسُبُّوْا الْاَمْوَاتَ فَانَّهُمْ اَفْضَلُوْا اِلَى مَاقَدَّمُوْا ـ

অর্থাৎ "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন। যে ব্যক্তি মরে গেছে তাকে গালি দিও না। কেননা, যে আ'মাল তারা করে গেছে উহার শাস্তি পৌঁছেছে। (একে ইবন হাব্বান রিওয়ায়ত করেছেন) এবং আবদুল আযীম মনযুরী (রহঃ) স্বীয় 'আত্তারগীব ওয়াত্ তারহীব' কিতাবে নকল করেছেন।)

অন্য হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْكُرُوْا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ وَكُفُّوْا عَنْ مَسَادِيْهِمْ ـ

অর্থাৎ "রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা মৃতদের ভাল গুণগুলো বর্ণনা কর এবং সমালোচনায় করা থেকে যিহ্বাকে বিরত রাখ।"

ব্যাখ্যা

লিখক বলছি যে, হাদীছ শরীফসমূহ ছাড়াও বিবেকের চাহিদা এটাই যে, মৃতদের গীবত বর্ণনা করা জায়েয নয়। ইহার চারটি কারণ।

প্রথম কারণ ঃ মৃত ব্যক্তিরা জীবিতদের গীবত করতে পারে না। কাজেই জীবিতদের জন্য উচিত যে, মৃতদের গীবত না করা এবং কষ্ট না দেয়া।

ঘটনা ঃ হযরত আবূ দারদা (রাযিঃ) অধিকাংশ সময় কবরের পার্শ্বে বসতেন এবং গোরস্থানে অত্যধিক যাতায়াত করতেন। লোকেরা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি জবাবে বললেন এমন লোকদের পার্শ্বে বসছি যারা

আখিরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয় এবং আমি যখন চলে আসি তখন তারা আমার গীবত বর্ণনা করে না। পক্ষান্তরে জীবিতগণ। (এই ঘটনাটি ইহইয়াউল উলূম গ্রন্থে কিতাবুল আমওয়াত-এর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় কারণ ঃ মৃতদের থেকে জীবিতরা লাভবান হয়, মৃতদের দেখা এবং তার সংস্পর্শে যাওয়ার দ্বারা আখিরাতের স্মরণ হয় এবং দুন্‌ইয়া ধ্বংসশীল বলে জ্ঞাত হওয়া যায়। কাজেই জীবিতদের জন্য বাঞ্ছনীয় যে, তারা মৃতদেরকে ফায়দা পৌঁছাবে এবং তাদের নেককর্মসমূহের প্রতিদান দেবে অর্থাৎ যেইরূপ মৃতদের যবান বিরত রয়েছে সেইরূপ জীবিতরাও স্বীয় যবান বিরত রাখা এবং তাদের কষ্ট না দেয়া।

ঘটনা ঃ হযরত আলী (রাযিঃ)-কে লোকেরা জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, আপনি গোরস্থানে অধিক যান কেন? জবাবে তিনি বললেন, গোরস্থানবাসী আখিরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে আমাদের ফায়দা পৌঁছায়, তারা আমাদের সমালোচনাও করে না। তাই আমি তাদের সুহবতে অধিক সময় অতিবাহিত করছি এবং অত্যধিক গোরস্থানে যাতায়াত করি। এই ঘটনাও ইহইয়াউল উলূমে আছে।

তৃতীয় কারণ ঃ মৃতদের গীবত করার দ্বারা জীবিতদের কষ্ট হয় এবং মৃতদের আত্মীয়-স্বজনের দুঃখ ও কষ্ট হয়।

চতুর্থ কারণ ঃ যে ব্যক্তি মরে গেছে সে যদি জাহান্নামী হয় তবে উহাই তার বিচারে যথেষ্ট। কাজেই তার গীবত অনর্থক হয়। যদি সে জান্নাতী হয় তবে তার গীবত করা নিষিদ্ধ। যে সব স্থলে তার জাহান্নামী হওয়া সম্ভাবনা বিদ্যমান রয়েছে সে সব স্থলেও শরীআত প্রবর্তক তার গীবত করতে নিষেধ করেছেন।

হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَذْكُرُوا مَوْتَاكُمْ اِلَّا

بِخَيْرٍ فَاِنَّهُمْ اِنْ يَّكُوْنُوْا مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ تَأْثَمُوْا وَاِنْ يَّكُوْنُوْا مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَحَسْبُهُمْ مَافِيْهِ ـ

অর্থাৎ "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ তোমরা স্বীয় মৃতদেরকে ভাল কর্মের সঙ্গে স্মরণ কর। কেননা, সে যদি জান্নাতী হয় তবে তার গীবত করার দ্বারা তোমরা গুনাহগার হবে। আর যদি জাহান্নামী হয়, তাহলে তার জন্য উক্ত শাস্তিই যথেষ্ট।" (ইহয়াউল উলূম)

যিম্মী (ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিক)-দের গীবত করাও হারাম।

যিম্মীর গীবত অর্থাৎ সেইসব কাফির যারা ইসলামী রাষ্ট্রে আনুগত্য হয়ে থাকে সেইসব কাফিরদের গীবত করাও হারাম। কেননা, এইসকল কাফির যেহেতু মুসলমানদের অধীনে হয়ে গেছে সেহেতু তাদের জান, মাল এবং সম্মানে ঈমানদারগণের অনুরূপ হয়ে গেছে। কাজেই মুসলমানদের সম্মান নষ্ট করা যেইরূপ হারাম সেইরূপ যিম্মীদের সম্মান নষ্ট করাও হারাম হয়ে গেছে। এই মাস্‌য়ালার বিস্তারিত দুররে মুখতার ও অন্যান্য কিতাবে রয়েছে। যিম্মীরা যখন মুসলমানদের অধীনে হওয়ার কারণে তাদের গীবত করা হারাম তখন মুসলমানগণের গীবত কিরূপে জায়েয হবে?

ইবনে আবেদীন (রহঃ) ইবনে হাজার (রহঃ) থেকে নকল করেন যে, প্রাপ্ত বয়স্কদের গীবত করা যেইরূপ হারাম সেইরূপ অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকা এবং পাগল ব্যক্তিদের গীবত করাও হারাম।

হাদীছ শরীফে আছে ঃ

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْعَبْدَ يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللّٰهِ لَايَلْقِىْ لَهَا بَالاً يَرْفَعُ

اَللّٰهُ بِهَا دَرَجَاتٍ وَاِنَّ الْعَبْدَ يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللّٰهِ لَايُلْقِىْ لَهَا بَالًا يَهْوِىْ بِهَا فِىْ جَهَنَّمَ ـ رَوَاهُ الْبُخَارِىْ ـ وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهُمَا يَهْوِىْ بِهَا فِى النَّارِ اَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ـ مِشْكٰوة صـ ٤١١

অর্থাৎ "হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন; মানুষ যদি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির একটি কথা বলে, এর মর্যাদা কতটুকু তা তার জানা হয় না, আল্লাহ তা'আলা উহার কারণে তার দরজা বুলন্দ করেদেন। পক্ষান্তরে মানুষ যখন তাঁর অসন্তুষ্টির একটি কথা বলে, এর অধপতনের স্তরও তার জানা হয় না। তখন এর কারণে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়। বুখারী রিওয়ায়ত করেছেন। বুখারী ও মুসলিম (রহঃ)-এর এক রিওয়ায়তে আছে যে, জাহান্নামে এত পরিমাণ নিম্নস্তরে গিয়ে পৌঁছে যার পরিমাণ পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান।

হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهٗ كُفْرٌ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ مِشْكٰوة صـ ٤١١

অর্থাৎ "হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ মুসলমানকে গালি দেয়া আল্লাহ তা'আলা হুকুম থেকে বের হয়ে যাওয়া এবং তাকে হত্যা (ঝগড়া) করা কুফরী। –(সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

(۱) دور شو از اختلاط یار بد + یار بد بد تر بود از مار بد

(۲) ماربد تنها همیں برجان زند + یار بد برجان وبر ایماں کند

(۳) صحبت صالح ترا صالح كند + صحبت طالح ترا طالح كند

অর্থাৎ "দুষ্ট বন্ধুর সংস্পর্শ থেকে দূরে থাক, দুষ্ট বন্ধু বিষাক্ত সাপ থেকে অধিক ঘোরতর।

(২) বিষাক্ত সাপ কেবল জানের উপর হামলা করে কিন্তু দুষ্ট বন্ধু জান ও ঈমান উভয়কে ধ্বংস করে।

(৩) পুণ্যবানের সুহবত তথা সংস্পর্শ তোমাকে পুণ্যবান করবে। আর পাপিষ্ঠের সুহবত তোমাকে পাপিষ্ঠ বানাবে।

হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে ঃ

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِاَخِيْهِ كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بِهَا اَحَدُهُمَا ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ مِشْكوٰاة صـ ٤١١

অর্থাৎ "হযরত ইবন উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ যে কোন ব্যক্তি স্বীয় মুসলিম ভাইকে কাফির বলবে। উক্ত কুফরী বাক্যের সঙ্গে এক ব্যক্তি অবশ্যই সংস্পৃক্ত হবে।" –(সহীহ বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত ৪১১)

হাদীছ শরীফে আছে ঃ

وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رَضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْمِىْ رَجُلٌ رَجُلاً بِالْفُسُوْقِ وَلَا يَرْمِيْهِ بِالْكُفْرِ اِلاَّ ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ اِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهٗ كَذَالِكَ ـ رَوَاهُ الْبُخَارِىْ

অর্থাৎ "হযরত আবূ যার(রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ

রসূলুল্লাহু সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ কোন মুসলমান ব্যক্তি অপর কোন মুসলমানকে ফাসিক এবং কাফির বলে অপবাদ দেয়, যদি সে ব্যক্তি এইরূপ না হয়, তাহলে অপবাদটি বক্তার দিকে প্রত্যাবর্তন করে।" –(সহীহ বুখারী, মিশকাত ৪১১)

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَعٰى رَجُلاً بِالْكُفْرِ اَوْ قَالَ عَدُوَّاللّٰهِ وَلَيْسَ كَذَالِكَ اِلاَّحَادَّ عَلَيْهِ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ مِشْكٰوَاة صـ٤١١

অর্থাৎ "হযরত আবূ যার (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে কাফির বলে ডাকবে কিংবা হে আল্লাহর দুশমন বলবে। যদি সে এইরূপ না হয়, তাহলে কথাটি বক্তার দিকে প্রত্যাবর্তন করে।" –(সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لاَيَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلاَ نِسَاءٌ مِنْ نِّسَاءٍ عَسٰى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ـ

অর্থাৎ "মুমিনগণ কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর নারীকেও যেন উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে।" –(সুরা হুজরাত-১১)

হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে ঃ

عَنْ اَنَسٍ رَضـ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ الْمُسْتَبَانِ مَا قَالاَ فَعَلَى الْبَادِىْ مَالَمْ يَعْتَدَّ الْمَظْلُوْمُ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ـ مِشْكَوٰةٌ ص۔٤١١

অর্থাৎ "হযরত আনাস (রাযিঃ) এবং হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, পরস্পর গালিদাতাদের মধ্যে যে ব্যক্তি প্রথমে গালি দেয় তারই গুনাহ হবে, যদি যাকে গালি দেয়া হয়েছে সে সীমা অতিক্রম না করে।" -(সহীহ মুসলিম)

অন্য হাদীছে আছে ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَيَنْبَغِىْ لِصَدِيْقٍ اَنْ يَكُوْنَ لَعَّانًا ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَ مِشْكَوٰة ص۔٤١١

অর্থাৎ "হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ খাটি সত্যবাদী ব্যক্তি অত্যধিক অভিসম্পাতকারী না হওয়া বাঞ্ছনীয়।" -(সহীহ মুসলিম)

رفیقے کے غائب شدائے نیک نام ÷ دوچیزست ازوبر زفیقاں حرام

یکے آنکہ مالش بباطل خورند ÷ دوم آنکہ نامش بزشتی برند

অর্থাৎ "যদি কোন বন্ধু অনুপস্থিত থাকে, তাহলে তার দু'টি বস্তু অপর বন্ধুদের জন্য হারাম। একটি হচ্ছে যে, তার সম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষন করা এবং দ্বিতীয় হচ্ছে তার সমালোচনা করা।

হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تَجِدُوْنَ شَرَّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ذَا الْوَجْهَيْنِ اَلَّذِىْ يَاْتِىْ هٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ ـ مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ ـ مِشْكٰوةٌ صـ٤١١

অর্থাৎ "হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন দু'মুখ বিশিষ্ট ব্যাক্তিকেই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্টতর পাবে। একদলের সঙ্গে এক পদ্ধতিতে আসে, আবার অপর দলের সাথে অন্য পদ্ধতি আসে।" –(সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ ـ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍۭ بِنَمِيْمٍ ـ
مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ـ عُتُلٍّۭ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ ـ

অর্থাৎ "যে অধিক শপথ করে সে লাঞ্ছিত, আপনি তার আনুগত্য করবেন না। যে পশ্চাতে নিন্দা করে, একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে ফিরে, যে ভাল কাজে বাধা দেয়, সীমা লংঘন করে, সে পাপিষ্ঠ, কঠোর স্বভাব, তদুপরি কুখ্যাত।" – (সুরা কলম ঃ ১০-১৩ আয়াত)